প্রথম আলো

নগর সংস্করণ

শুক্রবার

৪ অক্টোবর ২০২৪

১৯ আশ্বিন ১৪৩১, ৩০ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬

চাকরি-বাকরি, প্র অন্য আলো, প্র গোল্লাছুটসহ মোট ২০ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩২৩

‘আয়নাঘরের’ প্রমাণ পেল কমিশন, ৪০০ অভিযোগ

গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন

১৩ কার্যদিবসে গুমের ৪০০ অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগ দেওয়ার সময় ১০ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে জোরপূর্বক মানুষকে তুলে নিয়ে গুম করে রাখার গোপন বন্দিশালার প্রমাণ পেয়েছে এ-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন। তারা বলছে, ‘আয়নাঘর’ নামে পরিচিতি পাওয়া এই বন্দিশালার অবস্থান ডিজিএফআইয়ের সদর দপ্তরের চৌহদ্দির মধ্যে, যা একসময় জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল (জেআইসি) হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সভাপতি বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

কমিশনের কার্যক্রম তুলে ধরার জন্য গুলশানে তাদের কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সময় কমিশনের অন্য চার সদস্যও উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, কার্যক্রম শুরুর পর গত ১৩ কার্যদিবসে এই কমিশনে ৪০০টি অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগকারীদের বড় অংশ এখনো নিখোঁজ থাকা ব্যক্তিদের স্বজন বলে কমিশন সূত্র জানায়।

সংবাদ সম্মেলনে কমিশনের সভাপতি বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী জানান, গুম-সংক্রান্ত কমিশন গত ২৫ সেপ্টেম্বর প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনে যায়। সেখানে গিয়ে কমিশনের সদস্যরা দেখতে পান, ডিজিএফআইয়ের কার্যালয় চৌহদ্দির মধ্যে একটি দোতলা ভবন রয়েছে। যার নিচতলায় ২০ থেকে ২২টি সেল (বন্দিশালার কক্ষ) রয়েছে। তবে এসব সেলে এখন কেউ নেই, খালি রয়েছে। তিনি বলেন, ‘ডিজিএফআই সদর দপ্তরের কম্পাউন্ডে অবস্থিত দোতলা ভবনের নিচতলায় ছিল জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল। দোতলার কক্ষগুলো ব্যবহৃত হতো প্রশাসনিক কাজে। ভুক্তভোগীদের বর্ণনায় গোপন বন্দিশালার যে বর্ণনা আমরা পেয়েছি, জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলের সঙ্গে তার পুরোপুরি মিল আছে।’

গুম হওয়া প্রিয়জনের ছবি হাতে স্বজনেরা। সম্প্রতি জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শন গ্যালারিতে। ফাইল ছবি

> গুমের ঘটনায় বেশি অভিযোগ এসেছে র‍্যাব, ডিজিএফআই, ডিবি ও সিটিটিসির বিরুদ্ধে। পর্যায়ক্রমে সব কটি কার্যালয় পরিদর্শন করা হবে।
>
> **বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী**
> সভাপতি, তদন্ত কমিশন

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ২০১০ সাল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী বা লক্ষ্যবস্তু করা ব্যক্তিদের গুম করার প্রবণতা শুরু হয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে এটা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গুম হওয়া ব্যক্তি ও তাঁদের স্বজনেরা গোপন বন্দিশালা পরিচালনা ও গুমের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও বিচারের আওতায় আনার দাবিতে সোচ্চার হন।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপর দীর্ঘদিন গুম ছিলেন, এমন কয়েকজন ছাড়া পান। তাঁরা এবং এর আগে বিভিন্ন সময় ছাড়া পাওয়া ব্যক্তিরা গণমাধ্যমে গোপন বন্দিশালার বর্ণনা দিয়েছেন। এসব বর্ণনায় এসেছে, তাঁদের যে কক্ষগুলোতে রাখা হয়েছিল, সেগুলো ছিল খুবই ছোট। অধিকাংশ কক্ষই ছিল স্যাঁতসেঁতে। কক্ষের ভেতরে কোনো শৌচাগার ছিল না। সারা দিন বিকট শব্দের বড়

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আসিফ নজরুল

বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল হচ্ছে। এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, অবশ্যই সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করা উচিত। সরকার সে দিকেই যাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সব কালো আইন বাতিল করা হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ সংশোধনবিষয়ক মতবিনিময়’ সভার আয়োজন করে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এই সভায় সভাপতির বক্তব্যে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের বিষয়ে সরকারের ভাবনা তুলে ধরেন।

এর আগে সভায় বক্তব্য দেন তথ্য উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। আরও বক্তব্য দেন আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। তাঁদের বেশির ভাগই সংশোধনের পরিবর্তে সাইবার নিরাপত্তা আইন সরাসরি বাতিলের পক্ষে মত দেন।

পরে সমাপনী বক্তব্যে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, ‘আল্টিমেটলি (চূড়ান্ত পর্যায়ে) এটা (সাইবার নিরাপত্তা আইন) বাতিল হবে। পরবর্তীকালে যখন নতুন আইন হবে, এটার বেসিক অ্যাপ্রোচ (মূল উদ্দেশ্য) থাকবে সাইবার সুরক্ষা দেওয়া, নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়া...। সেখানে অবশ্য নারী ও শিশুদের স্পর্শকাতরতা বিবেচনা করে বিশেষ নিরাপত্তা রাখার ব্যবস্থা করা হবে।’

সাইবার নিরাপত্তা আইন এবং এর পূর্বসূরি (ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও আইসিটি আইন) যেসব মামলা হয়েছিল, সেসব মামলাও প্রত্যাহারের

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

অন্য দেশের অভিজ্ঞতায় আইন সংস্কারে কিছু প্রস্তাব

লিখেছেন **ইমরান আজাদ**।

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

দ্রব্যমূল্য কমাতে নজর কম

বাজারদর

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উচ্চ মূল্য মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করেছিল। তখন সরকার কার্যকর উদ্যোগ না নিয়ে উদাসীনতা দেখাত।

রাজীব আহমেদ ও ড্রিঞ্জা চাম্বুগং, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর নতুন অন্তর্বর্তী সরকার নানা খাতে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য কমিয়ে মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ কম।

সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রায় দুই মাসে ছয়টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে। কমেছে মাত্র দুটির।

বাজারে এখন সবজির দাম ব্যাপক চড়া। ডিমের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ঢাকার বাজারে নিত্যপণ্যের দাম

পণ্য	১ জানু. '২০	৮ আগস্ট '২৪	৩ অক্টো. '২৪
মোটা চাল	৩০-৩৫	৫০-৫৪	৫০-৫৫
আটা	২৮-৩০	৪০-৪৫	৪০-৪৫
সয়াবিন তেল	১০৯	১৪৫-১৫৫	১৫১-১৫৫
পাম তেল	৯৫-৯৭	১২৫-১৩৫	১৩৭-১৪২
মসুর ডাল	৬৫-৭০	১০৫-১১০	১০৫-১১০
অ্যাংকর ডাল	৩৮-৪০	৮০-৯০	৮০-৯০
পেঁয়াজ	২৫-৪৫	১১০-১২০	১০৫-১১০
ব্রয়লার মুরগি	১২৫-১৩৫	১৭০-১৮০	১৮০-১৯০
ডিম (হালি)	২৮-৩০	৫০-৫৪	৫৫-৫৬
চিনি	৬২-৬৫	১২৫-১৩৫	১২৮-১৩৫
আলু	৪০-৪৫	৫৫-৬০	৫০-৬০

সূত্র : টিসিবি। কেজি/লিটারপ্রতি টাকা

আ. লীগ ভোটে এলে আপত্তি নেই, তবে গণহত্যার বিচার হতে হবে

বিশেষ সাক্ষাৎকার পর্ব ১

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

মির্জা ফখরুল

দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন দাবি করে আসছে বিএনপি। তবে সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে ‘যৌক্তিক’ সময় দেওয়ার কথাও বলছে দলটি। সংস্কার ও নির্বাচন প্রশ্নে বিএনপির মহাসচিব **মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের** সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। ঢাকার গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **কাদির কল্লোল** ও **সেলিম জাহিদ**।

প্রথম আলো : জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর : এখনই পুরোপুরি মূল্যায়ন করার সময় এসেছে বলে মনে করি না। কারণ, এক-দেড় মাস খুবই অল্প সময়। আর পরিবর্তনের পর যে সরকার এসেছে, সেই সরকারের অবস্থান, শক্তি ও সক্ষমতা তো আমাদের বুঝতে হবে। এই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস খুব জনপ্রিয় মানুষ। এ দেশের মানুষ ও সারা পৃথিবী তাঁকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁর সে রকম কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবে তিনি তাঁর সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করছেন।

দ্বিতীয়ত, সরকারের অন্যদের মধ্যে তিন-চারজন বাদ দিয়ে বাকিদের সেভাবে সরকার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

টাইমের ১০০ উদীয়মান প্রভাবশালীর তালিকায় নাহিদ ইসলাম

প্রথম আলো ডেস্ক

নাহিদ ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী *টাইম*-এর ‘টাইম১০০নেক্সট ২০২৪’-এর তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পরিচিত এই মুখ তালিকাটিতে ‘লিডারস’ ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছেন।

টাইমের ওয়েবসাইটে গত বুধবার বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রভাবশালীর তালিকাটি প্রকাশ করা হয়। এবার পঞ্চমবারের মতো এই তালিকা প্রকাশ করা হলো। এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইসরায়েলি হামলায় বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। গতকাল বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় মোয়াওয়াদ শহরতলিতে। ছবি : এএফপি

শিগগির পাল্টা হামলার হুমকি ইসরায়েলের, অনমনীয় ইরান

গাজার সরকারপ্রধান নিহত, লেবাননে হামলা চলছে

রয়টার্স, *বৈরুত*

রাভি মুশতাহা

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে দেশটিতে ‘শিগগির ভয়াবহ হামলা’ চালানোর হুমকি দিয়েছে ইসরায়েল। হুমকির মুখেও অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করেছে ইরান। ইসরায়েল চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করলে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী কঠোর জবাব দেবে বলে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান।

এদিকে ইসরায়েলের হামলায় ফিলিস্তিনের গাজায় হামাস সরকারের প্রধান রাভি মুশতাহাসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। তিন মাস আগে ওই হামলা চালানো হয় বলে জানিয়েছে ইসরায়েল।

লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা অব্যাহত রয়েছে। সেখানে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলি স্থলবাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে।

হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ, হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া ও ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

» গাজার যুদ্ধবিরতি থেকে নজর সরাল লেবাননের হামলা পৃষ্ঠা ৭

আবাসিক স্কুলের কল্যাণে আলোকিত চিরিরবন্দর

সুখবর

চিরিরবন্দরে গড়ে ওঠা ২৭টি আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়তে আসছে বিভিন্ন জেলার শিক্ষার্থীরা। পরিচিতি পাচ্ছে শিক্ষানগরী হিসেবে।

রাজিউল ইসলাম, *দিনাজপুর*

দুই যুগ আগেও দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় একটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয় ছাড়া ভালো মানের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। সেই চিরিরবন্দরে এখন পড়ালেখা করতে আসছে দেশের বিভিন্ন জেলার শিক্ষার্থীরা। এখানকার আবাসিক স্কুল-কলেজের পাট চুকিয়ে তারা জায়গা করে নিচ্ছে দেশের নামকরা সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

এসএসসি পরীক্ষায় শতভাগ পাসের রেকর্ড অর্জন করায় শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস। গত মে মাসে দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার ঘুঘরতলী এলাকার একটি স্কুলে। ছবি : প্রথম আলো

আজকের আবহাওয়া
দেশের সব বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও হতে পারে অতি ভারী বর্ষণ।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৪৩ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫১ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : কয়রায় ৩২.৪° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : বান্দরবানে ২৩.২° সেলসিয়াস

বিএনপিকে দিয়েই শুরু হচ্ছে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা

অন্তর্বর্তী সরকার

দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মুখ্য বিষয় হবে সংস্কার কমিশনের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা; আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আগামীকাল শনিবার থেকে তৃতীয় দফায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বিএনপিকে দিয়েই শুরু হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সরকারের এ পর্বের আলোচনা। ওই দিন বেলা আড়াইটায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ আলোচনা হবে। বিএনপির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

সরকারের পক্ষ থেকে আগেই এই আলোচনার কথা জানানো হয়েছিল। ১ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছিলেন, এ আলোচনার মুখ্য বিষয় হবে ছয় সংস্কার কমিশনের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা; দেশের আইনশৃঙ্খলা বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং দলগুলোর পরামর্শ নেওয়া। এই পর্বে বিএনপির পর জামায়াতে ইসলামী, সিপিবিসহ বিভিন্ন দল ও জোটের সঙ্গে আলোচনা করবেন প্রধান উপদেষ্টা।

তবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কত দিন ধরে এই আলোচনা চলবে, তা জানানো হয়নি।

গতকাল বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানাতে ও সমসাময়িক বিষয়ে সংবাদ ব্রিফিং করেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এই ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব বলেন, আলোচনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠনের কথা জানান।

অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, ১ অক্টোবর কমিশনের কাজ শুরু করার কথা ছিল। কমিশনগুলো আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে। প্রতিবেদনের সুপারিশ নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে।

ফিরিয়ে আনা হচ্ছে ছয় রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারকে
সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, নয়াদিল্লি ও যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনারদের এবং ব্রাসেলস, পর্তুগাল, ক্যানবেরার রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘের সদর দপ্তরে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

আজাদ মজুমদার বলেন, তাঁদের সবাই আগামী ডিসেম্বরে অবসরে যাবেন। অবসরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তাঁদের ফেরত আসতে বলা হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টাকে ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ

বাসস, *ঢাকা*

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

চলতি বছরের শেষ দিকে অনুষ্ঠেয় ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মিসর।

বাংলাদেশে মিসরের রাষ্ট্রদূত ওমর মোহি আলদিন আহমেদ ফাহমি বুধবার পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ আমন্ত্রণ জানান। গতকাল বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়।

মিসর আয়োজিত এই শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, ইরান, পাকিস্তান ও তুরস্কসহ আটটি উন্নয়নশীল দেশের শীর্ষ নেতারা একত্র হবেন।

‘আয়নাঘরের’ প্রমাণ পেল কমিশন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

‘এগজস্ট ফ্যান’ চলত। ২৪ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে রাখা হতো। এই গোপন বন্দিশালার রূপক নাম দেওয়া হয় ‘আয়নাঘর’।

ঢাকা সেনানিবাসের ভেতরে ডিজিএফআই প্রধান কার্যালয়ের পেছনের দিকে পুরোনো জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কমিশনের সদস্য মো. নূর খান বলেন, ‘গোপন বন্দিশালা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে যা প্রচার করা হয়েছে, আমরা যা পেয়েছি, ভুক্তভোগীরা আমাদের যা বলেছেন, তার মিল পেয়েছি।’

দেখা গেছে কিছু পরিবর্তন
কমিশনের সভাপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী এ-ও বলেন, ‘ভুক্তভোগীদের অভিযোগে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে এবং ডিজিএফআইয়ের আয়নাঘরে গিয়ে আমরা যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে কিছু পরিবর্তন সেখানে করা হয়েছে। আমরা ডিজিএফআইকে বলে এসেছি, তদন্ত শেষ না পর্যন্ত আমরা আয়নাঘর যেভাবে দেখেছি, সেটি যেন সে অবস্থাতেই থাকে, কোনো পরিবর্তন না হয়। মুখেও বলে এসেছি, লিখিত চিঠিও দিয়েছি।’

কমিশনের সদস্য সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ‘আয়নাঘর একটি প্রতীকী নাম। আমরা যে সেলগুলো দেখেছি এবং ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে যে বর্ণনা পেয়েছি, তা মিলে গেছে। ভুক্তভোগীরা কোন কোন সেলে কীভাবে থাকতেন, কখন কখন বাথরুমে নিত, কখন কীভাবে খাবার দিত, কী কী জিনিস ছিল—সবগুলোরই মিল পেয়েছি।’ তিনি বলেন, সেখানকার (সেল) দেয়ালে রং করে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বা আলামত নষ্ট করা হয়েছে। দেয়ালে অনেক ভুক্তভোগীর কথা, নাম, ফোন নম্বর ও ঠিকানা লেখা ছিল। তিনি বলেন, ‘ডিজিএফআইকে আমরা বলে এসেছি যেন পরবর্তীতে আর কোনো পরিবর্তন করা না হয়। তাঁরাও অঙ্গীকার করেছেন যে আর কোনো পরিবর্তন করবেন না। আমরা পুনরায় সেখানে ভিজিট করব। তখন যদি সেখানে গিয়ে দেখি কোনো পরিবর্তন করা হয়েছে, তাহলে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।’

১৩ কার্যদিবসে ৪০০ অভিযোগ
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, কমিশন গত ১৩ কার্যদিবসে ৪০০ অভিযোগ পেয়েছে। কমিশনের সভাপতি বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ‘অভিযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের অনেক সাড়া পাচ্ছি। অভিযোগ দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর। পরে আমরা এটি বাড়িয়ে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত করেছি। প্রয়োজনে আরও বাড়ানোর সুযোগ আছে।’ তিনি বলেন, ভুক্তভোগী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা কমিশনে অভিযোগ করছেন। সশরীর এসে, ই-মেইলে এবং ডাকযোগে এসব অভিযোগ এসেছে। প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

কমিশন আরও জানিয়েছে, সশরীর কমিশনে এসে প্রায় ৭৫ জন বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (বরখাস্ত) আবদুল্লাহিল আমান আযমী, দুই দফা গুমের শিকার সাবেক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান, সাবেক রাষ্ট্রদূত মারুফ জামান, একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসি হওয়া সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরী এবং আইনজীবী মেজর (অব.) এম সারোয়ার হোসেন অন্যতম।

বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যমতে, ২০০৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ৬২৯ জন গুমের শিকার হয়েছেন। পরে বিভিন্ন সময় লাশ উদ্ধার হয় ৭৮ জনের, অপহরণের পর ছেড়ে দেওয়া হয় ৫৯ জনকে। পরে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে ৭৩ জনকে। বাকি ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কমিশনে জমা পড়া ৪০০ অভিযোগের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনাই প্রথম সামনে এসেছে বলে জানান কমিশনের আরেক সদস্য মিজ নাবিলা ইদ্রিস। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘প্রতিদিনই আমরা এমন ঘটনা পাচ্ছি যে মা আসছেন, বোন আসছেন, ভাই আসছেন—তাঁরা গুমের বিষয় আমাদের কাছে প্রথম কথা বলছেন। যাঁদের নাম গুম হওয়া অন্য কোনো তালিকায় নেই। এ জন্য আমরা আহ্বান জানাই, সবাই অভিযোগগুলো আমাদের জানান।’

নাবিলা ইদ্রিস বলেন, ‘কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা এমনও পেয়েছি যে থানায় তাঁদের জিডি (সাধারণ ডায়েরি) নেওয়া হয়নি। এ জন্য তাঁরা গুমের ঘটনা প্রমাণ করতে পারছেন না। কিন্তু যখন বন্দিশালায় কয়েকজন ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাঁদের একজন হয়তো জিডি করেছেন। সেটার সূত্র ধরে অন্যদের বের করা যাচ্ছে।’

অভিযুক্তদের তলব করা হবে
কমিশনের সভাপতি বলেন, ‘আয়নাঘর থেকে অনেকেই ফেরত এসেছেন। অনেকে আবার ফিরে আসেননি। আমরা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিখোঁজ ব্যক্তিদের সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু বলতে পারব না। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যাঁরা উঠিয়ে নিয়ে গেছেন, গুম করেছেন, তাঁদের বিষয়ে আমরা তথ্য পাচ্ছি। তাঁদের শনাক্ত করতে না পারলে আমাদের অনুসন্ধান অর্থবহ হবে না।’ তিনি বলেন, ‘যাঁদের বিরুদ্ধেই জোরপূর্বক গুমের অভিযোগ আসবে, তাঁদের আমরা তলব করব। যেসব অভিযোগ ও প্রমাণ আমাদের হাতে আসবে, সেসব বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য নেব।’

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, এই কমিশন সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যে সিভিল কোর্ট হিসেবে কাজ করবে। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের তলব করা হবে। যদি কেউ আসতে না পারেন, সে ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী যা হওয়ার তা-ই হবে। তাঁদের অনুপস্থিতিতে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হবে।

ব্যক্তির পরিচয় নয়, দেখা হবে অপরাধ
সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে কমিশনের সদস্য নূর খান বলেন, ‘ভুক্তভোগীকে আমরা বিভাজনের প্রক্রিয়ায় নেব না। আমরা দেখব তিনি জোরপূর্বক গুমের শিকার কি না। তিনি ডাকাত ছিলেন নাকি জঙ্গি ছিলেন; এই বিভাজনে যাওয়ার এখতিয়ার আমাদের নেই। খুব স্পষ্ট করে বলি, যিনিই জোরপূর্বক গুমের শিকার, তাঁর অভিযোগই আমরা গ্রহণ করব।’ তিনি বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কাউকে আটক করা হলে কতক্ষণ হেফাজতে রাখা যাবে, সে জন্য সুস্পষ্ট আইন আছে। আইনের ব্যত্যয়গুলো যাঁরা ঘটিয়েছেন, সেটি যে নামেই করুক না কেন; তা চিহ্নিত হওয়া দরকার।

অভিযোগ বেশি যাঁদের বিরুদ্ধে
কেবল ডিজিএফআই নয়, অন্যান্য বাহিনী বা সংস্থাগুলোর কোনো গোপন বন্দিশালা রয়েছে কি না, তা নিয়েও কাজ করছে তদন্ত কমিশন। কমিশনের সভাপতি বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ডিজিএফআই কার্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে থাকা গোপন বন্দিশালা পরিদর্শনের পর কমিশন ১ অক্টোবর মিন্টো রোডের গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সিটিটিসির ‘জিজ্ঞাসাবাদের সেল’ পরিদর্শন করেছে। কিন্তু সেখানে জোরপূর্বক গুম হওয়া কোনো ব্যক্তিকে তাঁরা পাননি।

কোন কোন বাহিনীর বিরুদ্ধে গুমের বেশি অভিযোগ এসেছে, এমন প্রশ্নের জবাবে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বেশি অভিযোগ এসেছে র‍্যাব, ডিজিএফআই, ডিবি (ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা) ও সিটিটিসির (কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম) বিরুদ্ধে। কমিশন পর্যায়ক্রমে সবগুলো কার্যালয় পরিদর্শন করবে।

গুম-সংক্রান্ত কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন। গতকাল গুলশানে। ছবি : প্রথম আলো

শিগগির পাল্টা হামলার হুমকি ইসরায়েলের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গার্ড কোরের (আইআরজিসি) কমান্ডারদের হত্যার জবাবে গত মঙ্গলবার রাতে ইসরায়েলে বড় পরিসরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। ইরানের এই হামলার পর কঠোর পাল্টা হামলার অঙ্গীকার করেছে ইসরায়েল। ইরানের তেলক্ষেত্রের পাশাপাশি পারমাণবিক স্থাপনায়ও ইসরায়েল হামলা চালাতে পারে—এমন কথা শোনা যাচ্ছে। তবে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালানোর পক্ষে নন বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

লেবাননে ইসরায়েলি হামলা চলছে
লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে গতকাল বিমান হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহর ১৫ যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েল। এ ছাড়া দিনের শুরুতে লেবাননের রাজধানী বৈরুতের কেন্দ্রস্থলে ইসরায়েলের হামলায় ৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৪ জন। হিজবুল্লাহর একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বৈরুতে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইসরায়েলি হামলায় নয়জন নিহত হয়েছেন। জরুরি পরিষেবা দিয়ে আসা হিজবুল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ইসলামিক হেলথ অথরিটি জানিয়েছে, নিহত নয়জনের মধ্যে দুজন স্বাস্থ্যকর্মীসহ তাঁদের সাত কর্মী রয়েছেন।

গতকাল লেবাননের রাজধানী বৈরুতে হিজবুল্লাহর গোয়েন্দা সদর দপ্তরেও বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

ইসরায়েলের ৮, লেবাননের ২ সেনা নিহত
ইসরায়েলের হামলায় গতকাল লেবাননের দুই সেনা নিহত হয়েছেন। দক্ষিণ লেবাননে জরুরি উদ্ধারকাজ চালানোর সময় তাঁরা নিহত হন। এ নিয়ে ইসরায়েলের হামলায় লেবাননের মোট তিনজন সেনা নিহত হয়েছেন। লেবাননের সামরিক বাহিনী এ কথা জানিয়েছে। পাশাপাশি গত তিন দিন ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় লেবাননে ৪০ অগ্নিনির্বাপণকর্মী ও অ্যাম্বুলেন্স কর্মী নিহত হয়েছেন বলে গতকাল দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, মঙ্গলবার হিজবুল্লাহর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে ইসরায়েলের আট সেনা নিহত হন। আহত হন বেশ কয়েকজন। গতকালও ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে দুই দফায় পেতে রাখা বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর কথা জানিয়েছে হিজবুল্লাহ। এতে কয়েকজন সেনা হতাহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে হিজবুল্লাহ। তবে তাৎক্ষণিক এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।

একই সঙ্গে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে সামরিক স্থাপনা ও সেনা অবস্থানে গতকাল ১৫ দফা রকেট হামলা ও গোলাবর্ষণের দাবি করেছে হিজবুল্লাহ। লেবানন থেকে অন্তত ২০০টি রকেট ছোড়ার কথা স্বীকার করেছে ইসরায়েল।

এদিকে ইসরায়েলের তেল আবিব শহর লক্ষ্য করে সফল ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতি। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী সন্দেহভাজন একটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে উল্লেখ করেছে। আরেকটি ড্রোন খোলা জায়গায় পড়েছে বলে জানিয়েছে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

গাজায় হামাস সরকারের প্রধান নিহত
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এ উপত্যকার শাসক গোষ্ঠী হামাস সরকারের প্রধান রাভি মুশতাহা নিহত হয়েছেন। গতকাল ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তিন মাস আগে চালানো ওই হামলায় রাভি মুশতাহা ছাড়াও হামাসের দুজন জ্যেষ্ঠ নেতা সামেহ আল-সিরাজ ও সামি উদেহ নিহত হন। সামেহ আল-সিরাজ হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরো নিরাপত্তা দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। আর সামি উদেহ হামাসের একজন কমান্ডার ছিলেন।

গাজায়ও হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। গতকাল গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় ৯৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৬৯ জন। এ নিয়ে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলায় গাজায় ৪১ হাজার ৭৮৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৯৬ হাজার ৭৯৪ জন।

আ.লীগ ভোটে এলে আপত্তি নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিচালনার অভিজ্ঞতা নেই। এর মধ্যে তাঁরা কিছু ভালো ব্যবস্থা নিয়েছেন। তবে একটা জায়গায় আমার খটকা আছে, তাঁরা সংস্কারের জন্য যে ছয়টি কমিশন করলেন, এটা করার আগে তাঁদের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। একটা বিষয় হচ্ছে, রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষণীয়। এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলতে হবে। তাদের মতামত জানতে হবে এবং তার ভিত্তিতে সরকার এগোতে পারবে।

প্রথম আলো : অভ্যুত্থানে মানুষ আসলে কী চেয়েছে, এখন কী চাইছে?
মির্জা ফখরুল : মানুষ প্রাথমিকভাবে চেয়েছে আওয়ামী লীগের পতন। কারণ, আওয়ামী লীগ দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছরে রাজনীতি ও অর্থনীতি একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে; প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সে জন্য মানুষ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন চেয়েছে। সরকার বলছে যে ইনসাফের রাজনীতি বা সাম্যের রাজনীতি চালু করব। আমরাও বলছি। আমরা সংস্কারের ৩১ দফা দিয়েছি। সরকারের কাজ দৃশ্যমান হতে হবে।

প্রথম আলো : কিন্তু আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনের পতন ঘটাতে আপনারা পারলেন না, ছাত্ররা পারলেন। কেন?
মির্জা ফখরুল : এটা সঠিক নয়। আমি এর সঙ্গে একমত না। আমরা রাজনীতিকেরা পুরো ক্ষেত্রটা তৈরি করেছি। জুলাইয়ে এই আন্দোলন শুরুর আগে পর্যন্ত আপনারা দেখেছেন আমরা কীভাবে আন্দোলন করেছি। এমনকি এই জুলাইয়ে সবার আগে জেলে গেছে আমাদের লোকজন। যেদিন এই আন্দোলন শুরু হয়েছে, তার পরের দিন ঢাকা শহর থেকে বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম খানসহ আমাদের ৯ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই আন্দোলনে আমাদের হিসাবমতে ৪২২ জন বিএনপির নেতা-কর্মী-সমর্থক নিহত হয়েছেন। আন্দোলনের ক্ষেত্রটা পুরোপুরিভাবে তৈরি করা। এখানে ছাত্ররা এসেছে কোটা আন্দোলন নিয়ে। সেই কোটা আন্দোলনটাকে মিস হ্যান্ডলিং (সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারেনি) করেছে আওয়ামী লীগ। সেটা না হলে এই আন্দোলন কোন পর্যায়ে যেত, তা বলা মুশকিল। তবে হ্যাঁ, ছাত্রদের একটা সুবিধা আছে। যেটা আমি বারবার বলেছি যে তরুণেরা, যুবকেরা, ছাত্ররা এগিয়ে না এলে কখনোই আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবে না।

প্রথম আলো : এই আন্দোলন ও অভ্যুত্থানের বার্তাটা কী? এটা কি রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অনাস্থা?
মির্জা ফখরুল : আমি সেটা মনে করি না। আজকে সে ধরনের একটা ন্যারেটিভ (ধারণা) তৈরি করা হচ্ছে যে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে একটা বার্তা দেয়। হ্যাঁ, অতীতের যে অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক দলগুলোর শাসন নিয়ে; বিশেষ করে আওয়ামী লীগ গত ১৫ বা ১৬ বছরে যেটা করেছে, তাতে করে এ ধরনের একটা অনীহা তৈরি হয়েছে; এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত আওয়ামী লীগের দুঃশাসন চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই এটা একটা বিষয় হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন দেশ পরিচালনা করবেন, তখন তো রাজনীতিবিদ ছাড়া সম্ভব নয়।

প্রথম আলো : আপনারা এখন কী চাইছেন?
মির্জা ফখরুল : আমরা চাইছি, নির্বাচনব্যবস্থা, প্রশাসন ও বিচার বিভাগ, বিশেষ করে এই তিনটি ক্ষেত্রে দ্রুত সংস্কার করা হোক। এটা করেই দ্রুত নির্বাচন আমরা চাইছি।

সাক্ষাৎকারে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রোববার গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

প্রথম আলো : আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপারে বিএনপির অবস্থান কী?
মির্জা ফখরুল : আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচন করে, জনগণ সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। আমি তো সিদ্ধান্ত দেওয়ার মালিক না। আমি নির্বাচন করব, অন্য দলগুলো করবে, জনগণ যাদের বেছে নেবে, তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

প্রথম আলো : তাহলে কি আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিলে আপনাদের আপত্তি থাকবে না?
মির্জা ফখরুল : আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলে নেবে। কিন্তু যে ব্যক্তিগুলো গণহত্যা, দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িত, তাঁরা যেন নির্বাচনে অংশ না নেন, সেটাই আমাদের বক্তব্য। কোনো দলের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে তো আপত্তি করার কিছু নেই।

প্রথম আলো : কিন্তু আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার আলোচনা উঠছে কোনো কোনো মহলে। এ ব্যাপারে আপনাদের অবস্থান কী?
মির্জা ফখরুল : না। আমরা চাই না, দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হোক। কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে আমরা নই। কারণ, আমরা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। তবে আওয়ামী লীগের যাঁরা নানা অপরাধ করেছেন, যাঁরা গণহত্যা করেছেন, সেই ব্যক্তিরা রাজনীতি করতে পারবেন না, জনগণ সেটা চায়। তাঁদের অপরাধের বিচার করতে হবে। কিন্তু গণতন্ত্রে কোনো দলের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া যায় না।

প্রথম আলো : আপনারা অন্তর্বর্তী সরকারকে যৌক্তিক সময় দেওয়ার কথা বলছেন। আবার দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্বাচন চাইছেন। এই যৌক্তিক বা দ্রুত সময় আসলে কতটা? মানে আপনাদের রেডলাইনটা কোথায়?
মির্জা ফখরুল : না…কতটা সময় এখন আমি বলতে পারব না। কারণ, তারা (অন্তর্বর্তী সরকার) আসলে কী করবে, কতটুকু তারা দায়িত্বশীলতার সঙ্গে করবে, সেটা তাদের ওপর নির্ভর করে। সে জন্য এখন সময়টা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে আমি কথাগুলো এ কারণে বারবার বলছি যে আপনি যত বেশি সময় দেবেন, তত বেশি রাজনীতিবিরোধী শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং তাদের যে ভূমিকা থাকে বিভিন্নভাবে পেছন থেকে জনগণের শাসনকে পিছিয়ে দেওয়ার, তারা সক্রিয় হবে।

প্রথম আলো : আপনি তিনটি বিষয়ে সংস্কারের কথা বললেন। ইতিমধ্যে গঠিত ছয়টি কমিশন সংস্কারের সুপারিশ দেওয়ার পর তা নিয়ে দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য ও ভোটার তালিকা তৈরি হলে দ্রুত নির্বাচনের তারিখ ঠিক করার কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ ব্যাপারে কিন্তু কোনো দল থেকে আপত্তি আসেনি।
মির্জা ফখরুল : না…এখানে আপত্তি নয়, আমাদের বক্তব্য আছে। সেটা হচ্ছে, এটা তো অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা যাবে না। আমি জোর দিতে চাই, যে সংস্কার আপনি করবেন তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সবার অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা; যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা জাতীয় সংসদ গঠন করতে পারব। এটা যদি করতে না পারি, তাহলে বিভিন্ন রকম সমস্যা তৈরি হবে এবং সে সমস্যাগুলো তখন কিন্তু সামাল দেওয়া মুশকিল হবে। অভিজ্ঞতা থেকে বলি, এটা আপনি বিরাজনীতিকরণের সুযোগ করে দেবেন। যেটা ওয়ান-ইলেভেনে হয়েছিল।

প্রথম আলো : কিন্তু সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান ১৮ মাসের মধ্যে নির্বাচনের কথা বলেছেন। বিএনপির নেতাদের কেউ কেউ তা সমর্থন করেছেন।
মির্জা ফখরুল : এগুলো যাঁরা বলছেন, তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য। এ কথাগুলো সেনাপ্রধানই বলুন বা সরকারপ্রধানই বলুন, আমি বলি, এখানে গ্যাপটা (ঘাটতি) হচ্ছে, তারা এখনো সুনির্দিষ্টভাবে কোনো রোডম্যাপ দেয়নি। আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি যে এ সরকারের একটা রোডম্যাপ দেওয়া উচিত।

প্রথম আলো : নির্বাচন না কি সংস্কারের রোডম্যাপ চাইছেন?
মির্জা ফখরুল : আমরা সব বিষয়ে, মানে তারা (সরকার) নির্বাচনের জন্য কত দিন সময় নেবে এবং সংস্কারে কত দিন। সংস্কার আমাদের কাছে অগ্রাধিকার নয়—এটা আমি পরিষ্কার করে বলছি। আমি মনে করি, নির্বাচনের জন্য যতটুকু দরকার, সেটা করুন। সংস্কার করার মূল দায়িত্ব কিন্তু হবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের। আপনাকে যদি প্রশ্ন করি যে হু আর ইউ, আপনি কে—এসব সংস্কার করছেন, সংবিধান সংস্কার করছেন। আপনি কে আসলে? আপনার স্ট্যাটাসটা কী? একটা আন্দোলন করে ছেলেরা আপনাকে বসিয়ে দিয়েছে আর আপনি সব দায়িত্ব পেয়ে গেছেন। আই ডোন্ট থিংক সো (আমি সেটা মনে করি না)। আপনাকে অবশ্যই এটা জনগণের মাঝ থেকে আনতে হবে। আর জনগণ থেকে আসার একমাত্র পথ হচ্ছে নির্বাচন।

প্রথম আলো : কিন্তু বলা হচ্ছে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার এসেছে। তাদের প্রতি জনগণের সমর্থন আছে।
মির্জা ফখরুল : তাহলে বিপ্লবী সরকার গঠন করল না কেন। তারা এই সংবিধানের অধীনেই তো শপথ নিয়েছে। এখন নির্বাচন করার জন্য সংবিধানে যতটুকু সংশোধনী আনা দরকার, ততটুকুই তাঁরা করবেন। সেটার জন্য যদি ছয় মাস বা এক বছর লাগে, সেটা লাগুক। কিন্তু এমনটা নয় যে পুরোটাই তাঁরা করবেন। তাহলে জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকবে কোথায়? তাঁরা যদি মনে করেন তাঁরা নিজেরাই জনগণ, আমি তো এর সঙ্গে একমত হব না।

প্রথম আলো : কিন্তু আপনারাও তো সুনির্দিষ্ট করে কোনো সময় বলছেন না।
মির্জা ফখরুল : আমাদের পক্ষে সময় বলা তো মুশকিল। তাঁরা বিষয়গুলো করবেন। সেখানে আমি একটা সময় বলে দিয়ে সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টি করতে চাই না। আমরা তাঁদের যথেষ্ট সময় দিতে চাই। কারণ, তাঁদের তো আমরাই এনেছি। কিন্তু জনগণের পক্ষে কাজ করার সেই সুযোগটা তাঁদের নিতে হবে।

» আগামীকাল সাক্ষাৎকারের শেষ পর্ব : ভোটে জিতলে জাতীয় সরকার গঠন করবে বিএনপি

দ্রব্যমূল্য কমাতে নজর কম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতি ডজনের দর উঠেছে ১৭০ টাকায়। মুরগি ও মাছের দামেও স্বস্তি নেই। সব মিলিয়ে নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষের কষ্ট কমেনি।

মূল্যস্ফীতি কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হারে লাগাম তুলে নিয়ে বাজারে টাকার সরবরাহ কমানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে সুদের হার বেড়েছে। মার্কিন ডলারের দাম বেড়ে একটা জায়গায় স্থিতিশীল হয়েছে। কিন্তু সুদের হার ও ডলারের দামের কারণে নিত্যপণ্যের ব্যবসায়ীদের খরচ বেড়েছে।

বাজার বিশ্লেষকেরা বলছেন, সুদের হারে লাগাম তুলে নেওয়ার পদক্ষেপ ঠিকই আছে। তাতে বাজারে টাকার সরবরাহ কমবে। পণ্যের চাহিদা কমবে। মূল্যস্ফীতি কমার সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে এই নীতি ততটা কার্যকর নয়। কারণ, সেসব পণ্যের চাহিদা সব সময়ই থাকে। বাজারে টাকার সরবরাহের ওপর ওই সব পণ্যের চাহিদা, জোগান ও দাম ততটা নির্ভর করে না। এসব পণ্যের দাম কমাতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ দরকার।

যেমন ডিম। এর দাম উৎপাদন খরচ, চাহিদা ও সরবরাহের ওপর নির্ভর করে। যখন মানুষের হাতে টাকা কম থাকে, তখন বরং ডিমের চাহিদা বেড়ে যায়। ডিমের দাম কমাতে সরবরাহ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) জ্যেষ্ঠ গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম *প্রথম আলোকে* বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অব্যাহত উচ্চ মূল্য শহর ও গ্রামের সব মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করেছিল। তখন সরকার কার্যকর উদ্যোগ না নিয়ে বরং উদাসীনতা দেখাত। তিনি বলেন, নিত্যপণ্যের বাজার ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সংস্কার দরকার। অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের পক্ষে দুটি বড় মন্ত্রণালয় সামলানোর পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যথেষ্ট নজর দেওয়ার সুযোগ কম। এই মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক নানা চ্যালেঞ্জ এখন আছে, সামনে আরও বাড়বে। এখানে এককভাবে দায়িত্ব দিয়ে একজন উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন, যিনি গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে কাজ করবেন।

দাম বেড়েছে, কমেছে
টিসিবির বাজারদরের তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গত ৮ আগস্টের তুলনায় গতকাল বৃহস্পতিবার মোটা চাল কেজিতে ১ টাকা, খোলা সয়াবিন তেল লিটারে ৬ টাকা, পাম তেল ১২ টাকা, ব্রয়লার মুরগি ১০ টাকা, চিনি ৩ টাকা ও ডিম ডজনে ১৫ টাকা বেড়েছে।

বিপরীতে পেঁয়াজ ও আলুর দাম কেজিতে ৫ টাকা কমেছে। এ দুটি পণ্যের ক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ছিল। শুল্ক কমিয়ে আমদানির ব্যবস্থা করে বাজারে সরবরাহ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

টিসিবির তালিকায় আলু ছাড়া অন্য সবজির দাম থাকে না। তবে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাজারদরের তালিকায় বিভিন্ন ধরনের সবজির দর উল্লেখ করা হয়। তাদের হিসাবে, ৮ আগস্টের তুলনায় এখন বেশির ভাগ সবজির দাম বেশি।

যেমন বেগুনের দাম এখন জাতভেদে ৬০ থেকে ১০০ টাকা, যা ৮ আগস্ট ছিল ৪০ থেকে ৮০ টাকা। একইভাবে চলতি মৌসুমের সবজি চিচিঙ্গার কেজি ৫০ থেকে ৮০ টাকা, যা মাস দুয়েক আগে ছিল ৩৫ থেকে ৬০ টাকা।

ঢাকার মিরপুর-১১ নম্বর কাঁচাবাজার, কালশী কাঁচাবাজার, তেজগাঁওয়ের বেগুনবাড়ি কাঁচাবাজার ও কারওয়ান বাজারের খুচরা দোকান ঘুরে গতকাল দেখা যায়, বেশির ভাগ সবজির কেজি ৬০ থেকে ১০০ টাকা। বিক্রেতারা বলছেন, সবজির সরবরাহ কম। দুই মাসে দাম অনেকটাই বেড়েছে।

মিরপুর-১১ নম্বর কাঁচাবাজারের সবজি বিক্রেতা মনসুর আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘সবজির দর শুনে মানুষ প্রতিদিনই জানতে চায় এত দাম কেন। আমাদের কাছে কোনো জবাব থাকে না। মানুষ আসলেই কষ্টে আছে। আমাদেরও লাভ কমে গেছে।’

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, সবজি ছাড়া বাজারে দুই মাসে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ডিম, মুরগি, খোলা ভোজ্যতেল ও চিনির দাম। মাঝারি চালের দাম কেজিতে ৩ থেকে ৪ টাকা বেড়েছে, যা টিসিবির তালিকায় উল্লেখ নেই।

নিম্ন আয় ও স্বল্প আয়ের পরিবারে প্রাণিজ আমিষের বড় উৎস ডিম ও ফার্মের মুরগি। ডিমের ডজন এখন ১৬৫ থেকে ১৭০ টাকা, দুই বছর আগেও বছরজুড়ে সাধারণত ১০০ থেকে ১১০ টাকার মধ্যে থাকত। ব্রয়লার মুরগির কেজি ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা, যা এক সপ্তাহ আগেও ২০ টাকা কম ছিল। দুই বছর আগে ক্রেতারা ব্রয়লার মুরগি কিনতে পারতেন সাধারণত ১৩০ থেকে ১৪০ টাকার মধ্যে।

কালশী বাজারে মাছের দাম নিয়ে দর-কষাকষি করছিলেন গৃহিণী ঝরনা বেগম। তিনি ছোট আকারের রুই মাছ ৩০০ টাকা কেজি কিনতে চাইছিলেন। কিন্তু বিক্রেতা তোফাজ্জলের কথা, দাম এক টাকাও কম হবে না।

ঝরনা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, বাজারে কোনো জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নেই। যে যার মতো দাম বাড়িয়ে বিক্রি করছে। ৮০-১০০ টাকার নিচে তরকারি (সবজি) কেনা যায় না। ডিম ও মাছের দামও দিন দিন বাড়ছেই। পুরাই যাচ্ছেতাই অবস্থা।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করার পর দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমতে থাকে। মার্কিন ডলারের দাম বাড়তে থাকে। এরপরই সব পণ্যের দাম বাড়া শুরু হয়।

চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, চিনি, ডিম, মাছ, মাংস, সবজি, মসলাসহ প্রায় সব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং কারখানায় উৎপাদিত নিত্যব্যবহার্য সাবান, টুথপেস্ট, টিস্যু, নারকেল তেল, শিশুখাদ্য, প্রসাধন ইত্যাদির দাম বেড়েছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকার দফায় দফায় জ্বালানি তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির দাম বাড়িয়েছে, যা আবার শিল্পপণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পণ্যের দাম বেঁধে দেওয়ার কৌশল নিয়েছিল; কিন্তু তা কাজে আসেনি। এখনো কাজে আসছে না। যেমন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলজিপি) ১২ কেজির সিলিন্ডারের নির্ধারিত দর এখন ১ হাজার ৪৫৬ টাকা। গত বুধবারই এক সিলিন্ডার গ্যাস কিনেছেন রাজধানীর শেওড়াপাড়ার বাসিন্দা রওশন আরা। তিনি বলেন, গ্যাসের দাম ১ হাজার ৭০০ টাকা নিয়েছে।

কী করছে নতুন সরকার
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর গত আগস্টে দায়িত্ব নেওয়ার পর মূল্যস্ফীতি কমাতে সুদের হারে নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার কৌশল বাস্তবায়ন শুরু করেন। এর ফলে সুদের হার বেড়েছে। ডলারের দাম ১২০ টাকার আশপাশে মোটামুটি স্থির হয়েছে। গত মাসে মূল্যস্ফীতি সামান্য কমে ১০ শতাংশের কিছুটা কম হয়েছে। যদিও খাদ্য মূল্যস্ফীতি এখনো ১০ শতাংশের ওপরে। মানে হলো, গত বছরের সেপ্টেম্বরে যে খাদ্য কিনতে মানুষকে ১০০ টাকা ব্যয় করতে হতো, তা কিনতে এখন ১১০ টাকার বেশি লাগছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ৫০০টির বেশি পণ্য ও সেবার মূল্য বিবেচনায় নিয়ে মূল্যস্ফীতির হিসাব করে। তবে স্বল্প আয়ের পরিবারে চাপ পড়ে কিছু নিত্যপণ্যের দাম বাড়লে। এসব পণ্যের দাম আগে থেকেই বাড়তি। মূল্যস্ফীতি অনুযায়ী মানুষের মজুরিও বাড়ছে না। বিবিএস বলছে, সেপ্টেম্বরে প্রায় ১০ শতাংশ মূল্যস্ফীতির বিপরীতে মজুরি বেড়েছে ৮ শতাংশের মতো। মানে হলো, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আরও কমেছে।

নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দাম কমানোর জন্য পেঁয়াজ, আলু ও ডিমের শুল্ক কমাতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) আবেদন করেছিল। এনবিআর পেঁয়াজ ও আলুর শুল্ক কমিয়েছে। এ দুটি পণ্যের দাম কিছুটা কমেছে। নিত্যপণ্যের দাম কমাতে এর বাইরে তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে দ্রব্যমূল্য নিয়ে কাজ করেন এমন একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেছেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিয়মিত বৈঠক করছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রাখছে। তবে অনেক সিদ্ধান্তই অন্য মন্ত্রণালয়, বিভাগের আপত্তিতে আটকে যায়। তিনি বলেন, সরকার এখন অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প নিচ্ছে না। ফলে এখন রাজস্ব ছাড় দিয়ে হলেও মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। এ জন্য দরকার সমন্বিত উদ্যোগ।

কী করা যায়
দ্রব্যমূল্য কীভাবে কমানো যায়, তা জানতে অর্থনীতিবিদ, বাজার বিশ্লেষক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। তাঁরা বলেছেন, মূল্যস্ফীতি কমাতে সুদের হার বাড়তে দেওয়া সঠিক পদক্ষেপ। তবে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

স্বল্প মেয়াদে সরকার কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে। প্রথমত, চাল, চিনি, ভোজ্যতেল ও ডিমের শুল্ক-কর কমানো। এতে দাম কমানোর সুযোগ তৈরি হবে এবং সরবরাহ বাড়বে। এক কেজি চিনিতে এখন ৪৪ টাকার মতো শুল্ক-কর আছে। আওয়ামী লীগ সরকার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য পূরণের জন্য চিনিসহ কিছু নিত্যপণ্যে উচ্চ হারে শুল্ক-কর আরোপ করে রেখেছিল।

দ্বিতীয়ত, কাস্টমসে শুল্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডলারের দাম পুনর্বিবেচনা করা। কাস্টমস এখন ১২০ টাকা দরে শুল্ক নির্ধারণ করে, যা গত মাসে ছিল ১১৮ টাকা। এ ক্ষেত্রে শুল্কায়ন মূল্য বা ট্যারিফ ভ্যালু কমিয়ে দেওয়া বা শুল্ক কমানো যেতে পারে।

তৃতীয়ত, ভারত চাল রপ্তানি উন্মুক্ত করেছে। চালের শুল্ক কমালে আমদানির সুযোগ তৈরি হবে। তখন দেশীয় চাল মজুতকারীরা প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে দাম কমাতে বাধ্য হবেন।

চতুর্থত, সীমিত সময়ের জন্য হলেও শুল্ক কমিয়ে ডিম আমদানির সুযোগ দেওয়া। পোলট্রি খাদ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়াতে আমদানি সহজ করা, যাতে দাম কমে খামারিদের উৎপাদন খরচ কমে।

পঞ্চমত, ডিজেলের দাম কমানো। এখন এক লিটার ডিজেলে ২১ টাকার মতো শুল্ক-কর আসে। এ ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) মুনাফাও কমিয়ে ধরা যেতে পারে। এতে পরিবহন খরচ কমবে, যা পণ্য সরবরাহে খরচ কমাবে।

ষষ্ঠত, সরবরাহ ব্যবস্থায় সংস্কার করতে হবে। বাজার তদারকি সফল করতে পাকা রসিদের ব্যবহার, লেনদেন আনুষ্ঠানিক করা, চাঁদাবাজি দূর করা ও বাজারগুলো থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের দূর করতে পদক্ষেপ দরকার।

সপ্তমত, দেশের বিভিন্ন নিত্যপণ্যের বাজার গুটিকয়েক কোম্পানি ও আমদানিকারকের দখলে। সেখানে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

অষ্টমত, পণ্যের চাহিদা, উৎপাদন ও সরবরাহের পরিসংখ্যান বিশ্বাসযোগ্য করা জরুরি। কারণ, সঠিক হিসাব না থাকলে সঠিক নীতি নেওয়া যায় না। সরকারি সংস্থাগুলো উৎপাদনের যে হিসাব দেয়, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

দাম কেন বাড়ছে, তা নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করা দরকার বলে মনে করেন খুচরা ব্যবসায়ীরাও।

মিরপুর-১১ নম্বর কাঁচাবাজারের ডিম বিক্রেতা মোহাম্মদ মুনতাজের প্রশ্ন, প্রতিদিন কেন ডিমের দাম বাড়বে? মুরগির খাবারের দাম কত টাকা বেড়েছে?

"ইতালি, জার্মানিসহ পৃথিবীর কোথাও গণতন্ত্রকামী মানুষ ফ্যাসিস্টদের পুনরুত্থান হতে দেয়নি।"

রুহুল কবির রিজভী, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব, বিএনপি
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের উদ্দেশে

সংক্ষেপে

ভারত হয়ে আসবে নেপালের বিদ্যুৎ

নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির জন্য ভারত ও নেপালের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ। চুক্তির আওতায় জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসের জন্য নেপাল থেকে ভারত হয়ে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাবে বাংলাদেশ। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে গতকাল বৃহস্পতিবার ত্রিপক্ষীয় বিদ্যুৎ বিক্রয় চুক্তি সই হয়। চুক্তি সই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নেপালের বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ এবং ভারতের এনটিপিসি বিদ্যুৎ ব্যবসা নিগম লিমিটেডের প্রতিনিধিরা চুক্তি সই করেন। অনুষ্ঠানে নেপালের জ্বালানি, পানিসম্পদ ও সেচমন্ত্রী দীপক খাড়কা, বাংলাদেশের পানিসম্পদসচিব নজমুল আহসান এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনবি, *ঢাকা*

জ্বালানি খাতের দুর্নীতি, অভিযোগ দিতে করণীয়

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গত আওয়ামী লীগ সরকারের অনুমোদিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের অধীনে করা সব চুক্তি পর্যালোচনায় কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকারের পর্যালোচনা কমিটি। এ কমিটি সবার কাছে তথ্য সহায়তা চেয়েছে। যে কেউ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ জানাতে পারবে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, ৪ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্নীতিসংক্রান্ত যেকোনো তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণাদিসহ ই-মেইলে কমিটির কাছে অভিযোগ জানানো যাবে। কমিটি প্রয়োজনে অভিযোগকারী, অভিযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ই-মেইল করতে হবে nationalreviewcommittee@gmail.com—এই ঠিকানায়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মোড়া

উঠানে বসে মোড়া তৈরি করছেন গৃহবধূ রুবী বেগম। বাঁশের তৈরি এসব মোড়া বিক্রি করেন ১৫০ থেকে ৩০০ টাকায়। গতকাল রংপুর সদরের শ্যামপুরে। মঈনুল ইসলাম

এইচএসসির ফলাফল ১৭ অক্টোবরের মধ্যে

মাঝপথে বাতিল হওয়া এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হতে পারে ১৫ থেকে ১৭ অক্টোবরের মধ্যে। এই তিন দিনের যেকোনো এক দিন ফল প্রকাশের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে বোর্ডগুলো। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি তপন কুমার সরকার *প্রথম আলোকে* এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যেসব বিষয়ে পরীক্ষা হয়েছে, সেগুলোর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে এবং যেগুলোর পরীক্ষা হয়নি, সেগুলোর ফলাফল প্রকাশ করা হবে এসএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে বিষয় ম্যাপিং করে। বিষয় ম্যাপিং প্রক্রিয়ায় একজন পরীক্ষার্থী এসএসসিতে একটি বিষয়ে যত নম্বর পেয়েছিল, এইচএসসিতে সেই বিষয় থাকলে তাতে সে তত নম্বর পাবে।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তিস্তার চর বন্যার পানিতে পাকা ধান তলিয়ে গিয়েছিল তিস্তার চরে। পানি নেমে যাওয়ার পর সেই ধান মাড়াই করে ঘোড়ার গাড়িতে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন কৃষকেরা। গত মঙ্গলবার রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার মহিপুর এলাকায়। ছবি : মঈনুল ইসলাম

ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্ক এগিয়ে নিতে জোর

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক

১০-১২ অক্টোবর ওয়াশিংটন সফরে যাচ্ছেন পররাষ্ট্রসচিব। প্রথম বিদেশ সফরে এক সপ্তাহ থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রে।

রাহীদ এজাজ, *ঢাকা*

পররাষ্ট্রসচিবের আসন্ন যুক্তরাষ্ট্র সফরে ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব থাকবে। দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকের পর সম্পর্কের ভবিষ্যৎ দিকগুলো নিয়েও আলোচনা হবে। ঢাকা ও ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক সূত্রগুলো এ তথ্য জানিয়েছে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত মাসে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে বিরল সেই একান্ত বৈঠকে বাইডেন ড. ইউনূসের সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। এরপর ড. ইউনূসের সঙ্গে দেখা করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, ওই দুই আলোচনার পথ ধরে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্ক। দুই দেশের সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য ৭ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিন। তবে তিনি ওয়াশিংটন থাকবেন ১০ থেকে ১২ অক্টোবর। এর আগে তিনি নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তিন দিনের ওয়াশিংটন সফরের সময় পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত আন্ডার সেক্রেটারি জন বাস, বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক লিন্ডসে ফোর্ড, সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডন লিঞ্চের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে। এসব বৈঠকের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব ও অর্থ এবং শ্রম দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে পররাষ্ট্রসচিবের বৈঠকের প্রস্তুতি চলছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পররাষ্ট্রসচিবের বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রায় দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পাশাপাশি নানা স্তরে এ নিয়ে তিন দফা আলোচনা হতে চলেছে। ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এসেছিল যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল। এরপর গত মাসের শেষ সপ্তাহে নিউইয়র্কে ড. ইউনূসের সঙ্গে আলোচনা করেন জো বাইডেন ও অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

> "পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। দুই শীর্ষ নেতার আলোচনার পথ ধরে সংস্কারের পাশাপাশি নানা ক্ষেত্রে কীভাবে সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়া যায়, তা নিয়ে ওয়াশিংটন সফরে আলোচনা হবে।
>
> **মো. জসীম উদ্দিন**, পররাষ্ট্রসচিব

আসন্ন যুক্তরাষ্ট্র সফরের বিষয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ তারই প্রতিফলন। দুই শীর্ষ নেতার আলোচনার পথ ধরে সংস্কারের পাশাপাশি নানা ক্ষেত্রে কীভাবে সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়া যায়, তা নিয়ে ওয়াশিংটন সফরে আলোচনা হবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দুই দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনার অগ্রগতির দিকগুলো পররাষ্ট্রসচিবের সফরে গুরুত্ব পাবে। সামগ্রিকভাবে, বিভিন্ন খাতে সংস্কার, অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শ্রম ও মানবাধিকার, সুশাসন, সন্ত্রাসবাদ দমন, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, রোহিঙ্গা সংকটসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হবে।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৈদেশিক বিনিয়োগকারী দেশ হিসেবে দুর্নীতি যে বড় বাধা, সেটি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। দুর্নীতি দূর করার অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র। পুলিশের অনুপস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক হওয়ায় মার্কিন আমদানিকারকদের মধ্যে যে অস্বস্তি রয়েছে, সেটিও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি ব্যবসা ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপটে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্কের প্রসঙ্গে জোর দিয়েছেন।

ওয়াশিংটনভিত্তিক নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান মনে করেন, ড. ইউনূসের বিষয়ে ভালো ধারণা রয়েছে ওয়াশিংটনের। ফলে দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে মার্কিন প্রশাসন তাঁর সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। গত মাসে ঢাকায় উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে ওয়াশিংটনের বার্তা ছিল উন্নয়ন, মানবিক সহায়তা এবং সংস্কার—সব বিষয়ে ঢাকার পাশে থাকবে। আর সেই বার্তাটা যে যথেষ্ট আন্তরিক এবং বাস্তবসম্মত, তা আরও জোরালো হয়েছে নিউইয়র্কে ড. ইউনূসের সঙ্গে বাইডেনের বিরল সাক্ষাতে।

২৩৩ বিশিষ্ট নাগরিকের বিবৃতি

রাঙামাটি-খাগড়াছড়িতে হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে সংঘাতে চারজন পাহাড়ি নিহতের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের বিচারের দাবি জানিয়েছেন ২৩৩ জন বিশিষ্ট নাগরিক। সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্তদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও অন্যান্য স্থাপনা মেরামতের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তাঁরা এসব দাবি জানান। এতে বলা হয়, 'বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সম্প্রচারমাধ্যমের প্রতিবেদন, প্রত্যক্ষদর্শী ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সুবাদে আমরা খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলায় সম্প্রতি সংঘটিত একের পর এক সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ভয়াবহ ঘটনাগুলো সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আমরা জেনেছি যে বিভিন্ন পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠী ও বাঙালিদের মধ্যে সংঘাতে চারজন পাহাড়ি অধিবাসী নিহত হয়েছেন এবং তাঁদের দুই শতাধিক ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও বৌদ্ধ মন্দির ভস্মীভূত হয়েছে।'

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান, অধ্যাপক আজফার হোসেন, সাংবাদিক নূরুল কবীর, অধ্যাপক মোরশেদ শফিউল হাসান, লেখক ও সাংবাদিক আফসান চৌধুরী, অধ্যাপক ফয়েজ সিরাজুল হক, অধ্যাপক খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, অধ্যাপক ফয়েজ সিরাজুল হক, লেখক ও নৃবিজ্ঞানী রেহনুমা আহমেদ, আলোকচিত্রী শহিদুল আলম।

পাহাড়ের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত চায় জেএসএস

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা ও রাঙামাটিতে গত ১৮, ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর সংঘটিত সহিংসতার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়েছে পাহাড়ের আঞ্চলিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)। দলটি কয়েক দিনের সহিংসতাকে 'সাম্প্রদায়িক হামলা' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ওই হামলাগুলোর বিষয়ে জেএসএস এক প্রতিবেদন দেয়।

জেএসএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, সেটেলার বাঙালিরা ওই হামলা এবং জুম্মদের (পাহাড়ি) ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান-ঘরবাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছে। হামলায় চারজন জুম্ম নিহত ও শতাধিক জুম্ম আহত হয়েছেন। ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয়সহ শতাধিক ঘরবাড়ি ও দোকানপাট।

জেএসএসের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা নতুন কিছু নয়। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর এবারের সাম্প্রদায়িক হামলাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে ২১টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের ক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই।

পাহাড়ের তিন স্থানে হামলার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবির পাশাপাশি আরও দুই দাবি করেছে জেএসএস। এর মধ্যে আছে হতাহত ব্যক্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সরকার থেকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা এবং খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা ও রাঙামাটিতে হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা।

৫ সংস্কার কমিশনে সদস্য হিসেবে এলেন যাঁরা

প্রজ্ঞাপন জারি

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছয় সংস্কার কমিশনের প্রধানদের নাম আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। এর মধ্যে এবার পাঁচটি কমিশনের সদস্যদের নামসহ আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশনগুলো গঠন করে গতকাল বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এর মধ্য দিয়ে কমিশনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো।

সরকারের দায়িত্বশীল সূত্র বলছে, কমিশনগুলো ৯০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে। প্রতিবেদনের সুপারিশ নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে। এরপর পরামর্শমূলক মতবিনিময় করা হবে, যেখানে সমাজের সব পর্যায়ের মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এভাবেই সংস্কারকাঠামো চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা করেছে সরকার।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠনের কথা জানান। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বদিউল আলম মজুমদার, পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান, দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী। আর সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে প্রথমে বিশিষ্ট আইনজীবী শাহদীন মালিকের নাম ঘোষণা করা হলেও পরে তা পরিবর্তন করে অধ্যাপক আলী রীয়াজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। গতকাল এটা বাদে বাকি কমিশনগুলোর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার থেকে কমিশনের কাজ শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়ায় তা শুরু করা যায়নি। এখন প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করতে পারবে কমিশনগুলো।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে এই কমিশনে সদস্য হিসেবে আছেন স্থানীয় সরকার ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ, নির্বাচন কমিশনের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জেসমিন টুলী, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ মো. আবদুল আলীম, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ জাহেদ উর রহমান, শাসনপ্রক্রিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বিশেষজ্ঞ মীর নাদিয়া নিভিন এবং ইলেকট্রনিক ভোটিং ও ব্লকচেইন বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ সাদেক ফেরদৌস। এ ছাড়া একজন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি থাকবেন এই কমিশনে, যাঁর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

পুলিশ সংস্কার কমিশন

সাবেক সচিব সফর রাজ হোসেনের সঙ্গে এই কমিশনে সদস্য হিসেবে আছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জননিরাপত্তা বিভাগ) আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল, সাবেক বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ হারুন চৌধুরী, সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক শেখ সাজ্জাদ আলী ও মো. গোলাম রসুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শাহনাজ হুদা, মানবাধিকারকর্মী এ এস এম নাসিরউদ্দিন এলান ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন

আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমানের সঙ্গে এই কমিশনে সদস্য হিসেবে আছেন হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এমদাদুল হক, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ফরিদ আহমেদ শিবলী, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ সাইয়েদ আমিনুল ইসলাম, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ মাজদার হোসেন, সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী তানিম হোসেন শাওন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী মাহফুজুল হক (সুপন) ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি।

দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামানের সঙ্গে এই কমিশনে সদস্য হিসেবে আছেন সাবেক কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল মাসুদ আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের অধ্যাপক মোস্তাক খান, ব্যারিস্টার মাহদীন চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফারজানা শারমিন ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের চেয়ারম্যান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীর সঙ্গে এই কমিশনে সদস্য হিসেবে আছেন সাবেক সচিব মোহাম্মদ তারেক ও মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোখলেস উর রহমান, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. হাফিজুর রহমান, সাবেক অতিরিক্ত সচিব রিজওয়ান খায়ের, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে এ ফিরোজ আহমেদ ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি।

এক চোখেই দেখতে হবে পৃথিবীর আলো

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান

মানসুরা হোসাইন, *ঢাকা*

পড়াশোনা শেষে সৌদি আরবে যাওয়ার সবকিছু পাকা ছিল আল আমিনের। এক চোখে গুলি লেগে সেটি এখন নষ্ট হওয়ার পথে। অটোরিকশা চালিয়ে গোটা পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কালু। তাঁরও এক চোখে ছররা গুলি লেগেছে। গুলি লাগা ডান চোখে শুধু আলো ছাড়া আর কিছু দেখেন না সাইফুদ্দিন মুহাম্মদ। আর এক চোখে গুলি লাগার পর শরীফ মিজি সবজির ব্যবসা গুটিয়ে বাড়ি চলে গেছেন।

সম্প্রতি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে যোগ দিয়ে এই চার তরুণের চোখে ছররা গুলি লাগে। গুলিতে তাঁদের এক চোখ নষ্ট হওয়ার পথে। তাঁরা বলছেন, আহত হওয়ার পরপর চিকিৎসা পেতে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। সরকারকে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা। নয়তো অনেকেই প্রতিবন্ধী হয়ে যাবেন। এক চোখেই হয়তো পৃথিবীর আলো দেখতে হবে তাঁদের।

২১ বছর বয়সী মো. আল আমিন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা করেছেন। গত ৪ আগস্ট রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বরে বাঁ চোখে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। দুটি গুলির মধ্যে একটি চোখের ভেতরে রয়ে গেছে। প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয়, তারপর ওই দিনই জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং ৫ আগস্ট হাসপাতাল থেকে ছুটি পান। এরপর আবার ১ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে হওয়া আন্দোলনের শুরু থেকেই সক্রিয় ছিলেন সাইফুদ্দিন মুহাম্মদ এমদাদ। ১৬ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বরে পুলিশের সঙ্গে তর্কে জড়ান সাইফুদ্দিন। সে ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়। গোয়েন্দা নজরদারির ফলে তাঁকে ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে যেতে হয়। সেখানেও টিকতে না পেরে সন্দ্বীপে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। ৫ আগস্ট সরকার পতনের দিন চট্টগ্রাম শহরের পুলিশ লাইনসের কাছে গুলিবিদ্ধ হয়ে চোখ হারান ২৩ বছর বয়সী এই তরুণ।

চোখে গুলিবিদ্ধ (বাঁ থেকে) আল আমিন, শরীফ মিজি ও মো. কালু। প্রথম আলো

মধ্যবিত্ত পরিবারে সাইফুদ্দিন কারও বোঝা হয়ে থাকতে চান না। পড়াশোনার জন্য বিদেশে যেতে চান। ভবিষ্যতে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিতে চান।

মো. কালু মিরপুর-১৩ নম্বরে অটোরিকশা চালাতেন। ১৮ জুলাই তিনি মিরপুর-১০ নম্বরে ডান চোখে গুলিবিদ্ধ হন। চোখে এখনো গুলি রয়ে গেছে। চিকিৎসার টাকার জন্য কালু তাঁর অটোরিকশাটি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এখন বেকার বসে আছেন। জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ২৬ দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন কালু। পাঁচ বছর আর দুই বছর বয়সী দুই মেয়ের বাবা কালু পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

মো. শরীফ মিজির বয়স ২৬। বাবা মারা গেছেন। দুই বছর বয়সী এক ছেলের বাবা শরীফ সবজির পাইকারি ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৭ জুলাই মিরপুরে দোকান পুড়িয়ে দেওয়ার পর থেকে ব্যবসা বন্ধ। ৫ আগস্ট মিরপুর মডেল থানার সামনে ডান চোখে গুলিবিদ্ধ হন। এর আগেও আন্দোলনে অংশ নেওয়ার সময় তাঁর শরীরে ছররা গুলি লেগেছিল। ছররা গুলির একটি চোখে লাগে। তিনি পরিবারের বড় ছেলে।

রোববার মুঠোফোনে শরীফ জানান, দুই দিন আগে তিনি চাঁদপুরে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছেন। ঢাকায় থাকার মতো অবস্থা নেই।

সাবেক ডিআইজিসহ ১৪ জনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

আবু সাঈদ হত্যা মামলা

১৪ আসামির বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে গত ৩০ সেপ্টেম্বর আদালতে আবেদন করেছিলেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর

রংপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যা মামলার ১৪ আসামির বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়েছেন মামলার প্যানেল আইনজীবী রোকনুজ্জামান, শামীম আল-মামুন ও রায়হান কবির।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ১৮ জুলাই আবু সাঈদের বড় ভাই রমজান আলীর দায়ের করা মামলায় ১৭ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এঁদের মধ্যে রংপুর মহানগর পুলিশের সাবেক সহকারী উপপরিদর্শক (এসএসআই) আমির আলী ও কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায় ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং অপর আসামি পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আবদুল্লাহ আল মামুন অন্য একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। বাকি ১৪ আসামি এখনো গ্রেপ্তার হননি।

যে ১৪ জন আসামির বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, তাঁরা হলেন পুলিশের রংপুর রেঞ্জের সাবেক উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) আবদুল বাতেন, রংপুর মহানগর পুলিশের সাবেক কমিশনার মো. মনিরুজ্জামান, সহকারী কমিশনার আরিফুজ্জামান ও আল ইমরান হোসেন, উপকমিশনার আবু মারুফ হোসেন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা রাফিউর রহমান, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মশিউর রহমান, আসাদুজ্জামান মণ্ডল, তাজহাট থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম, এসআই বিভূতিভূষণ, ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি পোমেল বড়ুয়া, ছাত্রলীগের কর্মী টগর, বাবুল হোসেন ও শামীম মাহফুজ।

পুলিশের গুলির মুখে এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকেন আবু সাঈদ। ছবি : ভিডিও থেকে

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ১৪ আসামির বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে গত ৩০ সেপ্টেম্বর রংপুর মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিআইবি) রংপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) জাকির হোসেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার বিকেলে বিচারক আসাদুজ্জামান ১৪ আসামির বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারির আদেশ দেন।

গত ১৬ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর ফটকে পুলিশের গুলিতে নিহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন। গত ১৮ জুলাই নিহত আবু সাঈদের বড় ভাই রমজান আলী বাদী হয়ে ১৭ জনের নামোল্লেখ এবং অজ্ঞাত আরও ১৩০-১৩৫ জনকে আসামি করে একটি মামলা করেন।

ট্রাফিকের জরিমানা | রাজধানীতে গত বুধবার ৯৭২টি মামলা ও প্রায় ৩৮ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাধন চন্দ্র মজুমদার

সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সাধন চন্দ্র মজুমদারকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি *প্রথম আলোকে* নিশ্চিত করেন ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) রেজাউল করিম মল্লিক। তিনি বলেছেন, সাধন চন্দ্র মজুমদারের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে।

নওগাঁ-১ (নিয়ামতপুর, পোরশা ও সাপাহার) আসন থেকে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে পরপর চারবার সংসদ সদস্য হন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাধন চন্দ্র মজুমদার। ২০১৮ সালে তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য হওয়ার পর তিনি খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। আওয়ামী লীগের বিগত সরকারেও খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

প্রভাবশালীর তালিকায় নাহিদ ইসলাম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১০০ ব্যক্তিকে পাঁচ ক্যাটাগরিতে তুলে ধরা হয়েছে। লিডারস ক্যাটাগরিতে নাহিদ ইসলাম ছাড়াও অন্যদের মধ্যে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা ও যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টির 'কো চেয়ার' লরা ট্রাম্প স্থান পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব লরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে এরিক ট্রাম্পের স্ত্রী।

নাহিদ ইসলামের বিষয়ে *টাইম*-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, নাহিদ ইসলামের বয়স ২৬ বছরের কম। বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর একজনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তিনি ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের একজন তিনি। দেশটির গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর তাঁর পরিচিতি আরও বেড়ে যায়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে নাহিদ ইসলাম শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফা কর্মসূচির ঘোষণা করেন।

টাইম-এর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের সামনে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারে জেন-জির (জেনারেশন জেড) যে দুই প্রতিনিধি জায়গা পেয়েছেন, নাহিদ তাঁদের একজন। দেশটির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংস্কার করা তাঁদের কাজ, যা গত ১৫ বছরে ক্রমেই কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠা সরকারের আমলে নষ্ট হয়ে গেছে।

নাহিদ ইসলাম *টাইম*কে বলেন, 'তিনি (শেখ হাসিনা) ক্ষমতাচ্যুত হতে পারেন এ কথা কেউ চিন্তা করতে পারেননি।' কয়েক সপ্তাহের বিক্ষোভের মুখে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান।

নাহিদ ইসলাম বলেন, 'অবশ্যই নতুন প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে হবে আমাদের।' রাজনৈতিক দলগুলোকে সহিংসতা বন্ধ করতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।'

টাইম জানিয়েছে, সমাজের নানা ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিত্বরা এই তালিকায় স্থান পান। এতে বয়সের কোনো বাধা নেই। চলতি বছর যাঁরা এই তালিকায় মনোনীত হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই অশ্বেতাঙ্গ এবং অর্ধেকের বেশি নারী।

টাইম১০০নেক্সট ২০২৪-এর এবারের তালিকায় নানা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আরও যাঁরা স্থান পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুক্তরাষ্ট্রের গায়ক-গীতিকার সাবরিনা কার্পেন্টার, জাপানের অভিনেত্রী আনা সাওয়াই, ইতালির টেনিস খেলোয়াড় জ্যানিক সিনার, পাকিস্তানি অধিকারকর্মী মাহরাং বালুচ। ২০২৩ সালের এই তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের রানিংমেট জে ডি ভান্স ও স্কটল্যান্ডের সাবেক ফার্স্ট মিনিস্টার হামজা ইউসুফের মতো ব্যক্তিত্বরা।

সহায়তায় নাগরিক কমিটি

দুই শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে অভিযোগ দাখিল করেছেন ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত দুই শিক্ষার্থীর বাবা। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে নাগরিক কমিটির তত্ত্বাবধান ও আইনি সহায়তায় ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে অভিযোগ দুটি দাখিল করা হয়।

অভিযোগ দাখিলের পর নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব ও ডাকসুর সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক আখতার হোসেন। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, নাগরিক কমিটির প্রাথমিক কাজ হিসেবে ঘোষিত আট দফা কর্মসূচির দ্বিতীয় দফা ছিল ছাত্র-জনতার ওপর সংঘটিত নির্মম হত্যাযজ্ঞে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নেওয়া। এর বাস্তবায়নের জন্য নাগরিক কমিটি ছাত্র-নাগরিকের অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারকে বিনা মূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়া শুরু করেছে।

গত ১৮ জুলাই 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালীর কাজলায় গুলিতে নিহত হন দনিয়া কলেজের বিএ (পাস) কোর্সের শিক্ষার্থী সাকিব হাসান। আর গত ৪ আগস্ট লক্ষ্মীপুর শহরের উত্তর তেমুহনী এলাকায় গুলিতে নিহত হন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র ওসমান পাটওয়ারী ওরফে ওসমান গণি। সাকিব হাসানের বাবা মো. মর্তুজা আলম ও ওসমান গণির বাবা মো. আবদুর রহমান পৃথকভাবে গতকাল দুটি অভিযোগ দায়ের করেন।

আবদুর রহমানের দাখিল করা অভিযোগে ২৪ জনকে আসামি করা হয়েছে। আসামিদের মধ্যে আছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ।

নিহত সাকিব হাসানের বাবা মর্তুজা আলমের দাখিল করা অভিযোগে আসামি হিসেবে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

নাগরিক কমিটির সদস্য বাড়ল

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের এক দফা (ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৩ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ৫৫ সদস্যের জাতীয় নাগরিক কমিটি আত্মপ্রকাশ করে। আইনি সহায়তার জন্য গতকাল সাত আইনজীবীকে এ কমিটিতে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে কমিটির সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২-তে।

আলোকিত চিরিরবন্দর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা বলছেন, গত দুই দশকে একের পর এক ভালো মানের 'বোর্ডিং স্কুল' বা আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পাশাপাশি শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষকদের অবিরাম প্রচেষ্টার কারণে বদলে গেছে উপজেলার শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র। কার্যকর ও সময়োপযোগী শিখন পদ্ধতি, শিক্ষকদের আন্তরিকতা, নিয়মশৃঙ্খলা ও পড়াশোনার সুন্দর পরিবেশের কারণে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে শুধু দিনাজপুরই নয়, রংপুর-রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকেও অনেক শিক্ষার্থী এ উপজেলায় পড়াশোনার জন্য আসছে। এ কারণে চিরিরবন্দর 'শিক্ষানগরী' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

এগিয়ে যাওয়ার পেছনের গল্প

২০ বছর আগে চিরিরবন্দরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ১২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। বর্তমানে এই সংখ্যা ১৯৭। যার ৭৩টি বেসরকারি। এর মধ্যে ২৭টিতে আবাসিক সুবিধা আছে। শিক্ষানুরাগী আমজাদ হোসেনের হাত ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্তন এসেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পেশায় চিকিৎসক আমজাদ হোসেন ২০০০ সালে উপজেলার ঘুঘরাতলীতে ৫০ শতক জমিতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মা-বাবার নামে নাম দেন আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ। প্রায় শুরু থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন মিজানুর রহমান।

মিজানুর রহমান বলেন, 'ঘুঘরাতলী এলাকাটা ছিল ভুতুড়ে। সন্ধ্যার পর এদিকে কেউ আসত না। আমজাদ স্যার সেখানেই শুরু করলেন স্কুল। মাইকিং করে শিক্ষার্থী আনতে হয়েছিল। নার্সারি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ১৩৪ জন শিক্ষার্থী ও ১২ জন শিক্ষক নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। তারপর ধীরে ধীরে নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শাখা চালু হয়।'

বর্তমানে প্রায় ১০ একর জমিতে আটটি ভবনে (আবাসিক ও একাডেমিক) কার্যক্রম চলছে আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজের। এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। শিক্ষক রয়েছেন শতাধিক। শুরু থেকে শতভাগ পাসের রেকর্ডও গড়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

আমেনা-বাকীর পর ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠা পায় আইডিয়াল রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল। এক যুগের ব্যবধানে সেই প্রতিষ্ঠানটিও বড় হয়েছে। চার একর জমিতে এখন সাতটি সুউচ্চ ভবন হয়েছে। সেখানেও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার এবং শিক্ষক ৫৫ জন।

শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঘুঘরাতলী এলাকায় বর্তমানে বেসরকারি ২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। এর মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ই আবাসিক। প্রায় ৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছে।

রুটিন মেনে পড়াশোনা ও সহশিক্ষা

উপজেলার কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘুরে জানা যায়, এসব প্রতিষ্ঠানে সর্বনিম্ন দেড় শ থেকে আড়াই হাজার পর্যন্ত শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের মধ্যে আবাসিকে থাকছে এক-তৃতীয়াংশ। কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে রাখা হয়েছে শিক্ষার্থীদের। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের রয়েছে নিজস্ব খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার, মসজিদ, কম্পিউটার ল্যাবরেটরিসহ নানা সুযোগ-সুবিধা।

আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজের শিক্ষক জয়ন্ত কুমার রায় জানান, শিক্ষার্থীরা ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠে। এরপর নাশতা সেরে চলে যায় পড়ার কক্ষে। দুই ঘণ্টা পড়াশোনা শেষে ১০টায় অ্যাসেম্বলিতে (সমাবেশ) যোগ দিতে হয়। সাড়ে ১০টায় পাঠদান শুরু হয়ে চলে ৪টা পর্যন্ত। মাঝখানে এক ঘণ্টার মধ্যাহ্নবিরতি থাকে। বিকেলে চলে সহশিক্ষা কার্যক্রম, খেলাধুলা, আড্ডা। সন্ধ্যা সাতটায় রাতের খাবার শেষে পড়ার কক্ষে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের কাছে কোচিং ক্লাস চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। ১০টার পর হালকা নাশতা করে ঘুমাতে যায় শিক্ষার্থীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব প্রতিষ্ঠানে নার্সারি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আবাসিক খরচ ৯ থেকে ১০ হাজার টাকা পড়ে। আর টিউশন ফি শ্রেণিভেদে ৫০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত।

সাফল্যের দেখা পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা

চিরিরবন্দরে পড়তে আসা অনেক শিক্ষার্থী প্রতিবছর দেশের খ্যাতনামা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে শুধু আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ এবং আইডিয়াল রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের ১৪ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে, ৪ জন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট), ৭৮ জন বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১১ জন অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

উপজেলার রানীবন্দর এলাকার সানলাইট স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন মাহমুদ হাসনাত। তিনি এবার বুয়েটের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সুযোগ পেয়েছেন। মুঠোফোনে তিনি বলেন, 'একই বই, একই সিলেবাসের পরও প্রাইভেট স্কুলগুলো ভালো করছে। এটার বড় কারণ হচ্ছে মনিটরিং সিস্টেম। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে পরিচালনা পর্ষদ অনেক সচেতন। একজন শিক্ষার্থীর জন্য যত সুন্দর পরিবেশ করা যায়, তার প্রায় পুরোটাই স্কুলে পেয়েছি। নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে চলতে হয়েছে। যেটা এখনো ধরে রেখেছি। শিক্ষকদের সহযোগিতা অনেক বেশি পেয়েছি। বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা কার্যক্রমেও অনেক গুরুত্ব দেওয়া হতো।'

আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আমজাদ হোসেন বলেন, 'এলাকায় যুগোপযোগী শিক্ষার প্রসারে নার্সারি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করেছিলাম, সেটা অনেকাংশেই সফল হয়েছে। এখান থেকে পড়াশোনা করে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করছে আমার ছাত্ররা। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে।'

সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করতে যাচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, আইন মন্ত্রণালয় চাইলেই মামলা প্রত্যাহার করতে পারে না। মামলার বিভিন্ন পর্যায় থাকে। আদালতের রায়ে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে সেই ব্যক্তি আবেদন করার পর তা প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে।

রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সাইবার নিরাপত্তা আইন করা হয়েছিল বলে মনে করেন তথ্য উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। তিনি সভায় বলেন, এখনো এই আইন আছে এবং এর আওতায় যদি আরেকটি মামলা হয়, সেটি হবে বিব্রতকর।

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের কটূক্তি করার জন্য দুটি মামলা হয়েছে শুনেছি। এটা আমাদের জন্য বিব্রতকর।' একই সঙ্গে এই আইনের আওতায় আর কোনো মামলা না নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রহিত করে গত বছরের ১৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে সাইবার নিরাপত্তা আইন পাস করেছিল। তবে এই আইনের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বেশির ভাগ ধারা যুক্ত করা হয়। এর ফলে সাইবার নিরাপত্তা আইনও বাক্‌স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের অধিকার এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

জাতীয় সংসদে গত বছর প্রকাশ করা তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাস হওয়ার পর থেকে ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে এই আইনে ৭ হাজার ১টি মামলা হয়েছিল। অন্যদিকে সাইবার নিরাপত্তা আইন পাস হওয়ার পর প্রথম মাসে শুধু ঢাকাতেই মামলা হয় ১৪টি।

কর্তৃত্ববাদী সরকারের হাতিয়ার

'সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ সংশোধনবিষয়ক মতবিনিময়' সভার শুরুতে এই আইনের সংশোধন প্রস্তাব করেন আইন উপদেষ্টার একান্ত সচিব মো. শামছুদ্দীন মাসুম। তাঁর প্রস্তাবে এই আইন থেকে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকা সম্পর্কে বিদ্বেষ, বিভ্রান্তি ও কুৎসামূলক প্রচারণার দণ্ড-সম্পর্কিত ধারা সম্পূর্ণ রহিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ ছাড়া মানহানিকর তথ্য প্রকাশ, প্রচার সম্পর্কিত ধারাটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়।

সাইবার নিরাপত্তা আইন থাকা উচিত নয় বলে সভায় মত দেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। এই আইন সংশোধনের অযোগ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে আইনগুলো কর্তৃত্ববাদী সরকারের বিকাশ ও স্থায়ীকরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার শীর্ষে ছিল সাইবার নিরাপত্তা ও তার পূর্বসূরি আইন।

সাইবার নিরাপত্তা আইনের পাশাপাশি মানহানি-সংক্রান্ত ধারাগুলো দণ্ডবিধি থেকেও বাদ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন আইনজীবী সারা হোসেন। একইভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার বিষয়টি আইনে আদৌ রাখার প্রয়োজন আছে কি না সেই প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, এই ধারা ব্যবহার হয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে।

মানহানির বিষয়টিকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখা হবে কি না, এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, সাইবার নিরাপত্তা আইনে পুলিশকে বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। আইনে সরকারের দিক থেকে ক্ষমতা যত কমানো যায়, তত ভালো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী মাহফুজুল হক বলেন, সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করে একটা নতুন আধুনিক আইন করা প্রয়োজন। যেখানে ভিন্ন মত দমন নয়, যাতে সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত হয়, সেই ব্যবস্থা থাকবে।

গণমাধ্যম ও ভিন্নমতের কণ্ঠ রোধের জন্য সাইবার নিরাপত্তা আইন করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন বিএফইউজের মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী।

সাইবার নিরাপত্তাকে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তা নিয়ে গভীর আলোচনার দরকার বলে মনে করেন আইনজীবী শিশির মনির। তিনি বলেন, আইনের কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা যেন কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

নতুন আইনের খসড়া করার সময় আমলাদের অগ্রভাগে না রাখার প্রস্তাব দেন আইনজীবী তানিম হোসেইন। নারী ও শিশুদের সুরক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে যে ধরনের অপরাধ হয়, তা প্রতিরোধে আলাদা আইন হতে পারে বলে মনে করেন বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেসি অফিসার মণিষা বিশ্বাস।

প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো নিয়ে পৃথক আইন করার প্রস্তাব দেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাইমুম রেজা।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দীর্ঘ সময় কারাগারে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা। তিনি বলেন, ডিজিটাল ও সাইবার নিরাপত্তা আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আরও বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক তারিকুল ইসলাম, আইনজীবী প্রিয়া আহসান চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আল নোমান, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নোভা আহমেদ, ঢাকা ট্রিবিউনের নির্বাহী সম্পাদক রিয়াজ আহমেদ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন আলোকচিত্রশিল্পী শহিদুল আলম।

অন্য দেশের অভিজ্ঞতায় আইন সংস্কারে কিছু প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের কাঠামোয় জুলাই-আগস্টে সংঘটিত অপরাধগুলোর সুষ্ঠু বিচার করতে হলে অবশ্যই আইনটির এবং আইনসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যথাযথ সংস্কার প্রয়োজন। সেই সংস্কারের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা যেতে পারে, তা নিয়ে লিখেছেন ইমরান আজাদ

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এ বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (প্রথম আলো অনলাইন, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

মোটাদাগে যেসব সংশোধনীর কথা আপাতত বলা হচ্ছে, তার মধ্যে মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞার পরিমার্জনের বিষয়টি রয়েছে। এই অপরাধের সংজ্ঞায় অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে গুম, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন দাসত্ব, জোরপূর্বক যৌনকর্মে বাধ্য করা, জোর করে গর্ভধারণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দল যদি এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ করে, তাহলে সে দলকে ১০ বছর পর্যন্ত নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। খসড়া প্রস্তাবে এ-ও বলা হয়েছে যে বিচারপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য ট্রাইব্যুনাল চাইলে আদালতকক্ষের শুনানি সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবেন। এমনকি অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তাঁর পক্ষে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ দিতে পারবেন।

এটা নিয়ে দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই যে ১৯৭৩ সালের আইনি কাঠামোতে সুষ্ঠু বিচার করতে হলে অবশ্যই আইনটির এবং আইনসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের যথাযথ সংস্কার প্রয়োজন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত সংশোধনীর অনেকগুলোই প্রশংসনীয়। তবে বিচার কার্যক্রম ফলপ্রসূ করতে আইনটি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা, মতামত গ্রহণ এবং এ ধরনের অপরাধের বিচারের বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিবেচনাপ্রসূত সংস্কার আনা প্রয়োজন মনে করি। এই আইনের অধীনে জুলাই-আগস্টে সংঘটিত অপরাধগুলোর বিচার সম্পন্ন করার পাশাপাশি এমনভাবে সংস্কার করা প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতেও যদি একই ধরনের অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হয়, তবে এই আইন দিয়েই তা বিচার করা যাবে।

ইকোসাইডের মতো অপরাধ প্রসঙ্গে

জুলাই-আগস্টের প্রেক্ষাপটে ইকোসাইডের (পরিবেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ড) মতো কোনো অপরাধ সংঘটিত হতে আমরা দেখিনি। কিন্তু বাংলাদেশে সামনের দিনগুলোতে এই অপরাধটা সংঘটিত হবে না, সেটার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। সে জন্য আন্তর্জাতিক আইনের বিবর্তন ও উৎকর্ষসাধনের বিষয়টির কথা মাথায় রেখে এখনই আমাদের আইনে ইকোসাইড বা পরিবেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডকে একটা স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে যুক্ত করা যেতে পারে।

ইতিমধ্যে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক স্টপ ইকোসাইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০২১ সালে আন্তর্জাতিক আইনের ১২ জন বিশেষজ্ঞ ১৯৯৮ সালের আইসিসি রোম সংবিধিতে ইকোসাইডকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ইকোসাইডের একটি আইনি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। এই ১২ জন বিশেষজ্ঞ দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশবিষয়ক উপদেষ্টা আইনজীবী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

বিশেষজ্ঞদের সেই সংজ্ঞাকে মডেল হিসেবে ধরে রোম সংবিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার জন্য ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ভানুয়াতু, ফিজি ও সামোয়া যৌথভাবে জাতিসংঘের মহাসচিব এবং রোম সংবিধি সংশোধনের কাজে নিয়োজিত সংস্থা 'ওয়ার্কিং গ্রুপ অন অ্যামেন্ডমেন্টস অব দ্য অ্যাসেম্বলি অব পার্টিস'-এর কাছে প্রস্তাব রেখেছে। আশা করা হচ্ছে, এ বছরের ২ থেকে ৭ ডিসেম্বর নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে অনুষ্ঠেয় আইসিসির অ্যাসেম্বলি অব পার্টিসে এ বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ট্রাইব্যুনাল নিয়ে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা

১৯৭৩ সালের আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে এ আইনে বর্ণিত কিছু কিছু অপরাধের সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১৯৯৮ সালের রোম সংবিধির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। যেমন আমাদের আইনে মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ। কারণ, রোম সংবিধি মোতাবেক এমনকি নব্বইয়ের দশকে রুয়ান্ডায় সংঘটিত আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের সংবিধি অনুযায়ীও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের জন্য ওয়াইডস্প্রেড অর সিস্টেমেটিক অ্যাটাক ডিরেক্টেড এগেইনস্ট অ্যানি সিভিলিয়ান পপুলেশন (অর্থাৎ যেকোনো বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত অথবা পরিকল্পিত আক্রমণ) উপাদানটি অবশ্যই প্রমাণ করতে হয়। এ বিষয়টি আমাদের আইনে অনুপস্থিত।

অনেকে বলতে পারেন যে এই উপাদানের কথা আলাদাভাবে আইনে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, উপাদানটি ইতিমধ্যে কাস্টমারি ইন্টারন্যাশনাল ল বা আন্তর্জাতিক প্রথা আইনের অংশ হয়ে গেছে। ফলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালগুলো বিচারকার্য পরিচালনার সময় এই উপাদানকে চাইলেই অবজ্ঞা করতে পারেন না এবং নিশ্চিতভাবে অপরাধের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এর বিচারিক প্রয়োগ ঘটে। যদি তা-ই হয়, এটাকে আইনে সরাসরি উল্লেখ করে দেওয়াই শ্রেয় এবং এতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমাদের আইনে এ উপাদানের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকলে বিচারিক কাজ সহজতর হবে।

রোম সংবিধির ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে যে বিচারিক কাজে সহায়তার জন্য তথা অপরাধসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য 'এলিমেন্টস অব ক্রাইমস' (অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ) শীর্ষক সহায়িকা অনুসরণ করা হবে। ২০১০ সালে দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের সম্মতিতে সহায়িকাটি প্রথম গ্রহণ করা হয়। এই সহায়িকায় বিস্তারিতভাবে বলা আছে যে কোনো অপরাধ প্রমাণ করার জন্য কোন কোন উপাদান প্রসিকিউশনকে আদালতে প্রমাণ করতে হবে।

এটা শুধু বাদী-বিবাদী বা আদালতের জন্য সহায়ক দলিল নয়; অপরাধ তদন্ত দলের জন্যও এটি খুবই কার্যকর দিকনির্দেশনামূলক সহায়িকা। কেননা প্রতিটি উপাদানের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে দেওয়ায় তদন্ত দলের জন্য তদন্তকৌশল সঠিকভাবে নির্ধারণ করে যথাযথভাবে তদন্তকাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। কারণ, এই 'এলিমেন্টস অব ক্রাইমস' মূলত রোম সংবিধিতে বলা অপরাধগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রোম সংবিধির অনুচ্ছেদ ৭(১)(ক) অনুসারে মানবতাবিরোধী হত্যাকাণ্ড (ক্রাইম এগেইনস্ট হিউম্যানিটি অব মার্ডার) প্রমাণ করার জন্য অন্তত তিনটি উপাদান পৃথকভাবে প্রমাণ করতে হয় : (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি এক বা একাধিক মানুষকে হত্যা/খুন করেছেন; (২) এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত (ওয়াইডস্প্রেড) অথবা পরিকল্পিত (সিস্টেমেটিক) আক্রমণের অংশ হিসেবে এবং (৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি এ ধরনের আক্রমণের বিষয়ে অবহিত ছিলেন বা তিনি নিজেই ইচ্ছা করে এ ধরনের আক্রমণ ঘটিয়েছিলেন। আমাদের ১৯৭৩ সালের আইনের সংশোধনের পাশাপাশি এ ধরনের একটা এলিমেন্টস অব ক্রাইমস দলিল প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

- দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই যে ১৯৭৩ সালের আইনি কাঠামোতে সুষ্ঠু বিচার করতে হলে অবশ্যই আইনটির এবং আইনসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের যথাযথ সংস্কার প্রয়োজন।
- শুধু আইনের সংশোধনী নয়; একই সঙ্গে যাঁরা আইনটা প্রয়োগ করবেন, অর্থাৎ বিচারক, বাদী-বিবাদীর আইনজীবী, তদন্ত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আইন বিষয়ে পর্যাপ্ত (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক) জ্ঞান থাকা নিশ্চিত করতে হবে।
- বিচার যেন শেষ পর্যন্ত কোনোভাবেই একটা প্রতিহিংসাপরায়ণ বিচার না হয়, সে জন্য জনগণের আস্থা অর্জন করা এবং সব মত-পথের মানুষের সঙ্গে উন্মুক্ত আলোচনা করা দরকার।

আইন প্রয়োগে জনবল ও অংশীজনদের প্রশিক্ষণ

শুধু আইনের সংশোধনী নয়; একই সঙ্গে যাঁরা আইনটা প্রয়োগ করবেন, অর্থাৎ বিচারক, বাদী-বিবাদীর আইনজীবী, তদন্ত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আইন বিষয়ে পর্যাপ্ত (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক) জ্ঞান থাকা নিশ্চিত করতে হবে। আনুষ্ঠানিক বিচারকাজ শুরু করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আইন বিষয়ে ৩ থেকে ৪ মাসের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা উচিত। তাঁরা যেন আধুনিক প্রযুক্তি, যেমন ডিজিটাল এভিডেন্স, এআই, ডিপফেক, মিসইনফরমেশন ইত্যাদি নিত্যনতুন বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানসম্পন্ন হন, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

বর্তমানে সংখ্যায় কম হলেও নিম্ন আদালতের কিছু তরুণ বিচারক যাঁরা সুইজারল্যান্ড, জাপান, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইন, মানবাধিকার আইন ও ফৌজদারি আইন বিষয়ে পড়াশোনা করে দেশে ফিরে বিভিন্ন আদালতে কর্মরত, তাঁদের আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন অফিসে নিয়োগের জন্য বিবেচিত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা যাচাই করে যতটা সম্ভব ক্লিন ইমেজের ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

অবস্থাদৃষ্টে প্রসিকিউশন অফিসে রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি হিসেবে ইদানীং যাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, যাঁদের কেউ কেউ একসময় কোনো কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতাদের আইনজীবী হিসেবে এই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেই কাজ করেছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কতটুকু নিরপেক্ষ থেকে সম্পূর্ণ পেশাগত দায়িত্ব তাঁরা পালন করবেন, সে বিষয়ে অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ নিয়ে আলোচনা

খসড়া সংশোধনীর প্রস্তাব অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিষিদ্ধ করার আলোচনাও হয়েছে। তবে বিষয় হচ্ছে, রাজনৈতিক দলের ধারণা একটি বিমূর্ত ধারণা এবং রাজনৈতিক দল কখনো অপরাধ সংঘটন করতে পারে কি না, সেটি নিয়েও আলোচনা হতে পারে। মূলত রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়ে থাকে।

এ পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত সব আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আইনি কাঠামো ও বিচারপ্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে কোথাও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আইন দিয়ে রাজনৈতিক দলকে বিচার করা যায়নি বা নিষিদ্ধ করা হয় না। রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি অন্যান্য আইনি কাঠামো অনুসারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৯৭৩ সালের আইন নিয়ে ভবিষ্যতে সমালোচনা এড়াতে উপরিউক্ত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করার দরকার আছে।

ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে

আমাদের ১৯৭৩ সালের আইনের অন্যতম দুর্বলতা হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধের শিকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান নেই। রোম সংবিধির আলোকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য একটা ভিকটিম ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করার বিধান আইনে থাকা উচিত। যাদের অপরাধ প্রমাণিত হবে, বিশেষত ধনিক শ্রেণির অপরাধীর সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করে ওই ট্রাস্ট ফান্ডে জমা রাখার ব্যবস্থা করে দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কল্যাণে ব্যয় করার পন্থা বের করতে হবে। আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদেশ প্রদানের পাশাপাশি 'সিম্বলিক রেপারেশন' প্রদানের বা আয়োজনের বিধান আইনে রাখা উচিত।

ট্রাইব্যুনালে বিদেশি আইনজীবীদের নিয়োগের বিধানসংবলিত প্রস্তাবটি প্রশংসার দাবি রাখে। তবে এ ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের দেশি আইনজীবীরা যেন একটা লেভেল প্লেয়িং অবস্থানে থাকেন। এ জন্য বিচারকসহ আইনজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

পরিশেষে বলতে হয়, বিচারপ্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতা আনার জন্য সুচিন্তিত খসড়া প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে আমাদের বিচারব্যবস্থার প্রতি দেশি ও আন্তর্জাতিক আস্থা বৃদ্ধি পাবে। কম্বোডিয়ার যুদ্ধাপরাধ আদালতের মতো কিংবা রোম সংবিধির অধীনে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের (আইসিসি) মতো বিচারকাজ সরাসরি সম্প্রচার করা গেলে আমাদের ট্রাইব্যুনালের স্বচ্ছতা অনেকাংশে বেড়ে যাবে।

সাধারণ মানুষের অনুধাবনের ব্যবস্থা

কম্বোডিয়ার সরকার বাসে করে গ্রামাঞ্চল থেকে বিভিন্ন বয়সীদের, বিশেষ করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের যুদ্ধাপরাধ আদালতের বিভিন্ন শুনানিতে নিয়ে আসে এ জন্য যে তারা যেন নিজ চোখে দেখে বুঝতে পারে, তাদের অঞ্চলে অতীতে কী ধরনের অপরাধ হয়েছিল এবং বর্তমানে কীভাবে সেগুলোর বিচার নিশ্চিত করা হচ্ছে। আইনে একটা নীতির কথা খুব গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়, ন্যায়বিচার কেবল আয়োজন করলেই হয় না, ন্যায়বিচার যে আসলেই হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের জন্য অনুধাবনের ব্যবস্থাও করতে হয়।

জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একের পর এক মামলা করা হচ্ছে। এতে ট্রাইব্যুনালের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করা ছাড়া বিচারকাজ শুরু করলে কোনোভাবেই ট্রাইব্যুনালের তথা বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তির জন্য সহায়ক হবে না। এই বিচার যেন শেষ পর্যন্ত কোনোভাবেই একটা প্রতিহিংসাপরায়ণ বিচার না হয়, সে জন্য জনগণের আস্থা অর্জন করা এবং সব মত-পথের মানুষের সঙ্গে উন্মুক্ত আলোচনা করা দরকার।

● **ইমরান আজাদ** সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

প্রবীণদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

ভালো থাকুন

অধ্যাপক এ বি এম আবদুল্লাহ, *মেডিসিন বিশেষজ্ঞ*

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হলো ১ অক্টোবর। ৬৫ বা এর বেশি বছর বয়সী মানুষকে প্রবীণ জনগোষ্ঠী বলা হয়। গড় আয়ু বাড়ার কারণে বিশ্বের সব দেশে প্রবীণ জনসংখ্যা বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ২০৫০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ হবেন প্রবীণেরা। এই বিপুলসংখ্যক প্রবীণের স্বাস্থ্য সমস্যা ও যত্ন নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে।

প্রবীণেরা যেসব স্বাস্থ্যঝুঁকিতে

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম রোগবালাইয়ের ঝুঁকি বাড়ে, যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক ইত্যাদি। তাই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এসব অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। এসব রোগ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে দেখা দেয় নানা জটিলতা; যেমন কিডনি রোগ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, দৃষ্টির সমস্যা, হার্ট ফেইলিউর ইত্যাদি।

শুধু অসংক্রামক নয়, বিভিন্ন সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রেও প্রবীণদের জন্য রয়েছে বিশেষ ঝুঁকি। ফ্লু, নিউমোনিয়া, প্রস্রাবের সংক্রমণসহ যেকোনো সংক্রমণ প্রবীণদের জন্য মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এর বাইরে বিশেষ কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা প্রবীণদের নাজুক পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে শ্রবণশক্তি হ্রাস, খেতে না পারা বা খেতে সমস্যা, ঘুমের সমস্যা, মাথা ঘোরা বা ভারসাম্যের অভাব, দুর্বল-ভঙ্গুর হাড়, হাড়ের ফ্র্যাকচার, প্রস্রাব-পায়খানা নিয়ন্ত্রণে সমস্যা, স্মৃতিভ্রংশ বা ডিমেনশিয়া।

প্রবীণদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এসব বিষয় মনে রাখতে হবে। একই সঙ্গে প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এ বয়সে অনেকেই একাকিত্ব, অসহায়ত্ব ও বিষণ্নতায় ভোগেন। শারীরিক নানা জটিলতার কারণে মনের ওপর এর প্রভাব পড়ে। তাই তাঁদের সমস্যাগুলো সহৃদয় দেখতে হবে।

পুষ্টি

দাঁত না-থাকা বা এর নানা সমস্যায় অনেক প্রবীণ ব্যক্তির খাবার খেতে সমস্যা হয়। এ বয়সে রুচিও কমে যায়। তাই প্রায়ই পুষ্টির ঘাটতি হয়। এ জন্য বিশেষ ধরনের খাদ্য দরকার হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সুষম পুষ্টি বজায় আছে কি না, খেয়াল রাখতে হবে। সব ধরনের উপাদান; যেমন শর্করা, আমিষ, ভালো চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ থাকতে হবে খাবারে।

ভারসাম্যহীনতা

প্রবীণ ব্যক্তিরা সব সময় পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। পড়ে গেলে হাড় ফ্র্যাকচার হওয়া বা মাথায় আঘাত পাওয়ার ঝুঁকিও থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পোসচারাল হাইপোটেনশন বা পজিশন পরিবর্তনের সঙ্গে হঠাৎ রক্তচাপ কমে যাওয়া, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, ভার্টিগো পড়ে যাওয়ার জন্য দায়ী। এ জন্য নিয়মিত সঠিক সময়ে খাবার গ্রহণ, বসা থেকে দাঁড়ানো বা শোয়া থেকে বসার সময় ধীরগতি অবলম্বন, দরকার হলে লাঠি ব্যবহারের অভ্যাস ভালো। দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সে জন্য বাথরুমের সামনে রাতেও খানিকটা আলোর ব্যবস্থা রাখা, পাতলা পাপোশ বা ম্যাট এড়িয়ে চলা, বাথরুম রেলিংয়ের ব্যবহার, সিঁড়িতে বাড়তি সতর্কতার দরকার।

স্মৃতিভ্রংশতা

বেশির ভাগ প্রবীণ ব্যক্তিই ভুলে যাওয়ার সমস্যায় ভোগেন। ওষুধ খেতে ভুলে যান বা দুবার একই ওষুধ খেয়ে ফেলেন। তাই এদিকে নজর দিতে হবে। ভুলে যাওয়া নিয়ে তাঁদের দায়ী করা বা রাগ করা যাবে না।

মানসিক স্বাস্থ্য

অনেক বয়স্ক ব্যক্তি খিটখিটে মেজাজ বা বিষণ্নতায় ভুগতে পারেন। আক্রমণাত্মকও হয়ে পড়তে পারেন। ভুগতে পারেন প্রস্রাব-পায়খানার নিয়ন্ত্রণ হারানো বা দৈনন্দিন কাজে অক্ষমতার জন্য লজ্জায়। সমস্যাগুলো পরিবারের সবাই ও কেয়ারগিভার যেন সহৃদয় দেখেন।

» **আগামীকাল পড়ুন :**
ইলিশের মৌসুমে যা মনে রাখা দরকার

৮৩ ফুট ওপর থেকে পড়েও অক্ষত ডিম

বিচিত্র

ইউপিআই

ডিম ভেঙে যায় কি না, তা নিয়ে কতজনের কতই-না সতর্কতা, কতই-না যত্ন। ডিম আনা-নেওয়ার সময় কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেল কি না, ডিমের খোসা ফেটে গেল কি না—এমন নানা দুশ্চিন্তা পোহাতে হয় তাঁদের। এরই মধ্যে ওপর থেকে পড়ে গেলে তো কথাই নেই। তাঁরা ধরেই নেন, ডিম শেষ। তবে এ সতর্কতা, যত্নআত্তি আর দুশ্চিন্তা মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে একটি ডিম। একেবারে ৮৩ ফুট উঁচু থেকে ফেলার পরও দিব্যি অক্ষত রয়েছে সেটি।

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার একদল শিক্ষার্থী সম্প্রতি এ 'অসাধ্য' সাধন করে দেখিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, এত উঁচু থেকে ডিম ফেলে তা অক্ষত রাখার কৃতিত্ব দেখিয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। নাম লিখিয়েছেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে।

উঁচু থেকে ডিম ফেলে তা অক্ষত রাখার এমন ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। এ কাজে আগের রেকর্ডটি ছিল ভারতীয় নাগরিক রিতেশ এনের। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ৫৪ দশমিক ১৩ ফুট উঁচু থেকে ডিম ফেলে তা অক্ষত রাখার মধ্য দিয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেডিফ্রিন-ইস্টটাউন স্কুল ডিস্ট্রিক্টের শিক্ষার্থীদের একটি দল সম্প্রতি রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছেন। তাঁরা আরও প্রায় ৩০ ফুট বেশি উঁচু থেকে ডিম ফেলে তা অক্ষত রাখতে পেরেছেন।

প্রতীকী ছবি। রয়টার্স

দলটিতে ছিলেন কনেসতোগা হাইস্কুলের শিক্ষার্থী ম্যাথিউ ম্যা, চার্লি গাউথরপ ও জেফ্রে ওয়াং এবং ভ্যালি ফোর্জ মিডল স্কুলের শিক্ষার্থী ব্রেকিন শেফলারউড ও শিক্ষক ডেরিক উড। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উড বলেছেন, রেকর্ডটি নিশ্চিত করতে কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রচুর ভিডিও প্রমাণ ও নথি একসঙ্গে করতে হয়েছে, তবে শেষ পর্যন্ত তা কাজে দিয়েছে। উডের আশা, তাঁদের এ রেকর্ড দীর্ঘমেয়াদি হবে।

একটু থামুন

বাসার ভাই
• লেখা : **আদনান মুকিত,** আঁকা : **আরাফাত করিম** — ১৪৮৩

তোমার ছাতাটা দাও তো।
অসম্ভব! নিজের ছাতা হারিয়েছ। এটাও হারাবে।
আরে, হারাবে না।
রাতে
স্যার, আপনে এত রাতে? সব ফ্লোরে তো তালা মাইরা দিছি।
গেট খোলো। ছাতা রেখে গিয়েছি। ছাতা না নিলে বাসায় ঢুকতে দেবে না।
চলবে

স্বাস্থ্যবটিকা
• ব্রন স্মিথ

মাসল ক্র্যাম্প এড়াতে কোন ধরনের খাবার খাব?

শরীরে পর্যাপ্ত পানির অভাব হলে পায়ের মাংসপেশিতে টান লাগে। তাই প্রচুর পানি বা তরল খান। ডিম, দুধ, সবুজ শাকসবজি, ফল, কলিজার মতো ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবারও নিয়মিত খেতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১		২			৩	৪	
৫				৬		৭	৮
		৯	১০		১১		
১২					১৩		
		১৪		১৫			
	১৬					১৭	
১৮			১৯		২০		২১
	২২						

বাঁ থেকে ডানে
২. মাতাল। ৩. ১০০ পয়সার সমমানের মুদ্রা।
৫. কয়েদ। ৭. জপ করা। ৯. লম্বাচওড়া।
১২. নীরব। ১৩. ঢেউ। ১৪. হাতের লেখা।
১৬. প্রকাণ্ড। ১৮. সামর্থ্য। ১৯. পরিপাটি।
২২. শালিকজাতীয় সুকণ্ঠি পাখি।

ওপর থেকে নিচে
১. বিশৃঙ্খল। ২. ইন্ধন। ৪. কর্মী।
৬. খেলার জন্য চিত্রিত মোটা কাগজের খণ্ড।
৮. দক্ষ। ১০. শান্তিপ্রাপ্ত। ১১. নীচ।
১৪. হাত। ১৫. শক্তি, প্রভাব।
১৬. মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত।
১৭. দরজা। ১৯. ক্রয় করা।
২০. দুধ। ২১. খুঁটি।

গত সমস্যার সমাধান

কাঁ	টা		ধা		ধাঁ	ধা	
চা		শ	প	থ		ন	খ
গো	ত্র	জ		প	দ		ল
ল্লা		নে	ত্র		ম	চ্ছ	ব
	হ		স্ত	ব	ক		ল
জ	র	দ		র্ব		জ	
	দ		ব	র	খে	লা	প
স	ম	ক	ক্ষ		য়া		ক্ষ

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট!
• জন গ্র্যাজিয়ানো

১৯৮৫ সালের হলিউডি সিনেমা *ব্যাক টু দ্য ফিউচার*-এ ব্যবহৃত টাইম মেশিনটি আদতে ছিল একটা ফ্রিজ!

মার্কিন বেসবল দল বাল্টিমোর অরিওলসের শর্টস্টপ ছিলেন ক্যাল রিপকেন জুনিয়র। টানা ১৬ বছরে (১৯৮২-১৯৯৮) তিনি একটা ম্যাচও মিস করেননি। এ সময় খেলেছেন ২ হাজার ৬৩২টি ম্যাচ। সাধে তো আর তাঁকে 'আয়রন ম্যান' ডাকা হয় না!

কথা অমৃত

আপনি যুদ্ধের প্রতি আগ্রহী না হতে পারেন, কিন্তু যুদ্ধ আপনার প্রতি আগ্রহী।

লিওঁ ট্রটস্কি
রুশ বিপ্লবী (১৮৭৯-১৯৪০)

সুডোকু

	8	2		6				1
		6	3	7	9			2
9			2	1			4	
		8						
7			1		6			5
						2		
	1			4	7			3
4			6	2	1	9		
8				5		1	2	

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

9	7	8	5	1	3	6	4	2
5	6	3	7	4	2	8	9	1
1	4	2	9	8	6	7	3	5
3	2	5	4	9	8	1	7	6
8	9	6	2	7	1	4	5	3
4	1	7	6	3	5	9	2	8
7	8	1	3	2	9	5	6	4
2	5	4	8	6	7	3	1	9
6	3	9	1	5	4	2	8	7

চুটকি

আলপিন আর সেফটিপিন খুব ভালো বন্ধু।
দুজন মিলে ঘুরতে গেছে মরুভূমিতে।
মাথার ওপর গনগনে সূর্য আর পায়ের নিচে তপ্ত বালু।
প্রচণ্ড গরম সইতে না পেরে ওরা থামল।
হাঁপাতে হাঁপাতে সেফটিপিন বলল, 'উফ্! কী অসহ্য গরম!'
দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলপিন বলল, 'তুই তো তবু চাইলে নিজের বুকের বোতাম খুলতে পারিস…!'

পিনাটস
• চার্লস শুলজ

কী মহান কর্মটা করছ, শুনি?

পিচার্স মাউন্ডটা নিচু করছি। বেসবলে নতুন নিয়ম হয়েছে, এ বছর থেকে পিচার্স মাউন্ড অবশ্যই নিচু হতে হবে।

আর্থিক অনুদান বিতরণ | ঢাকার কেরানীগঞ্জে দুর্গাপূজা উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান বিতরণ করা হয়। প্রতিনিধি, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

সংক্ষেপে

ঢাকা

জলেরধারার আয়োজনে শুরু হচ্ছে চিত্রমেলা

আঁকা শেখার প্রতিষ্ঠান জলেরধারা ফাইন আর্টসের ১৪তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'চিত্রমেলা' শীর্ষক সমকালীন চিত্রকলার এক বিশেষ প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে আজ শুক্রবার। ২/৬ ব্লক-সি, লালমাটিয়ার গ্যালারি ইলিউশনে বিকেল পাঁচটায় এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে। এতে শিল্পী আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী, মনিরুল ইসলাম, হামিদুজ্জামান খান থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্মের শিল্পীসহ মোট ৯০ জনের শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হবে। প্রদর্শনী চলবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নারায়ণগঞ্জ

শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে মামলা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও গুলিতে আহত হওয়ার ঘটনায় সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমান, তাঁর ছেলে অয়ন ওসমান, তাঁর ভাতিজা আজমেরী ওসমানসহ ১৪৭ জনের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মামলা করা হয়। মামলায় অজ্ঞাত আরও ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে গুলিতে আহত মো. ফজলে রাব্বি বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ওই মামলা করেন। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন। এ নিয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে হতাহতের ঘটনায় জেলার বিভিন্ন থানায় ২২টি হত্যাসহ মোট ২৮টি মামলা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৭টি হত্যাসহ ১৮ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আসামি করা হয়েছে।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

জলাবদ্ধতা গত বুধবার রাত থেকে হওয়া টানা বৃষ্টিতে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন চলাচলকারী মানুষেরা। গতকাল দুপুরে মতিঝিলের আরামবাগ সড়কে। ছবি : দীপু মালাকার

সেপ্টেম্বরে গণপিটুনির ৩৬ ঘটনায় ২৮ মৃত্যু

মানবাধিকার পরিস্থিতি

সেপ্টেম্বর মাসের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরেছে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গত সেপ্টেম্বরে দেশে গণপিটুনির ৩৬ ঘটনায় অন্তত ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত করা হয়েছে আরও ১৪ জনকে। একই মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় সারা দেশে নিহত হয়েছেন অন্তত ১৬ জন, আহত হয়েছেন অন্তত ৭০৬ জন। সেপ্টেম্বর মাসের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)। সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে মানবাধিকার পরিস্থিতির কিছু বিষয়ে উন্নতি ঘটলেও সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। বরং কিছু ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সেপ্টেম্বর মাসের মাসিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এইচআরএসএস। এতে তারা বলেছে, সেপ্টেম্বরে মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, আধিপত্য বিস্তারকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সহিংসতা, গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা, রাজনৈতিক মামলা ও গ্রেপ্তার, সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ, শ্রমিক হত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যা, কারা হেফাজতে মৃত্যু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশি নির্যাতন ও হত্যা এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং নিজেদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা এইচআরএসএসের এই প্রতিবেদনে বলা হয়, সেপ্টেম্বর মাসে কমপক্ষে ৮৩টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় নিহত হয়েছেন অন্তত ১৬ জন এবং আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৭০৬ জন। সহিংসতার ৮৩টি ঘটনার মধ্যে ৪৫টি ঘটনা ঘটেছে বিএনপির অন্তঃকোন্দলের কারণে, ২৩টি বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে, ৫টি আওয়ামী লীগের অন্তঃকোন্দলে ও ১০টি ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন দলের মধ্যে। নিহত ১৬ জনের মধ্যে অন্তঃকোন্দলে আওয়ামী লীগের ১ জন ও বিএনপির ৮ জন নিহত হয়েছেন। বাকি ৭ জন নিহত হয়েছেন বিরোধী পক্ষের হামলায়। ১৬ জন নিহতের মধ্যে ১১ জন বিএনপির আর ৫ জন আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থক। সেপ্টেম্বরে ১১০ জন নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

সেপ্টেম্বরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে বা হেফাজতে ৯ জন নিহত হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, সারা দেশে আধিপত্য বিস্তার ও দুর্বৃত্তদের হামলায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতের আরও অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে বাঙালি-পাহাড়িদের সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ৬ জন নিহত ও শতাধিক আহত হওয়ার ঘটনায় পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ২ জন পাহাড়ি নাগরিক নিহত হন। আশুলিয়া, সাভার, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় ১ জন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে নিহত ও অনেকে আহত হয়েছেন।

সমন্বয়ক, সহসমন্বয়কসহ ১৭ জনের পদত্যাগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন একটি সরকার দলীয় ছাত্রসংগঠনের মতো ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ।

- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিট-বিরুদ্ধ কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা।
- আহতদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন একপ্রকার নিশ্চুপ রয়েছে।

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বিরুদ্ধে সরকারি দলের মতো আচরণ ও গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিট-বিরুদ্ধ কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ সমন্বয়ক ও ৪ সহসমন্বয়ক পদত্যাগ করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সম্মেলনকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে সমন্বয়ক ও সহসমন্বয়কেরা ওই পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

পদত্যাগ করা সমন্বয়কেরা হলেন আবদুর রশিদ, রুদ্র মুহাম্মদ সফিউল্লাহ, হাসিব জামান, জাহিদুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম, ফাহমিদা ফাইজা, রোকাইয়া জান্নাত, মিশু খাতুন, রাফিদ হাসান, হাসানুর রহমান, আব্দুল হাই, নাসিম আল তারিক ও ঐন্দ্রিলা মজুমদার। তাঁদের মধ্যে রশিদ কেন্দ্রীয় সমন্বয়কের দায়িত্বও পালন করেন।

পদত্যাগ করা সহসমন্বয়কেরা হলেন জিয়া উদ্দিন, তানজিম আহমেদ, জাহিদুল ইসলাম ও সাইদুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আবদুর রশিদ বলেন, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শুরু হওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলন পরবর্তী সময় ৯ দফার ওপর ভিত্তি করে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে ফ্যাসিবাদের পতনের মধ্য দিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। তবে ৯ দফায় অন্তর্ভুক্ত দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ, জুলাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার এবং আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের দাবিগুলোতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন একপ্রকার নিশ্চুপ রয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন একটি সরকার দলীয় ছাত্রসংগঠনের মতো ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের সর্বস্তরের আন্দোলনকারীদের একই ব্যানারে অন্তর্ভুক্ত করতে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে আমরা মনে করি, এই ব্যানার এখনো বজায় থাকা আন্দোলনে সর্ব পেশার, সর্বস্তরের ও সর্ব দলের মানুষের অংশগ্রহণের ইতিহাসকে ম্লান করে দিচ্ছে। তাই এই ব্যানার যত দ্রুত সম্ভব বিলুপ্ত করে দিতে হবে।'

আবদুর রশিদ বলেন, 'জাবির বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কতিপয় সমন্বয়কের জাবিকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরতে অক্ষমতা, সহযোদ্ধাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও গত ১৮ সেপ্টেম্বর সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও সন্ত্রাসী শামীম মোল্লার গণপিটুনির পর পুলিশের হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় ভিডিও ফুটেজের ভিত্তিতে একাধিক সমন্বয়কের নাম উঠে আসার ব্যাপারে ব্যানার কোনো ঐক্যবদ্ধ অবস্থানে আসতে না পারায় আমরা সমন্বয়ক পর্ষদ থেকে পদত্যাগ করছি।'

আবদুর রশিদ বলেন, 'আমরা মনে করি, গত ৫ আগস্টে অর্জিত দ্বিতীয় স্বাধীনতা সর্বস্তরের, সর্ব পেশার ও সর্ব মতের। কেউ আন্দোলনের একক কৃতিত্বধারী নন। একই সঙ্গে সহস্রাধিক শহীদ, আহত ব্যক্তিদের রক্ত ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিসর্জনের মাধ্যমে অর্জিত এই নতুন বাংলাদেশ শুধু একটি গোষ্ঠীর নয়; বরং সবার। গণমানুষের মেহনত, ঘাম ও রক্তের ফসল এই দ্বিতীয় স্বাধীনতাকে সমুন্নত করতে এবং এর স্পিরিটকে লালন করতে যাঁর যাঁর জায়গা থেকে আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।'

ডেঙ্গুতে তিনজনের মৃত্যু, ভর্তি হাজারের বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার আটজনের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ নিয়ে গত পাঁচ দিনে ডেঙ্গুতে ২৫ জনের মৃত্যু হলো।

গতকাল বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (বুধবার সকাল আটটা থেকে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গু নিয়ে ১ হাজার ২২ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে দুজন ও বরিশাল বিভাগে এক রোগী মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ ২৪৭ রোগী ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরপর ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ১৮২ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১৬৩, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪৩, খুলনা বিভাগে ১১৯, বরিশাল বিভাগে ৯৩, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪২, রাজশাহী বিভাগে ২৭ ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ৬ জন ভর্তি হয়েছেন।

হাসিনার বিরুদ্ধে আরও একটি হত্যা মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি চালিয়ে হত্যার ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আরও একটি হত্যা মামলা হয়েছে। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে এ মামলা হয়েছে।

রাজধানীর ফুলবাড়িয়া মার্কেটের সামনে মনিরুজ্জামান মোল্লা নামের এক তরুণকে (২৬) গুলি করে হত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে এ মামলা করেন মনিরুজ্জামানের বোন নিলুফার ইয়াসমিন।

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পালানোর তথ্য পেলে আটক করা হতো

বিজিবির মহাপরিচালক

সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ দুর্নীতিপরায়ণরা যাতে সীমান্ত পাড়ি দিতে না পারেন, সে ব্যাপারে বিজিবির সব বিওপিতে নামের তালিকা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল কোন জায়গা দিয়ে ভারতে গেলেন, সেই তথ্য পেলে অবশ্যই তাঁকে আটক করতেন বলে জানিয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বিজিবি সদর দপ্তরের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

বিজিবির মহাপরিচালক বলেন, সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ দুর্নীতিপরায়ণরা যাতে সীমান্ত পাড়ি দিতে না পারেন, সে ব্যাপারে বিজিবির সব বিওপিতে নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। তিনি মনে করেন, ভারতের সঙ্গে বন্দী বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফেরত আনা যাবে। তাঁকে অবশ্যই বিচারের আওতায় আনা জরুরি।

মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান বলেন, গত ৭ আগস্ট থেকে পালাতে গিয়ে বিজিবির হাতে ২২ জন আটক হয়েছেন। পরে তাঁদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাঁদের মধ্যে সাবেক সরকারের ঘনিষ্ঠ উচ্চপদস্থ চারজন কর্মী রয়েছেন। তাঁরা এখন বিভিন্ন মামলায় রিমান্ডে আছেন। বাকি ১৮ জন মধ্য ও নিম্নপদস্থ। তাঁরাও অপরাধ করেছেন।

সীমান্ত প্রসঙ্গে বিজিবির মহাপরিচালক বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত ৪ হাজার ২০০ কিলোমিটার, যেটি বিশ্বের মধ্যে পঞ্চম বৃহত্তম সীমান্ত। সীমান্তের প্রতিটি ইঞ্চি গার্ড দেওয়া ও সার্ভিল্যান্স করা বিজিবির পক্ষে সম্ভব হয় না।

মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান বলেন, অনেকে দালালদের টাকা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন। বিজিবির সদস্যরা কাউকে পালাতে সহায়তা করছেন, এমন তথ্য পাওয়া গেলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সীমান্ত দিয়ে পালানো রোধে বিজিবি বদ্ধপরিকর উল্লেখ করে এ বাহিনীর প্রধান বলেন, '৬ আগস্ট থেকে স্ক্রল দেখেছেন যে সীমান্ত পথে পালানো রোধে বিজিবিকে সহায়তা করুন। এই কাজ, নির্দেশনা কেউ বিজিবিকে দেয়নি। নিজ উদ্যোগে করেছি। তখন থেকে আমরা চেষ্টা করছি। তথ্য দেওয়ার যেসব সংস্থা আছে, তারাও যদি তথ্য দেয়, তাহলে কাজটা সহজ হয়।' সাংবাদিকদেরও কোনো তথ্য থাকলে তা দিয়ে সহায়তা করতে আহ্বান জানান তিনি।

বিজিবির মহাপরিচালক বলেন, 'সবাই কি পালিয়ে গেছেন? আমার মনে হয় না। জনবহুল এই দেশে কেউ কেউ আত্মগোপনে আছেন। মাদক ব্যবসায়ী বদিকে ধরার জন্য বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছি। শোনা গেল তিনি ট্রলারে মিয়ানমার গেছেন। কিন্তু গ্রেপ্তার হলেন সীতাকুণ্ড থেকে। এ রকম একদিকে যাওয়ার আওয়াজ দিয়ে, অন্যদিক থেকে পালানোর চেষ্টা করছেন অনেকে।'

মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান বলেন, 'সীমান্ত রক্ষার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। বিএসএফকে আমরা কোনো ধরনের ছাড়—যেটা নিয়মনীতির বাইরে, আমরা দেব না।'

ভিন্ন বাস্তবতায় আজ পালিত হচ্ছে শিক্ষক দিবস

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আজ ৫ অক্টোবর, বিশ্ব শিক্ষক দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশেও দিনটি পালিত হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষে শিক্ষক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি সরকারিভাবেও কর্মসূচি পালন করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আজ সকাল ১০টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

এবার যখন এ দিবস পালিত হচ্ছে, তখন দেশে ভিন্ন এক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এরপর ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়।

এখন নানাভাবে পিছিয়ে থাকা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও মর্যাদার দাবির বিষয়টি নতুন করে সামনে এসেছে। শিক্ষকদের প্রত্যাশা, বর্তমান সরকার তাঁদের বেতন-ভাতা ও মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে, যা গুণগত শিক্ষার জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেতিবাচক ঘটনাও ঘটছে। কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের জোরে পদত্যাগ ও নানাভাবে হেনস্তা করার ঘটনা ঘটছে। এ নিয়ে অনেক শিক্ষকের মধ্যে শঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা ওই সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

দুই জেলার ৩ মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর

প্রতিনিধি, *পাবনা ও কিশোরগঞ্জ*

পাবনার সুজানগর উপজেলায় চার দিনের ব্যবধানে দুটি মন্দিরের ৯টি প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গত শনি ও মঙ্গলবার রাতে এসব ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের শ্রীশ্রী গোপীনাথ জিউর আখড়ায় দুর্গাপূজার সাতটি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সুষ্ঠুভাবে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের জন্য প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন। ৯ অক্টোবর ষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে বাঙালি সনাতনধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা শুরু হবে।

সুজানগর পৌর এলাকার ঋষিপাড়া বারোয়ারি পূজামণ্ডপে শনিবার রাতে দুর্গাসহ চারটি প্রতিমা ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। এরপর মঙ্গলবার রাতে একই এলাকার মানিকদী পালপাড়া বারোয়ারি পূজামণ্ডপে দুর্গাসহ পাঁচটি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়।

এদিকে কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের শ্রীশ্রী গোপীনাথ জিউর আখড়ার দুর্গাপূজার আয়োজক গোপীনাথ সংঘের সদস্যরা জানান, এই আখড়ায় এবারই প্রথম দুর্গাপূজার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগের চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা সংক্রান্ত ন্যাশনাল রিভিউ কমিটি

গণবিজ্ঞপ্তি

(ঢাকা, ১৮ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ০৩ অক্টোবর ২০২৪)

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১) – এর অধীন সম্পাদিত চুক্তিসমূহ পর্যালোচনার নিমিত্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অত্র ন্যাশনাল রিভিউ কমিটি গঠন করেছেন। সুতরাং, অত্র আইনের অধীন চুক্তিবদ্ধ দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহকারী সংস্থা কর্তৃক দুর্নীতি সংক্রান্ত যে কোন তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণাদিসহ যে কোনো ব্যক্তি কমিটির ই-মেইলে আগামী ০৪/১০/২০২৪ হতে ৩১/১০/২০২৪ পর্যন্ত অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। অত্র কমিটি কর্তৃক পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে অভিযোগ দাখিলকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি বা তাঁর প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত যোগাযোগক্রমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১) – এর অধীন সম্পাদিত চুক্তিসমূহের অধীনে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সঙ্গে পৃথকভাবে যোগাযোগপূর্বক অত্র কমিটি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সহায়তা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ই-মেইল: nationalreviewcommittee@gmail.com

মঈনুল ইসলাম চৌধুরী
আহ্বায়ক
জাতীয় কমিটি

গাজার শিশুদের সাহায্যের আহ্বান

নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাই জরুরি ভিত্তিতে গাজার শিশুদের সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছেন। জিও নিউজ

সংক্ষেপে

ফিলিস্তিন

পুরস্কার পেলেন অধিকারকর্মী ইসা

অহিংস উপায়ে ইসরায়েলের অবৈধ দখলদারত্ব প্রতিরোধে ভূমিকা রাখায় 'রাইট লাইভলিহুড' পুরস্কার পেয়েছেন ফিলিস্তিনি অধিকারকর্মী ইসা আমরো। গতকাল বৃহস্পতিবার এই পুরস্কার গ্রহণ করেন এই ফিলিস্তিনি। এই পুরস্কারকে নোবেল পুরস্কারের বিকল্প হিসেবে দেখা হয়। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের গুরুত্বপূর্ণ শহর হেবরনে জন্ম ইসার। এই শহরে ইসরায়েলের ব্যাপক সামরিক সুরক্ষার মধ্যে প্রায় এক হাজার ইহুদি বসতি স্থাপনকারী থাকেন। শহরটিতে দুই লাখের মতো ফিলিস্তিনির বসবাস। পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি দখলদারত্বের বিরুদ্ধে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন ইসা। ৪৪ বছর বয়সী এই অধিকারকর্মী 'বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে তারুণ্য' নামের একটি সংগঠন তৈরি করেন। সংগঠনটি ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ক্রমবর্ধমান ইহুদি বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে আসছে। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে এ ধরনের বসতি স্থাপন করা আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ। রাইট লাইভলিহুড ফাউন্ডেশন বলছে, এই অধিকারকর্মী ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল উভয় সরকারের হাতেই বারবার কারাবন্দী হন এবং নির্যাতনের শিকার হন।

এএফপি, *স্টকহোম*

সিঙ্গাপুর

দুর্নীতি, সাবেক মন্ত্রীর এক বছর কারাদণ্ড

অবৈধ উপহার নেওয়া ও বিচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগে সিঙ্গাপুরের একজন সাবেক মন্ত্রীকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। প্রায় অর্ধশতাব্দী পর দেশটিতে প্রথমবারের মতো দুর্নীতির অভিযোগে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিকে সাজা দেওয়া হলো। সিঙ্গাপুর বিশ্বের অন্যতম কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম এস ঈশ্বরণ। তিনি সাবেক পরিবহনমন্ত্রী। চলতি বছর তাঁর বিরুদ্ধে ৩৫টি মামলা করা হয়। এর মধ্যে অধিকাংশই দুর্নীতিসংক্রান্ত। রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি ছয় থেকে সাত মাসের সাজা চাইলেও তাঁকে আরও বেশি সাজা দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের বিচারক ভিনসেন্ট হুং বলেন, এ সাজা অপর্যাপ্ত হবে। সরকারি কৌঁসুলিরা পাঁচটির কম অভিযোগ উত্থাপন করলেও ন্যায়বিচারে বাধা এবং অবৈধ উপহার নেওয়ার অভিযোগে গত সপ্তাহে ঈশ্বরণকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

এএফপি, *সিঙ্গাপুর*

গাজার যুদ্ধবিরতি থেকে নজর সরাল লেবাননের হামলা

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত

গাজায় এক বছর ধরে চলা ইসরায়েলি হামলা বন্ধে যে ক্ষীণ যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা ছিল, তা এখন প্রায় বন্ধ।

রয়টার্স, *কায়রো*

ইসরায়েলি হামলায় আহত এক শিশুকে চিকিৎসার জন্য আল-আকসা মার্টায়ার্স হাসপাতালে আনা হয়েছে। গত বুধবার মধ্য গাজার দেইর আল-বালায়। ছবি : রয়টার্স

লেবাননে সংকটের কারণে বিশ্বের নজর এখন গাজা থেকে সরে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ফিলিস্তিনিরা। লেবাননে ইসরায়েলি হামলার কারণে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটছে। ফলে গাজায় এক বছর ধরে চলা ইসরায়েলি হামলা বন্ধে যে ক্ষীণ যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা ছিল, তা-ও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

দুই সপ্তাহ ধরে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে লেবাননে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এর মধ্যে লেবাননের রাজধানী বৈরুতের কেন্দ্রস্থলে হামলা করেছে ইসরায়েল। লেবাননের ভেতরে ঢুকে অভিযানও শুরু করেছে। সেখানে হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াই হচ্ছে ইসরায়েলি সেনাদের। এ ছাড়া গত মঙ্গলবার রাতে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে ইরান। ইসরায়েল পাল্টা হামলার হুমকি দিয়েছে। এতে মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ইসরায়েল ও গাজার স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের পক্ষ থেকে মনে করা হচ্ছে, লেবানন সংঘাতের ফলে গাজার সংঘাত বন্ধ হতে পারে। তবে কয়েকজন বিশ্লেষক, গাজায় যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতাকারী কয়েকটি দেশের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে সন্দিহান।

গাজা শহরের বাসিন্দা হুশাম আলী বলেন, 'লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু এখন লেবানন। এর মানে এই নয় যে গাজার সংঘাত এখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

ইরানের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর গাজার অনেক বাসিন্দা একে স্বাগত জানিয়েছেন। তেহরান তাঁদের হয়ে লড়ছে—এটাই মনে করছেন তাঁরা।

হামাসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সামি আবু জুহরি বলেন, লেবানন সংঘাতের আগেই গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির সম্ভাবনা অনেকটাই ম্লান ছিল। এখন আঞ্চলিক লড়াই ছড়িয়ে পড়ায় গাজায় যুদ্ধবিরতির চুক্তি করতে ইসরায়েলের ওপর চাপ বাড়বে।

লেবাননে ইসরায়েল হামলা জোরদার করার পর থেকে বিশ্বের মনোযোগ এখন সেখানে। এ ছাড়া গাজা যুদ্ধও দীর্ঘায়িত হচ্ছে বলে মনে করছেন মিসরের *আল-হারাম* পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের দৃষ্টি এখন ভিন্ন জায়গায় এটা বিপদের কথা নয়, বরং বিশ্বের কেউ আর চুক্তি বা যুদ্ধবিরতির কথা বলছে না, সেটাই বিপদ। এতে ইসরায়েল গাজা নিয়ে তাদের পরিকল্পনা ও হামলা চালিয়ে যেতে পারবে।

> গাজায় ইসরায়েলি হামলা থামার কোনো লক্ষণ নেই। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিগত ২৪ ঘণ্টায় ৯৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

> লেবাননে ইসরায়েল হামলা জোরদার করায় বিশ্বের মনোযোগ এখন সেখানে। মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় থাকা মিসর হতাশ।

গাজার ভেতরে ইসরায়েলি হামলা থামার কোনো লক্ষণ নেই। গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিগত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে ৯৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

এদিকে যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় থাকা মিসর যুদ্ধবিরতি না হওয়ায় হতাশ। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার যুদ্ধবিরতি ব্যর্থতায় হামাসের দোষ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতির বিষয়টিকে গুরুত্বের মধ্যে রেখেছে, কিন্তু হামাস আলোচনা করতে অস্বীকার করেছে।

হামাসের কর্মকর্তা ও পশ্চিমা কূটনীতিকেরা বলেন, গত আগস্ট মাসে যুদ্ধবিরতির আলোচনা স্থগিত হয়ে যায় কারণ, ইসরায়েলে গাজা থেকে সেনা সরানোর বিষয়টি মেনে নিতে রাজি হয়নি।

মধ্যপ্রাচ্যের কূটনীতি বিশেষজ্ঞ ও লন্ডনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান চ্যাথাম হাউসের বিশেষজ্ঞ নোমি বার-ইয়াকোভ বলেন, 'গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েল বলে আসছে তারা সেনা অভিযান ও হামাস ও হিজবুল্লাহকে চাপে রেখে তারা জিম্মিদের মুক্ত করতে চায়। কিন্তু আমরা দেখেছি, এর বিপরীত বিষয়টিই সত্যি।'

নোমি বার-ইয়াকোভ বলেন, হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়িয়ে গাজার যুদ্ধবিরতিকে পেছনে সরিয়ে দিয়েছে ইসরায়েল। এখন তাদের গুরুত্ব হচ্ছে যতটা সম্ভব হিজবুল্লাহকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা ও তাদের সামরিক সরঞ্জাম যতটা সম্ভব নষ্ট করা।

যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, আগামী ৫ নভেম্বরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগপর্যন্ত কোনো কিছুই ঘটবে না। কারণ, কেউই ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর ওপর কার্যকরভাবে চাপ দিতে পারছেন না। গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে নেতানিয়াহু সবচেয়ে বড় বাধা।

ওই কর্মকর্তা বলেন, গত সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে হিজবুল্লাহর গাজার যুদ্ধবিরতি চুক্তির সঙ্গে ২১ দিনের যুদ্ধবিরতি করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইসরায়েল তা প্রত্যাখ্যান করে। এরপর গত সপ্তাহে হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করে ইসরায়েল। এতে মিসরের পক্ষ থেকে উত্তেজনা কমানোর বিষয়টি আরও সীমিত হয়ে যায়।

মধ্যপন্থীদের কাছে টানছেন কমলা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

রয়টার্স, *উইসকনসিন*

কমলা হ্যারিস

লিজ চেনি

রিপাবলিকান ও মধ্যপন্থী ভোটারদের কাছে টানা চেষ্টা করছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। এ উদ্দেশ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যে মার্কিন কংগ্রেসের সাবেক সদস্য লিজ চেনির সঙ্গে তাঁর বৈঠক করার কথা। আগামী ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উইসকনসিনকে গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এ অঙ্গরাজ্যের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

গত মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং রিপাবলিকান নেতা ডিক চেনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে ভোট দেওয়ার ঘোষণা দেন।

লিজ চেনির সঙ্গে বৈঠকে তিনি রক্ষণশীল নীতিগুলো নিয়ে কাজ করায় তাঁর প্রশংসা করতে পারেন। একই সঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সবার প্রেসিডেন্ট হবেন এ বার্তা পুনর্ব্যক্ত করতে পারেন। মধ্যপন্থীদের কাছে টানতে কমলা এ আয়োজনে অংশ নিচ্ছেন।

এবারের নির্বাচনে কমলা ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্পের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে কমলা হ্যারিসকে রিপাবলিকান ও এখনো সিদ্ধান্ত নেননি এমন ভোটারদের আস্থা অর্জন করা জরুরি। বিশেষ করে উইসকনসিনের মতো অঙ্গরাজ্যে দোদুল্যমান ভোটারদের আস্থা অর্জন করা কমলার জন্য বেশি জরুরি।

কমলা হ্যারিস ইতিমধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা থেকে ডানপন্থা ঘেঁষা নীতি গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ইসরায়েলের প্রতি দৃঢ় সমর্থন, অভিবাসীদের প্রতি কঠোর নীতি, জ্বালানি খরচ কম করতে বিশেষ নীতি গ্রহণের মতো বিষয়।

শুরু হচ্ছে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা, কে পাচ্ছেন শান্তি পুরস্কার

এএফপি, *স্টকহোম*

নোবেল পুরস্কারের মৌসুম নিয়ে হাজির অক্টোবর। প্রথা অনুযায়ী, প্রতিবছর এ মাসের প্রথম সোমবার শুরু হয় নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা। প্রথম দিন ঘোষণা করা হয় চিকিৎসাশাস্ত্রের নোবেল। সে হিসেবে ৭ অক্টোবর থেকে নোবেল পুরস্কারজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে।

ছয়টি বিভাগে ছয় দিন নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণা করা হয় নরওয়ে থেকে। সাহিত্য ও অর্থনীতির মতো অন্য পুরস্কারগুলো সুইডেন থেকে ঘোষণা করা হয়। চিকিৎসা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, সাহিত্য ও শান্তিতে পুরস্কারগুলো সুইডেনের বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নামে ও তাঁর রেখে যাওয়া অর্থ থেকে দেওয়া হয়। সুইডিশ শিল্পপতি নোবেল ডিনামাইটের উদ্ভাবক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ১৯০১ সালে এ পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়।

পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থনীতি। ১৯৬৮ সাল থেকে সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতিতে অবদানের কথা স্মরণ করে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু করে।

আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর দিন প্রতিবছর ডিসেম্বরের ১০ তারিখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের অর্থ তুলে দেওয়া হয়। এ সময় তাঁদের একটি সনদ ও একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। এ বছর পুরস্কারজয়ী পাবেন ১০ লাখ মার্কিন ডলার।

এ বছর পুরস্কার কারা পাচ্ছেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। বিশ্বকে আরও শান্তিপূর্ণ করতে প্রচেষ্টা চালানো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত, ইউক্রেন যুদ্ধ কিংবা সুদানে দুর্ভিক্ষ বা জলবায়ু সংকটের মধ্যে আশার ঝলক দেখানো অর্জনগুলো এ বছর নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হতে পারে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে বেছে নেওয়ার বিষয়টি নরওয়ের নোবেল কমিটির জন্য কঠিন কাজ হবে। ১১ অক্টোবর শান্তিতে নোবেলজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান ড্যান স্মিথ বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে হয়তো এ বছর কেউ শান্তি পুরস্কার পাবেন না।

ড্যান স্মিথ বলেন, বিশ্বজুড়ে ৫০টির বেশি সশস্ত্র সংঘাত চলছে। গত দুই দশকে এসব সশস্ত্র সংঘাতে প্রাণহানি নাটকীয়ভাবে বেড়েছে।

তবে শান্তি পুরস্কার প্রদান না করাকে পুরস্কার কমিটির ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হবে এবং তাই পুরস্কার না দেওয়া অসম্ভাব্য বলে মনে করা হয়। নোবেল শান্তি কমিটির সচিব ওলাভ নজোলস্টাড বলেন, 'এ বছরও শান্তি পুরস্কার দেওয়ার জন্য যোগ্য একজনকে পাওয়ার বিষয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী।' গত বছর কারাবন্দী ইরানের অধিকারকর্মী নার্গিস মোহাম্মদি শান্তিতে নোবেল পান। এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য ২৮৬ জন মনোনয়ন পেয়েছেন। তবে এ তালিকায় কাদের নাম থাকে, তা পাঁচ দশক ধরে গোপন রেখে চলেছে নোবেল কমিটি। তবে তালিকায় কারা মনোনয়ন পেয়েছেন, তারা চাইলে প্রকাশ করতে পারে। এ রকম এ বছর তালিকায় নাম রয়েছে ফিলিস্তিনে শরণার্থী নিয়ে কাজ করা জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ, ফিলিস্তিনি অধিকার সংস্থা আল-হাক, ইসরায়েলি অধিকার সংস্থা বি'টিলেসেম ও আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)।

এ ছাড়া মানুষের অস্তিত্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচার চালানো স্টপ কিলার রোবটসের নামও তালিকায় থাকতে পারে।

অলংকরণ : আরাফাত করিম

গল্প

রুপার মাদুলি

আমিনা জুররিয়া

ষষ্ঠ শ্রেণি, মানিকগঞ্জ সুরেন্দ্র কুমার সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ

বাবনপুরের শেষ মাথায় চেয়ারম্যানবাড়ি। তার পাশেই টিনের চৌচালা একটা ঘরে থাকেন রুইতনের মা। তাঁকে বলা হয় 'বালা ফিরানি'। গাঁয়ে কোনো বালামসিবত বা বিপদ এলে নাকি মন্ত্র পড়ে ফিরিয়ে দিতে পারেন তিনি। মানুষের বিপদে-আপদে দেন নানা মাদুলি। একটা সময় ছিল, তাঁর উঠানে গ্রামের মানুষের ভিড় জমে যেত। এখন এমনও দিন যায়, তাবিজের জন্য কেউ আসে না। বাবনপুরের যে পথ দিয়ে মানুষ পীরগঞ্জে যায়, সে পথে দাঁড়িয়ে রুইতনের মা দেখেন বদলে যাওয়া সময় এবং বদলে যাওয়া বিশ্বাস। সন্ধ্যার পর যে শিশু কান্নাকাটি করে মাকে বিরক্ত করে, তাকে নিয়েও মা-বাবা পীরগঞ্জে যান ডাক্তার দেখাতে।

আষাঢ়ের আজ শেষ দিন। সকাল থেকেই প্রচণ্ড গরম। দুপুরে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাতে গরম আরও বেড়েছে। জামতলায় বসে তালপাখা নাড়ছেন রুইতনের মা। কখনো চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, কখনো চোখ মেলে তাকাচ্ছেন বাবনপুরের বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠের দিকে। খেতের আল মাড়িয়ে কে যেন তাঁর বাড়ির দিকেই আসছে। খুব কাছে আসার পরও মানুষটাকে চিনতে পারলেন না।

চোখ কচলে আবার দেখলেন। তারপরও চিনতে পারলেন না। কাছে এলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি মকবুলের বিবি?'

বোরকা খুলে ঘাম মুছতে মুছতে মকবুলের বিবি, মানে মনোয়ারা বললেন, 'জি, খালা।'

রাতে খুব খারাপ একটা খোয়াব দেখেছেন মনোয়ারা। ছেলে আবু সাঈদের বাঁ হাতে বাঁধা রুপার মাদুলিটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মনোয়ারা মাদুলিটি খুঁজছেন আর খুঁজছেন। খোয়াবের মধ্যেই তিনি ঘেমেনেয়ে এক সা।

সব শুনে রুইতনের মা বলেন, 'একটা নতুন মাদুলি গড়ে দেব। কালকে বিকেলে এসে নিয়ে যেয়ো।'

আজ পয়লা শ্রাবণ। জাফরানের কালি দিয়ে তাবিজ লিখছেন রুইতনের মা। জাফরানের কালি এত লাল কেন মনে হচ্ছে আজ? চোখ কচলে আবার লিখতে শুরু করেন। দুই লাইন লিখেই ঘুমিয়ে পড়েন। বসে বসে ঘুম। তন্দ্রার মধ্যে একটা খোয়াব দেখেন। স্কুলের পোশাক পরিহিত অনেক ছেলেমেয়ে তাঁর উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে।

একটা মেয়ে এসে জাফরানের কালি দিয়ে তাবিজের পৃষ্ঠাটি পুরো লাল করে দিল। তারপর সবাই গেয়ে উঠল—

'হোক কলরব
ফুলগুলো সব
লাল হলো ক্যান?'

রুইতনের মায়ের তন্দ্রা ছুটে গেল। অবাক হয়ে দেখলেন, তাবিজের পৃষ্ঠাটি লাল। পাশে থাকা রুপার মাদুলিটিও লাল। এত লাল? রক্তের মতো লাল। জীবনে প্রথমবারের মতো প্রচণ্ড ভয় পেলেন রুইতনের মা। দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন।

বিকেলের আগেই মাদুলিটি প্রস্তুত করতে হবে। মনোয়ারা আসবেন। কিন্তু রুইতনের মায়ের মনে হচ্ছে, দরজা খুলে দেখতে পাবেন, পুরো পৃথিবীটাই লাল হয়ে গেছে।

আসরের নামাজের পর পুরো বাবনপুর কেঁপে উঠল। দৌড়ে রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন রুইতনের মা। হাতে জাফরানের কৌটা, মাদুলি ও জাফরানে রাঙানো কাগজ।

বাবনপুরের বৃদ্ধ, যুবক, শিশু সবাই পীরগঞ্জ যাচ্ছে। রমিজের বেটা স্লোগান হাঁকছে, 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর।' কেউ বলছে, 'হামার বেটাক মারলু ক্যানে?'

রুইতনের মা আরেকটি স্লোগান শোনেন, 'তুমি কে, আমি কে? আবু সাঈদ! আবু সাঈদ!'

বাবনপুরে রাস্তা, মাঠ, মেঠোপথ কাঁপতে থাকে। খালাশপীর স্কুলের দালানটি তালগাছের মতো দুলতে থাকে।

রুইতনের মায়ের হাতে থাকা রুপার মাদুলিটি প্রথম শ্রাবণের প্রতিবাদী মিছিলে হারিয়ে যায়।

আঁকা : **নুসাইবা ইনতাহা**

দ্বিতীয় শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আঁকা : **ফারিয়াত হুসেইন**

কেজি, সেন্ট মেরিস স্কুল, চট্টগ্রাম

অরিগ্যামি

কাগজ দিয়ে খরগোশ

১. গোলাপি রঙের চৌকোনা কাগজের মাঝ বরাবর ভাঁজ করে ত্রিভুজ আকার দাও।

২. নিচে প্রায় ২ সেমি ভাঁজ করো।

৩. ঠিক মাঝখানে ভাঁজ করে উভয় প্রান্ত ওপরে ওঠাও।

৪. নিচের প্রান্ত ভাঁজ করে ওপর দিকে তুলে দাও।

৫. ওলটালেই পেয়ে যাবে খরগোশের মুখ। তবে কাজ এখনো বাকি।

৬. রঙিন পেনসিল দিয়ে খরগোশের চোখ আঁকতে পারো বা কাগজ কেটেও বানিয়ে ফেলতে পারো।

৭. এবার চাইলে খরগোশের কান, গোলাপি নাক আর গোঁফও জুড়ে দিতে পারো কাগজ কেটে।

ঢাকা ব্যাংকের বন্ডের আবেদন বাতিল | ঢাকা ব্যাংকের ৪০০ কোটি টাকার বন্ডের আবেদন বাতিল করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পাঁচ ব্যাংকের কাছে

চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের দায়দেনা

হিসাব কোটি টাকায়, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত

ব্যাংক	মোট বকেয়া	মওকুফ বাদে আদায়যোগ্য	২% এককালীন জমা
সোনালী	৫,৬৮৯.৮৬	৪,২৩৬.৭৬	৯৯.০০
জনতা	১,৫৯৬.২২	১,৩৭০.৫৭	৩১.৯৪
রূপালী	১,১১৯.৮৬	১,০৩৭.৫০	১৮.১৫
অগ্রণী	৯১৭.৭২	৫৬০.৯৬	৯.৮০
কৃষি ব্যাংক	১৩.৮৮	১০.৫৮	০.১৯
মোট	৯,৩৩৮.২৪	৭,২১৪.৩৭	১৫৯.০৮

- শিল্প মন্ত্রণালয় বলেছে, বিএসএফআইসির পক্ষে এককালীন জমা ও কিস্তি দেওয়া সম্ভব নয়।
- উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক কমে চিনি বিক্রি করাতেই বিএসএফআইসির এমন দশা হয়েছে।

সরকারের কাছে দাবি

- এককালীন জমা ও কিস্তি পরিশোধ করা থেকে বিএসএফআইসি যেন ছাড় পায়।
- সুদ মওকুফ এবং আদায়যোগ্য টাকার বিপরীতে আর সুদ আরোপ না করা।
- সুদবিহীন ব্লক হিসাবে পুরো টাকা স্থানান্তর।

সূত্র : বিএসএফআইসি

বিএসইসি ঘেরাও, সামান্য বাড়ল সূচক

শেয়ারবাজার পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের শেয়ারবাজারে দরপতন ঠেকানোর দাবিতে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ঘেরাও করেছেন একদল বিনিয়োগকারী। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের পর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিএসইসির কার্যালয়ের সামনে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন। বিএসইসির সামনে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করে এসব বিনিয়োগকারী বিভিন্ন স্লোগান দেন। এ সময় তাঁরা সংস্থাটির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের পদত্যাগের দাবিতেও স্লোগান দেন।

পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে একদল বিনিয়োগকারী গত বুধবার দরপতনের প্রতিবাদে ঢাকার মতিঝিলে ডিএসইর সামনে বিক্ষোভ করেন। সেই বিক্ষোভ থেকে গতকাল বিএসইসি অভিমুখে লংমার্চ ঘোষণা করা হয়। এ কর্মসূচিতে অংশ নিতে বিনিয়োগকারীরা প্রথমে মতিঝিলে ডিএসইর পুরোনো ভবনের সামনে জড়ো হন, পরে আগারগাঁওয়ের উদ্দেশে রওনা দেন। কয়েক দিন ধরে বিক্ষুব্ধ বিনিয়োগকারীদের একটি অংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি গ্রুপ খুলে নানা কর্মসূচি ও দাবিদাওয়া নিয়ে কথা বলে আসছে। এদিকে বিক্ষোভকারীদের সংঘটিত করার নেপথ্যে একজন কারসাজিকারকের ঘনিষ্ঠ লোকজনও রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা যায়। এতে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গতকাল বিক্ষোভ চলাকালে বিএসইসির নিরাপত্তায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিক্ষোভকারীরা যাতে বিএসইসিতে প্রবেশ করতে না পারেন, সে জন্য ভেতর থেকে গেটে তালা দিয়ে রাখা হয়। বিক্ষোভ চলার সময়ই অবশ্য শেয়ারবাজার পতনের ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। ফলে দিনের শেষে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স প্রায় ৯ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়ায় ৫ হাজার ৪৬৩ পয়েন্ট। আগের দিন বুধবার এই সূচক ১৩২ পয়েন্ট বা সোয়া ২ শতাংশের বেশি কমেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় গতকালও লেনদেনের শুরুতে সূচকের পতন দেখা যায়। এরপর সূচক বাড়তে শুরু করে। এভাবে সূচকের উত্থান দিয়েই শেষ হয় লেনদেন।

সূচক বাড়লেও লেনদেনের গতি কমেছে বাজারে। গতকাল ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৩১৬ কোটি টাকা, যা আগের দিনের চেয়ে ১২৫ কোটি টাকা কম। শুধু তা-ই নয়, গত দুই মাসের ব্যবধানে এটিই ঢাকার বাজারে সর্বনিম্ন লেনদেন। এর আগে গত ৪ আগস্ট সরকার বদলের আগের দিন ডিএসইতে সর্বনিম্ন ২০৮ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল।

লেনদেন কমার কারণ সম্পর্কে বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাজারে শেয়ার কারসাজির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জোরালো পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি। কারসাজির ঘটনায় বিএসইসির রেকর্ড পরিমাণ জরিমানা করার পরদিনই বাজারে বড় ধরনের দরপতন হয়।

বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে ডিএসইর পরিচালক শাকিল রিজভী *প্রথম আলো*কে বলেন, শেয়ারবাজারে অতীতে যেসব অনিয়ম হয়েছে, তারই ফল ভোগ করতে হচ্ছে এখন বিনিয়োগকারীদের। বর্তমান কমিশন কিছু সংস্কার উদ্যোগের পাশাপাশি কারসাজিকারকদের বড় অঙ্কের জরিমানার আওতায় এনেছে। এ ছাড়া একসঙ্গে ২৮ কোম্পানিকে জেড শ্রেণিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। এসবের তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়েছে বাজারে। এতে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, এ কথা সত্য। তবে বিক্ষোভ বা আন্দোলন করে শেয়ারের দাম বাড়ানো বা কমানো যাবে না। শেয়ারবাজারের স্বচ্ছতার জন্য দরকার সুশাসন। সেটি নিশ্চিত করতে হবে কমিশনকে। তাহলে দীর্ঘমেয়াদি বাজারে সুফল মিলবে।

আটকে গেল পাঁচ ব্যাংকের পাওনা

চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

সংস্থাটির কাছে পাঁচ ব্যাংকের মোট পাওনা ৯ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা; কিন্তু এককালীন জমা হিসেবে এখন ১৫৯ কোটি টাকাও পাচ্ছে না।

ফখরুল ইসলাম, *ঢাকা*

রাষ্ট্রমালিকানাধীন পাঁচ ব্যাংক বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের (বিএসএফআইসি) কাছে ৯ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা পাওনা। এর মধ্যে মওকুফযোগ্য ২ হাজার ১২৪ কোটি, আদায়যোগ্য ৭ হাজার ২১৪ কোটি এবং স্থিতি ৭ হাজার ৯৫৪ কোটি টাকা।

বিএসএফআইসির জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল স্থিতির ২ শতাংশ অর্থাৎ ১৫৯ কোটি টাকা সংস্থাটি পাঁচ ব্যাংককে এককালীন জমা (ডাউন পেমেন্ট) দেবে। সঙ্গে ব্যাংকগুলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আরও ২৯৬ কোটি টাকা করে কিস্তি দেবে; কিন্তু শিল্প মন্ত্রণালয় গত ২৪ সেপ্টেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, বিএসএফআইসির পক্ষে এককালীন জমা ও কিস্তি, কোনোটাই পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। যে পাঁচটি ব্যাংক বিএসএফআইসির কাছে টাকা পাবে, সেগুলো হচ্ছে সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা ও কৃষি ব্যাংক।

চিঠিতে বিএসএফআইসির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ প্রজ্ঞাপন জারির দাবি জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংককে এখন এমন প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে, যাতে এককালীন জমা ও ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধ করা থেকে বিএসএফআইসি ছাড় পায়। এ ছাড়া সুদ মওকুফ করে আদায়যোগ্য টাকার বিপরীতে যেন আর কোনো সুদ আরোপ না করা হয়। সেই সঙ্গে সুদবিহীন ব্লক হিসেবে পুরো টাকা যেন স্থানান্তর করা হয়, সে দাবিও জানিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

জানতে চাইলে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান *প্রথম আলো*কে বলেন, বিএসএফআইসির মতো সংস্থাগুলো ভালোভাবে চলেনি বলেই এদের লোকসানের ইতিহাস এত বড়। প্রতি কেজি চিনি ১৬০ টাকায় উৎপাদন করে মাত্র ৬০ টাকায় বিক্রি করা অর্থনীতির কোনো সূত্রের মধ্যেই পড়ে না। সংস্থাগুলো পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন এমন সব লোক, যাঁদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো ধারণা থাকে না। বাংলাদেশ ব্যাংক এখন বিশেষ প্রজ্ঞাপন জারি করলে হয়তো সাময়িক স্বস্তি মিলবে; কিন্তু এভাবে জোড়াতালি দিয়ে সমাধানের চেষ্টা থেকে বের হয়ে স্থায়ী সমাধানের দিকে যেতে হবে।

> **“বিএসএফআইসির মতো সংস্থাগুলো ভালোভাবে চলেনি বলেই এদের লোকসানের ইতিহাস এত বড়। প্রতি কেজি চিনি ১৬০ টাকায় উৎপাদন করে মাত্র ৬০ টাকায় বিক্রি করা অর্থনীতির কোনো সূত্রের মধ্যেই পড়ে না।**
>
> **সেলিম রায়হান**, নির্বাহী পরিচালক, সানেম

> **“বিএসএফআইসির ঋণের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান শিল্প উপদেষ্টা বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। আশা করছি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শিগগিরই আমাদের অনুরোধের পক্ষে সিদ্ধান্ত আসবে।**
>
> **জাকিয়া সুলতানা**, শিল্পসচিব

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগের দিন ৪ আগস্ট অবসরে গেছেন বিএসএফআইসির চেয়ারম্যান শেখ শোয়েবুল আলম। এর আগে ৩০ মে তিনি শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানাকে একটি চিঠি দেন। এতে বলা হয়, চিনিকলগুলোর ব্যাংকঋণের সুদ মওকুফের বিষয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি মৌখিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

শিল্পসচিব ওই নির্দেশনার কথা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তৎকালীন সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহকে জানিয়েছেন। সলীম উল্লাহ তখন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সঙ্গে।

২০২৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সলীম উল্লাহর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক, পাঁচ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএসএফআইসি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হয়। বৈঠকে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বন্ড ছেড়ে আদায়যোগ্য টাকা পরিশোধ করার সুপারিশ করে।

এ বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক এক মতামতে বলেছে, সুদ মওকুফ করে আদায়যোগ্য টাকার বিপরীতে যেন আর কোনো সুদ আরোপ না করা হয় এবং সুদবিহীন ব্লক হিসেবে যেন পুরো টাকা স্থানান্তর করা হয়, সেই সুযোগ আছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন নেওয়ার দরকার নেই। ব্যাংকগুলোর পর্ষদই এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

এর তিন মাস পর গত ৫ মে পাঁচ ব্যাংককে চিঠি দেয় বিএসএফআইসি। এসব কথা শেখ শোয়েবুল আলমের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, সোনালী, জনতা ও কৃষি ব্যাংক লিখিতভাবে সংস্থাটিকে জানায় যে এককালীন জমা ও ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। একই কথা সংস্থাটিকে মৌখিকভাবে জানায় অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক।

বিএসএফআইসির সাবেক চেয়ারম্যান শেখ শোয়েবুল আলম সম্প্রতি মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘অনেক আগের ঘটনা। যত দূর মনে পড়ে, আগের প্রধানমন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশনাটি ছিল ওই সময়ের শিল্পমন্ত্রী ও শিল্পসচিবের প্রতি। এ নিয়ে অনেক চিঠি লেখালেখি হলেও কোনো কাজ হয়নি।’

তখনকার শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা এখনো একই দায়িত্বে আছেন। সম্প্রতি যোগাযোগ করা হলে তিনি *প্রথম আলো*কে জানান, মন্ত্রিসভার কোনো একটি বৈঠকের পর তাঁকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মৌখিক নির্দেশনাটি দিয়েছিলেন। তখন সে সময়ের শিল্পমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। জাকিয়া সুলতানা বলেন, কাহিনি অন্য জায়গায়। উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক কমে চিনি বিক্রি করতে হয় বলেই বিএসএফআইসির এমন দশা হয়েছে। এটা একটি নীতি-সমস্যা। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ প্রজ্ঞাপন জারি করলেই সংস্থাটির আপাতমুক্তি মিলবে।

শিল্পসচিব আরও বলেন, ‘বিএসএফআইসির ঋণের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান শিল্প উপদেষ্টা (আদিলুর রহমান খান) বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। আশা করছি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শিগগিরই আমাদের অনুরোধের পক্ষে সিদ্ধান্ত আসবে।’

বিদেশি উড়োজাহাজ কোম্পানির গ্যারান্টি সেবা শিথিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশে যেসব বিদেশি উড়োজাহাজ ও শিপিং কোম্পানির সেবা চালু আছে, তাদের অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার নিয়ম শিথিল করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব কোম্পানিকে তাদের বিক্রি করা টিকিটের জন্য দেশীয় এজেন্টরা ব্যাংক গ্যারান্টি বা অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, যাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনুমোদন দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক এখন জানিয়েছে, ব্যাংকগুলো নিজেই প্রক্রিয়া মেনে এ সেবা দিতে পারবে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন প্রয়োজন হবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রজ্ঞাপনে এ কথা জানানো হয়েছে। ফলে নিয়ম মেনে এখন থেকে সহজেই অর্থ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি বা গ্যারান্টি পাবে দেশে কর্মরত বিদেশি উড়োজাহাজ ও শিপিং কোম্পানিগুলো।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনকারী শাখাগুলো উড়োজাহাজ/শিপিং কোম্পানির এজেন্টদের পক্ষে উড়োজাহাজ/শিপিং কোম্পানিকে গ্যারান্টি দিতে পারবে। এ জন্য বেশ কিছু নিয়ম মানতে হবে। ঋণ ও ঋণসুবিধা দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের যেসব নিয়ম রয়েছে, তা অবশ্যই মানতে হবে। একক ঋণগ্রহীতা সীমা, ঋণ নীতিমালা মেনে চলতে হবে। যে পরিমাণ গ্যারান্টি-সুবিধা দেওয়া হবে, তার বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত থাকতে হবে। এই সীমা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন সময়ে এই নিয়ম শিথিল করেছে, যখন বিদেশি কয়েকটি উড়োজাহাজ কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে তাদের টিকিট বিক্রির অর্থ নিতে পারছে না। ডলার-সংকটের কারণে অনেক দিন ধরেই তাদের অর্থ দেশে আটকে আছে। গত জুনে বিশ্বের বিমান পরিবহন কোম্পানিগুলোর সমিতি ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইএটিএ) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, বিদেশি এয়ারলাইনগুলোর ৩২ কোটি ডলার অর্থ বাংলাদেশে আটকে আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে ২৮টি বিদেশি উড়োজাহাজ কোম্পানি ফ্লাইট পরিচালনা করছে।

ব্যাংক খাতে আগের মতো যেন ত্রুটিবিচ্যুতি না হয়

বিএবিকে অর্থ উপদেষ্টা

বিএবির চেয়ারম্যান আবদুল হাই সরকার বলেন, ব্যাংকের মূল শক্তি আমানতকারী। যদি তাঁরা টাকা না রাখেন, তাহলে ব্যাংক শেষ।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংক খাতে আগের মতো ত্রুটি-বিচ্যুতি যেন না হয়, বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যানদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের (বিএবি) প্রতি এমন নির্দেশনা দিয়েছেন অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। সচিবালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সালেহউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বৈঠক করে বিএবি। সংগঠনটির চেয়ারম্যান আবদুল হাই সরকার এতে নেতৃত্ব দেন।

বৈঠক শেষে অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘ব্যাংক খাতের সমস্যা, সম্ভাবনা ও সংস্কার নিয়ে তাঁরা কথা বলেছেন। ব্যাংকে তারল্যসংকট আছে। আমি বলেছি বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করব। তাঁদের দাবি ছিল সংস্কারকাজে তাঁদের মতামতের প্রতিফলন যেন থাকে। আমি বলেছি তা থাকবে।’

সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘আমি তাঁদের বলেছি যথাযথভাবে এবং যাচাই-বাছাই করে ঋণ দিতে হবে। আগের মতো যেন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয়। আর ক্ষুদ্র অনেকে ঋণ পায় না। এটা যেন না হয়।’

এর আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাদা কথা বলেন বিএবির চেয়ারম্যান আবদুল হাই সরকার। তিনি বলেন, ‘অনেকেই ৫ থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছেন। পলাতকদের কোনো অধিকার নেই আদালতে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠানোর। এ সুযোগ তাঁদের দেওয়া উচিত নয়। এভাবে মামলায় লড়ার চর্চা বন্ধ করা উচিত। আদালতে তাঁদের সরাসরি আসতে হবে। তাঁরা কানাডা বসে থেকে দেশে মামলায় লড়ার সুযোগ যেন না পান। এটা করতে হলে তাঁরা দেশে এসে করুন। সরকারের উচিত সেই ব্যবস্থা করা।’ অর্থ উপদেষ্টার কাছে প্রস্তাবটি দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

এস আলম গ্রুপ সম্পর্কে আবদুল হাই সরকার বলেন, উনি ব্যাংক করতে আসেননি, এসেছিলেন অন্য কিছু করতে। করে চলেও গেছেন। তাঁর অন্যায় আবদার মানতে গিয়েই সব শেষ হয়েছে। বিদায়ী সরকারের মনোভাব ছিল অনেকটা এ রকম : ‘এস আলম যা করতে চায়, করতে দাও।’

বিএবির চেয়ারম্যান বলেন, বর্তমান অর্থ উপদেষ্টা যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন, তখন ব্যাংকগুলো সুন্দর চলেছে। এরপর সরকারের পক্ষ থেকে যখন নানা ধরনের অন্যায় আদেশ করা শুরু হয়, সেগুলো মানতে গিয়েই ব্যাংকগুলো সমস্যায় পড়ে। তিনি বলেন, একটি ব্যাংক যখন সমস্যায় পড়ে যায়, তখন আমানতকারীরা সেই ব্যাংকে টাকা রাখতে চান না। তাঁরা মনে করেন, এ ব্যাংকে টাকা রাখলে নষ্ট হবে। এই যে মানুষের বিশ্বাস, এটাকক ঠিক করতে সময় লাগবে। তবে বর্তমান সরকার যেভাবে সহায়তা দিচ্ছে এবং সুন্দর নীতি-পদক্ষেপ নিচ্ছে, তাতে শিগগিরই সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

আবদুল হাই সরকার বলেন, ‘ব্যাংকের মূল শক্তি আমানতকারী। যদি তাঁরা টাকা না রাখেন, তাহলে ব্যাংক শেষ। তাহলে তো ঋণও দেওয়া যাবে না। ব্যাংক তাহলে বাঁচবে কীভাবে? আমরা পরিচালনা পর্ষদে বসতে পারি। কিন্তু আমাদের আর কত টাকা আছে!’

এভাবে ব্যাংক টেকানো যাবে কি না জানতে চাইলে বিএবির চেয়ারম্যান বলেন, ‘প্রতিটি জিনিসেরই সমাধান আছে। ওই সমাধানটাই বের করার চেষ্টা করছি। আমরা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছি, যাতে সমস্যায় থাকা ব্যাংকগুলোকে সাহায্য করতে পারি। তবে এখন ভালো নীতি-পদক্ষেপ পাব। ব্যাংক খাতের ভালোর জন্য আমরা যেভাবে অনুরোধ করছি, সরকার তাতে সহযোগিতা করছে।’

ভারত রপ্তানি শিথিল করলেও পেঁয়াজের দাম কমেছে সামান্য

বরুন রায়, *বেড়া, পাবনা*

ভারত পেঁয়াজ রপ্তানিতে শর্ত শিথিল ও শুল্ক কমানোর পর ১৯ দিন পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এত দিনেও দেশের অন্যতম পেঁয়াজ উৎপাদনকারী এলাকা পাবনার সুজানগর ও সাঁথিয়া উপজেলায় পেঁয়াজের দাম অল্পই কমেছে। এ দুই উপজেলায় দেশি পেঁয়াজের দাম কেজিতে পাঁচ-ছয় টাকা কমেছে।

এদিকে চলতি অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে দুই উপজেলায় আগাম বা মুড়িকাটা জাতের পেঁয়াজের আবাদ শুরু হতে যাচ্ছে। পেঁয়াজ ব্যবসায়ী ও কৃষকেরা বলছেন, বাজারে আগাম পেঁয়াজ না ওঠা পর্যন্ত দাম কমার তেমন আশা নেই। নতুন পেঁয়াজ উঠতে অন্তত তিন মাস সময় লাগবে।

স্থানীয় কৃষি কার্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী (গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত), পাবনার সাঁথিয়া ও সুজানগর উপজেলার কৃষকদের ঘরে ৭৯ হাজার ৯০০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ মজুত আছে। এর মধ্যে সুজানগরে ৩২ হাজার ৫০০ ও সাঁথিয়ায় ৪৭ হাজার ৪০০ মেট্রিক টন রয়েছে।

কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, দেশে সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজ উৎপাদন হয় সুজানগর উপজেলায়। এর পরেই সাঁথিয়া উপজেলার অবস্থান। সুজানগরে এবার ১৭ হাজার ৭১০ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের আবাদ হয়। তাতে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে ২ লাখ ৯৮ হাজার ৫৫০ টন। অন্যদিকে সাঁথিয়া উপজেলায় ১৬ হাজার ৬২০ হেক্টর জমিতে উৎপাদন হয় ২ লাখ ১৬ হাজার টন।

ভারত পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ ও শর্ত গত ১৩ সেপ্টেম্বর তুলে নেয়। প্রতি টন পেঁয়াজ রপ্তানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫৫০ ডলার মূল্যের যে শর্ত ছিল, তা প্রত্যাহার করা হয়। পাশাপাশি কমানো হয় রপ্তানি শুল্ক। প্রতিবেশী দেশটির এমন ঘোষণায় ধারণা করা হয়েছিল, দেশে পেঁয়াজের দাম ব্যাপকভাবে কমবে। কিন্তু গত ১৯ দিনে দেশি পেঁয়াজের দাম কেজিতে পাঁচ-ছয় টাকা কমেছে।

সুজানগর ও সাঁথিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাফিউল ইসলাম ও সঞ্জীব কুমার গোস্বামী জানান, ভারতীয় পেঁয়াজের চেয়ে সব সময়ই দেশি পেঁয়াজের দাম বেশি থাকে। এবার বাজারে পেঁয়াজের দাম বেশি থাকায় কৃষকেরা লাভবান হয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সাঁথিয়ার করমজা চতুরহাট ও বোয়ালমারী এবং সুজানগরের চিনাখড়া হাটে গিয়ে দেখা জানা যায়, স্বাভাবিকের তুলনায় দেশি পেঁয়াজ কম উঠছে। প্রতি মণ দেশি পেঁয়াজ ৩ হাজার ৮০০ থেকে ৪ হাজার ১০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে। ভারত থেকে আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৭৫ থেকে ৮০ টাকা কেজি দরে। আড়তদার ও ব্যবসায়ীরা বলেন, কৃষকের ঘরে পেঁয়াজ কমে এসেছে। সে জন্য দাম সেভাবে কমছে না।

আলাপকালে দুই উপজেলার কয়েকজন কৃষক *প্রথম আলো*কে জানান, তাঁরা ইতিমধ্যে মুড়িকাটা বা আগাম জাতের পেঁয়াজ চাষের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়েই উঁচু জমিগুলোয় পেঁয়াজের আবাদ শুরু হবে।

বাঁশের বাজার সাতসকালে বাঁশের বাজার বসেছে। আকারভেদে একেকটি বাঁশ পাইকারিতে ৫০ থেকে ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সম্প্রতি লালমনিরহাট শহরের রেলওয়ে ঈদগাহ মাঠে। ছবি : মঈনুল ইসলাম

ঘরে বসে ই-রিটার্ন জমা ৫০ হাজার ছাড়াল

আয়কর

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঘরে বসে অনলাইনে রিটার্ন দেওয়া করদাতার সংখ্যা গতকাল বৃহস্পতিবার ৫০ হাজারের মাইলফলক ছাড়িয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

চলতি ২০২৪-২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল ও কর পরিপালন সহজীকরণের লক্ষ্যে গত ৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা চালু করে। ২৩ দিনের মাথায় ই-রিটার্ন জমা দেওয়া করদাতার সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়াল। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে।

অনলাইনে রিটার্ন জমার ঠিকানা হলো www.etaxnbr.gov.bd। এ-সংক্রান্ত কল সেন্টার প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চালু আছে। কল সেন্টারের নম্বর ০৯৬৪৩৭১৭১৭১। আগামী অর্থবছরের প্রথম দিন ১ জুলাই থেকে সব করদাতা অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে পারবেন।

অনলাইনে রিটার্ন তৈরি ও জমা দেওয়া যাবে। আবার এই সিস্টেম থেকে করদাতারা ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কর পরিশোধ করতে পারবেন। এ ছাড়া দাখিল করা রিটার্নের কপি, প্রাপ্তি স্বীকারপত্র, আয়কর সনদ, কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যাবে।

তিন সপ্তাহ আগে অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়ার বিষয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের এনবিআর ভবনে আয়কর বিভাগ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ আশা প্রকাশ করেন, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ১০ লাখ করদাতা অনলাইনে আয়কর নথি বা রিটার্ন জমা দেবেন। সেদিন তিনি আরও বলেন, কর কর্মকর্তাদের চেহারা না দেখলে করদাতারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এ ছাড়া অনলাইনে রিটার্ন দেওয়া হলে হয়রানি বন্ধ হয়।

৫১ কোটি টাকা খরচ করে ২০১৬ সালে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। এটি চার বছর চালু থাকে, অর্থাৎ ২০১৯ সাল পর্যন্ত চলে। ওই চার বছরের প্রতিবছর পাঁচ-ছয় হাজার করদাতা বার্ষিক রিটার্ন জমা দিতেন। ২০১৯ সালের পর ওই সিস্টেম বন্ধ করে দেয় এনবিআর। পরে ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে এনবিআরের আয়কর বিভাগের একটি বিশেষ দল মাত্র দুই কোটি টাকা খরচ করে নতুন অনলাইন ব্যবস্থা চালু করে। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দুই লাখের বেশি করদাতা অনলাইনে রিটার্ন জমা দিয়েছিলেন।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে কর-জিডিপির অনুপাত সবচেয়ে কম। এখনো তা ১০ শতাংশের নিচে। এই হার প্রতিবেশী দেশ নেপালের চেয়েও অর্ধেক কম। এমনকি যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান বা পাকিস্তানও এদিক থেকে বাংলাদেশের চেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে। এ ছাড়া এ দেশে সামগ্রিক রাজস্ব আদায়ে প্রত্যক্ষ করের চেয়ে পরোক্ষ করের অনুপাত বেশি।

তৈরি পোশাকশিল্প

বিক্ষোভ থামাতে শ্রমিকদের বোঝাবেন শ্রমিকনেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এক মাসের বেশি সময় ধরে গাজীপুর ও সাভারের আশুলিয়ায় শ্রমিক বিক্ষোভ চলছে। শ্রমিকদের ১৮ দফা মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পরও পরিস্থিতি শান্ত হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিকেরা যেন কোনো গুজবে কান না দেন, সে জন্য তাঁদের বোঝাতে একমত হয়েছেন ২০টি শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

রাজধানীর গলফ ক্লাবে গতকাল বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অনুরোধে শ্রমিকনেতারা শ্রমিকদের বোঝাতে একমত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নবম পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) ও এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মো. মঈন খান।

সভায় উপস্থিত একাধিক শ্রমিকনেতা বিষয়টি নিশ্চিত করেন। জানা যায়, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা শ্রমিকদের কোনো ধরনের উসকানি না দিতে শ্রমিকনেতাদের বলেছেন। এ ছাড়া কোনো ধরনের গুজবে যেন শ্রমিকেরা কান না দেন, সে জন্য তাঁদের বোঝাতে শ্রমিকনেতাদের অনুরোধ করা হয়। সেই সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে সেটি লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়েছে শ্রমিকনেতাদের। অন্যদিকে শ্রমিকনেতারা আপাতত কারখানা থেকে শ্রমিক ছাঁটাই না করার পাশাপাশি সাময়িক নিয়োগ বন্ধ লেখা সাইনবোর্ড কারখানার ফটকে লাগানোর উদ্যোগ নিতে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের জানান।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মন্টু ঘোষ, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, বাংলাদেশ পোশাকশিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি তৌহিদুর রহমান, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আকতার, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার প্রমুখ।

দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা সভা শেষে ২০ শ্রমিক সংগঠনের নেতারা এক যৌথ বিবৃতি দেন। এতে বলা হয়, শ্রমিকদের ১৮ দফা মেনে নেওয়ার পরও আশুলিয়ার শিল্পাঞ্চলের কয়েকটি পোশাক কারখানায় গুজব ছড়ানো হচ্ছে। যৌথ বাহিনী ইতিমধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরিসহ পাওনা আদায়ে কয়েকজন মালিককে আটক করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশের অর্থনীতির প্রাণ পোশাকশিল্পকে গুজব থেকে বাঁচানোর আহ্বান জানান এই শ্রমিকনেতারা।

পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, সাভারের আশুলিয়ায় গতকাল বৃহস্পতিবার ১৩ (১) ধারায় ২৩টি তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ ছিল। কাজ হয়নি ৭টি কারখানায়। এ ছাড়া গাজীপুরের ৪টি কারখানা বন্ধ রয়েছে।

করপোরেট সংবাদ

ব্র্যাক ব্যাংকের কর্মীদের জন্য মেটলাইফের বিমা সুরক্ষা

কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিমা সুরক্ষার আওতায় আনতে ব্র্যাক ব্যাংক সম্প্রতি মেটলাইফের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সেলিম আর এফ হোসেন; মেটলাইফ বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা আলা আহমদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এই চুক্তির আওতায় ব্র্যাক ব্যাংকের কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিমা কাভারেজ দেবে মেটলাইফ। **বিজ্ঞপ্তি**

ইস্পাহানি চতুর্থ বাংলাদেশ ওপেন স্কোয়াশ ২০২৪ উদ্বোধন

ইস্পাহানির পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানীর আর্মি স্কোয়াশ ও টেনিস কমপ্লেক্সে সম্প্রতি ইস্পাহানি চতুর্থ বাংলাদেশ ওপেন স্কোয়াশ ২০২৪ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশন আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইস্পাহানি গ্রুপের পরিচালক ইমাদ ইস্পাহানি, মহাব্যবস্থাপক ওমর হান্নান, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জি এম কামরুল ইসলামসহ দেশি-বিদেশি স্কোয়াশ খেলোয়াড়েরা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্সের ৩০% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন

ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ২০২৩ সালের শেয়ারধারীদের জন্য ৩০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদিত হয়েছে। সম্প্রতি কোম্পানির চেয়ারম্যান হাফিজ আহমেদ মজুমদারের সভাপতিত্বে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত এ সভায় স্বতন্ত্র পরিচালক ফিদা এম কামালসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া পর্যবেক্ষক হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. আজিমুদ্দীন বিশ্বাস সভায় উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

লেবাননে ইসরায়েলের স্থল আক্রমণ, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা—বিপদ বাড়ছে সর্পিলাকারে। সামরিক নয়, কূটনৈতিক সমাধান প্রয়োজন

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত নিয়ে *দ্য গার্ডিয়ান*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

দুর্গাপূজার নিরাপত্তা

সতর্ক থাকতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে

অন্তর্বর্তী সরকার আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (ভিডিপি) সদস্যদের টহল জোরদার এবং গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বলে মনে করি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবার মাঠ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য একগুচ্ছ নির্দেশনা জারি করেছে, যাতে আসন্ন দুর্গাপূজায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা জানানো হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক-২ শাখা থেকে প্রচারিত এক অফিস স্মারকে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধে পূর্বপ্রস্তুতি রাখা ও অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্‌যাপন কমিটিগুলোকে পূজামণ্ডপে সার্বক্ষণিক পাহারার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও পাহারাদার (পালাক্রমে দিনে অন্তত তিনজন এবং রাতে চারজন) নিয়োগ, প্রতিটি পূজামণ্ডপে সার্বক্ষণিক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পূজা উদ্‌যাপন উপলক্ষে পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ সদস্য, বিজিবি, আনসার-ভিডিপি, র‍্যাব এবং অন্যান্য বাহিনীর সদস্য মোতায়েন নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে এতে।

পূজায় হিন্দুধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা বিধানে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ছাত্র-জনতাকে অন্তর্ভুক্ত করে মনিটরিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তটিও ভালো। এর মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে নিরাপত্তার কাজে যুক্ত করা যাবে। তবে উদ্বেগের বিষয় হলো সরকারের সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের মধ্যে অনেক সময়ই ফারাক থেকে যায়। বিশেষ করে বাস্তবায়নের দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত থাকে, তাঁদের কারও কারও মধ্যে আন্তরিকতার ঘাটতি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আশা প্রকাশ করেছেন যে এবারের দুর্গোৎসব হবে সবচেয়ে ভালো ও নির্বিঘ্ন পরিবেশে। সনাতন ধর্মের মানুষসহ সর্বস্তরের জনগণেরও প্রত্যাশা তা-ই। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনের পাশাপাশি শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠনের নেতা-কর্মীদেরও সক্রিয় সহযোগিতা জরুরি।

৫ আগস্টের পর যখন বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছিল, তখন সক্রিয় রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা তাঁদের সুরক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন। এটা অবশ্যই ইতিবাচক দিক। ভবিষ্যতে আমাদের এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে বাড়তি নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে না। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষায় বাংলাদেশের মানুষ একটি পরিবারের সদস্য হিসেবেই থাকতে চায়।

শারদীয় দুর্গোৎসব হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। এই উৎসব যাতে নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়, সে বিষয়ে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে কেউ যাতে অপতথ্য ছড়িয়ে সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে না পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

অতীতে এ রকম অপতথ্য ছড়িয়ে নানা অঘটন ঘটানো হয়েছে। ২০২২ সালে দুর্গাপূজার সময় কুমিল্লায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও সহিংসতা ঘটানো ঘটেছিল। যাঁরা এই অপরাধ ঘটিয়েছিলেন, আজও তাঁদের বিচারের আওতায় আনা যায়নি। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এটাই প্রথম শারদীয় দুর্গোৎসব। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ বিষয়ে অধিকতর সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। বাংলাদেশ যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ, সেটা শুধু কথায় নয়, কাজেও প্রমাণ করতে হবে।

অবৈধ পাখি-বাণিজ্য

নজরদারি বাড়ান, ব্যবস্থা নিন

মানুষ নিজে স্বাধীন থাকার ব্যাপারে যতটা গুরুত্ব দেয়, পশুপাখির ক্ষেত্রে ততটা নয়। বরং পশুপাখি নিয়ে মানুষের একটি প্রবণতা হলো সেগুলোকে পোষ মানাতে চাওয়া। সে জন্য বিশ্বব্যাপী পোষা পশুপাখির বাজারও রমরমা। সেই বাণিজ্যকে ঘিরে আছে নানা অনিয়ম বা অবৈধ কার্যক্রম, যা এ দেশেও আমরা দেখে থাকি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশুপাখি পোষার প্রবণতা বেড়েছে। অনেকে মনে করেন, নগরকেন্দ্রিক নানা বাস্তবতা ও যান্ত্রিক জীবনযাপনের কারণে এমনটি ঘটছে। যার কারণে আমরা দেখি, গত তিন-চার বছরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেশি-বিদেশি পাখি কেনাবেচা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। অবৈধভাবে বিমানবন্দর দিয়ে আসছে নানা ধরনের বিদেশি পাখি, যা আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বলিভিয়ার ম্যাকাও, দক্ষিণ আফ্রিকার সারস, নিউজিল্যান্ডের কাকাতুয়া, আর্জেন্টিনার ট্যুকান, ব্রাজিলের ইমু—কী নেই সেখানে। বিশেষ কায়দায় ছোট বাক্সে এসব পাখি নিয়ে আসা হয়।

একেবারে বুনো পরিবেশ থেকে ধরে আনা পাখিও বাংলাদেশের পোষা পাখির বাজারে ঢুকছে। বাংলাদেশে বন বিভাগের ২০২২ সালের অভিযানে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ধরা পড়া মালি থেকে আনা ২৭টি হুতুম প্যাঁচা আর ইগল সে রকমই একটি উদাহরণ। অবৈধ পাখি-বাণিজ্য বিস্তার লাভ করায় বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে বাংলাদেশের সদস্যপদ স্থগিত করা হয়েছে গত জুলাই মাসে। এটি অবশ্যই দুঃখজনক।

সাইটিস (কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন ইনডেঞ্জারড স্পিসিস অব ওয়াইল্ড ফাউনা অ্যান্ড ফ্লোরা) হচ্ছে সেই আন্তর্জাতিক চুক্তি। সাইটিস প্রথমে ২০২৩ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশকে এ বিষয়ে সতর্ক করে চিঠি দেয়। 'পোষা পাখি পালনের নীতিমালা ২০২০' আধুনিকায়নসহ চারটি প্রধান বিষয়ে সুপারিশ করে। এর মধ্যে আরও ছিল পোষা প্রাণী-বাণিজ্যে নজরদারি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল তথ্যভান্ডার তৈরি করা। এ বাজার নিয়ে গবেষণা ও সমীক্ষা করার আরজি ছিল। অথচ এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত মাত্র দুটি আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ পোষা পাখিপালকদের বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণ, পোষা পাখিদের চিহ্নিতকরণ রিং পরানো, ব্যক্তিমালিকানাধীন পোষা পাখির সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাঁটাবন পোষা প্রাণীর বাজারে অবৈধ কার্যক্রম রোধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিছু পাখি খামারের লাইসেন্স বাতিল করেছে। এগুলো নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এখানে আরও কিছু করার আছে। সাইটিসের শর্ত পূরণে এখনো যথেষ্ট ঘাটতি থেকে গেছে। অবৈধ পাখি-বাণিজ্য রোধে নজরদারি বাড়াতে হবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে কারা এ বাণিজ্য করছে, বিমানবন্দরসহ নানা জায়গায় যে চক্র আছে, শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

চিঠিপত্র

অধিকার চাই

বাংলাদেশের আটটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম একটি রংপুর বিভাগ। একটা বিভাগ কতটা অবহেলার শিকার হলে তার সিটি করপোরেশনের বাজেট শূন্য হয়? একটা অধ্যাপকের মাসিক বেতন যেখানে লাখের ওপরে, সেখানে গোটা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন বাজেট এক লাখ টাকা! এই আকাশসম বৈষম্য শুধু এ বছরের বাজেটে নয়, প্রতিবছর ধরেই চলে আসছে। এটা যেন একটা সংস্কৃতিই হয়ে গেছে যে 'উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন বাজেট দরকার নেই'! চার থেকে পাঁচ ঘণ্টার রেল যাতায়াত করতে হয় ৯ থেকে ১১ ঘণ্টায়। কেন কুড়িগ্রাম রংপুরের মানুষ ঢাকা যাওয়ার পথে পাবনা হয়ে যাবে, এ কথা আজও অজানা। এগুলো সমাধানের কথা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করে না কর্তৃপক্ষ। তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সময় নিচ্ছে বছরের পর বছর।

এদিকে সাবাড় হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার বিঘা আবাদি জমি। তিস্তা, ধরলা ও ব্রহ্মপুত্রের ক্ষতির পরিমাণ দিয়ে পাঁচ বছর পরপর একটা করে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যাবে! এ অঞ্চলের পানিবণ্টন চুক্তি নিয়ে সরকারের বিশেষ কোনো মাথাব্যথা নেই। কুড়িগ্রামে ছোট নদীগুলোও বড় ক্ষতিসাধন করলেও তীর রক্ষায় বাঁধ হয়নি কোথাও। প্রতিবছরই বন্যা হবে জেনেও জেলা প্রশাসন থেকে নেই কোনো ব্যবস্থা।

উত্তরবঙ্গের মানুষ এবং এই অঞ্চলের আর্থসামাজিক ও অবকাঠামো উন্নয়নের প্রতি এতটা অবহেলা কেন? এই অবহেলার শেষ কোথায়? ত্রাণ নয়, আমরা বাঁচার অধিকার চাই। উত্তরবঙ্গের দুর্গতি নিরসনে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. ফজলুল হক
শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

অন্তর্বর্তী সরকার

সরকারে 'রাজনৈতিক মন' কাজ করছে কি

এ কে এম জাকারিয়া

এই সরকার প্রচলিত অর্থে 'রাজনৈতিক' সরকার নয়। কিন্তু রাজনৈতিক ওলট-পালটই এই সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান বা সরকারের পতন—এগুলো সবই রাজনৈতিক অ্যাক্ট।

আবার দায়িত্ব নেওয়ার পর মূলত রাজনৈতিক বিষয়গুলোকেই সামাল দিতে হচ্ছে সরকারকে। পতিত শক্তির ফিরে আসার ষড়যন্ত্র ঠেকানো, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উঠে আসা বিভিন্ন গণ-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, ভিন্নমত ও পথের স্বৈরাচারবিরোধী রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় শক্তি ও গোষ্ঠীগুলোকে আস্থায় রাখা এবং রাজনৈতিক নানা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া—সবই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। এত সব 'রাজনৈতিক' দায়িত্ব পালনই সম্ভবত 'অরাজনৈতিক' অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

তবে এই অন্তর্বর্তী সরকারের রাজনৈতিক শক্তির জায়গাটিও অনেক বড়। ছাত্র-জনতার সফল অভ্যুত্থান একটি স্বৈরাচারী সরকারকে হটিয়ে এই সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সেই অর্থে এটা জনগণের ইচ্ছার সরকার। দেশের সব রাজনৈতিক দল জন-ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে এই সরকারের প্রতি তাদের আস্থা ও সমর্থন জানিয়েছে।

আন্তর্জাতিকভাবেও এই সরকার এরই মধ্যে তার পক্ষে সব ধরনের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিয়ে সরকারপ্রধান ড. ইউনূস তাঁর সরকারের প্রতি বিশ্বসম্প্রদায়ের অবস্থান কী, তা অনেকটাই পরিষ্কার করতে পেরেছেন। অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতারও ভালো প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। এগুলো সবই সরকারের শক্ত ভিত্তিকে নির্দেশ করে। যে ভারত বাংলাদেশের পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারেনি, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তারাও সামনে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে হাঁটবে।

১৫ বছর ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা একটি স্বৈরাচারী সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিদায় করার পথটি ছিল ভয়াবহ ও রক্তাক্ত। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর দেশে কার্যত তিন দিন কোনো সরকার ছিল না। গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশজুড়ে। দেশে পুলিশ বলে কিছু ছিল না। অন্যদিকে প্রশাসনজুড়ে আছেন পতিত সরকারের অনুগ্রহ পাওয়া দলীয় ক্যাডারের মতো কর্মকর্তারা। দেশের এমনই এক পরিস্থিতিতে এই সরকারকে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। কঠিন সময়ে কঠিন কাজের দায় নিয়ে তারা ক্ষমতায় বসেছে।

জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিয়ে ড. ইউনূস তাঁর সরকারের প্রতি বিশ্বসম্প্রদায়ের অবস্থান কী, তা অনেকটাই পরিষ্কার করতে পেরেছেন। ছবি : হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

সরকার গঠনের পর সেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পুরো শক্তিতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। এই সুযোগে বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলে মাঠে নামে এবং সেই তৎপরতা এখনো চলছে। ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটিয়েছে। নানা পথ ও মতের এই ছাত্র-জনতা, তাদের রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলোর নিজ নিজ চাওয়া-পাওয়া ও আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এই চাওয়ার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অনেক বৈপরীত্য আছে। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া বা ভারসাম্য রক্ষার কাজটি সহজ নয়।

আগেই বলেছি, কঠিন কাজ ও কঠিন দায় নিয়ে সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। এ জন্য সরকারের একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ অবস্থান দরকার। সেখানেই কিছু ক্ষেত্রে সরকারকে এখনো দুর্বল ও এলোমেলো মনে হচ্ছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও সমন্বয়হীনতা চোখে পড়ছে। এই সুযোগে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে ও ঘটছে, যা নিয়ে জনগণের মধ্যে উদ্বেগ ও অস্বস্তি বাড়ছে।

জন-ইচ্ছার সরকারের জনগণের শক্তির ওপর ভর করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের যে শক্ত অবস্থান নেওয়া দরকার, সেখানে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু ক্ষেত্রে পিছিয়ে আসার ঘটনা ঘটেছে, যা সরকারের দুর্বলতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর বিপদ হচ্ছে সাধারণভাবে যদি এই ধারণা জন্ম নেয় যে সরকার দুর্বল বা ভয় পায়, তাহলে স্বার্থান্বেষীরা সেই সুযোগ নেওয়ার জন্য মাঠে নেমে পড়বে।

গণ-অভ্যুত্থানের পর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে অনেক কিছু সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার পরও অনেক ক্ষেত্রে সরকার শক্ত অবস্থান নিতে পারছে না। বলা যায়, সরকার তার দুর্বলতার প্রথম প্রকাশ ঘটিয়েছে এইচএসসির বাকি পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। কিছু শিক্ষার্থী সচিবালয়ে ঢুকে পরীক্ষা বাতিলের জন্য চাপ দিলে তাৎক্ষণিকভাবেই পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়। একই ঘটনা ঘটেছে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন-পরিমার্জনের জন্য গঠিত কমিটির ক্ষেত্রে। কোনো একটি মহল থেকে দুজন সদস্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠল আর পুরো কমিটিই বাতিল করে দেওয়া হলো! এসব ঘটনা সরকারের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে।

কোনো দাবি বা চাপ মোকাবিলায় যে কৌশল নিতে হয়, চাপের মুখে কোনো অন্যায্য দাবি যে মেনে নেওয়া যায় না বা এর পরিণতি কী হতে পারে, সেই বিবেচনাবোধ অনেক ক্ষেত্রে কাজ করছে না। সেদিন দেখলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি (২০১৯-২০) পরীক্ষা না নিয়ে অটো পাসের দাবিতে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য অফিস ঘেরাও করেছেন।

মাজার, দরগা ও খানকায় হামলার ঘটনা ঘটেই চলেছে। সরকার এগুলো ঠেকাতে পারছে না। বিষয়টিকে শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সক্ষমতার অভাব হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এখানে সরকার তার জোরালো রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করতে পারছে না। সেই সুযোগে একটি মহল এই অপকর্ম করেই যাচ্ছে।

সরকারের উপদেষ্টারা নানা বিষয়ে কথা বলেন। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একই বিষয়ে একজনের কথার স্পিরিটের সঙ্গে অন্যজনের মিল নেই। বোঝা যায়, সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার না থাকায় উপদেষ্টারা নিজেদের অবস্থান থেকে কথা বলেন। অন্যদিকে হুটহাট সিদ্ধান্ত নেওয়া বা পরে তা বাতিল করে দেওয়ার যে ঘটনাগুলো ঘটছে, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক; এগুলো কি সরকারের সামগ্রিক নীতিগত সিদ্ধান্তে হচ্ছে, নাকি উপদেষ্টারা নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেন?

এই সরকারের কাছে জনগণের চাওয়া অনেক। কিছু চাওয়া স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। তারা আর আগের রাজনীতিতে ফিরে যেতে চায় না। কোনো সরকার যেন ভবিষ্যতে ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠতে না পারে, সেই নিশ্চয়তা চায়। তারা ভোট দিতে চায়, ভোট ডাকাতি বা কারচুপি দেখতে চায় না। রাজনীতির নামে দুর্নীতি, লুটপাট ও সম্পদ পাচার দেখতে চায় না, সুশাসন চায়; দলীয় ক্যাডারদের প্রশাসন দেখতে চায় না। ন্যায়বিচার পেতে চায়, বিচার বিভাগে রাজনীতিকীকরণ দেখতে চায় না। তারা চায় বর্তমান সরকার এ জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করুক। সরকার সেই উদ্যোগ এরই মধ্যে নিয়েছে।

একটি দলীয় সরকারের চেয়েও বেশি রাজনৈতিক কাজ এই অন্তর্বর্তী সরকারকে করতে হচ্ছে। এসব রাজনৈতিক কাজ বাস্তবায়নে সরকারে 'পলিটিক্যাল মাইন্ড' বা 'রাজনৈতিক মন'-এর ঘাটতি টের পাওয়া যাচ্ছে। এখন যে সমস্যাগুলো সরকার সামাল দিতে পারছে না, 'রাজনৈতিক মন' দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে হয়তো সেই কাজ সহজ হতো। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা, আগ-পিছ ও সম্ভাব্য ফলাফল বিবেচনার কাজটি ভালোভাবে করা যেত। সরকারকে কোনো অবস্থান নিতে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হতো না, সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাতিল করতে হতো না।

দৈনন্দিন সরকার পরিচালনার বাইরে জন-ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক সংস্কারের কাজ এই সরকারকে করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এই কাজ সারতে হবে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে। অথচ এই সরকারের আকার রাজনৈতিক সরকারের চেয়ে অনেক ছোট। এমন একটি ছোট আকারের সরকার দিয়ে এত কাজ করতে হলে যে দক্ষতা ও গতিশীলতা দরকার, তা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি? সরকারে থাকলে অনেক চাপ নিতে হয়, নিতে পারতে হয়। এই সরকারে অনেক অ্যাকটিভিস্ট বা অধিকারকর্মী আছেন, যাঁদের চাপ দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু চাপ নেওয়ার শক্তি তাঁদের কতটা আছে? এসব ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারের আকার কিছুটা বাড়ানোর কথা ভাবতে হবে। সেখানে দক্ষ, কর্মক্ষম ও রাজনৈতিক 'মনওয়ালা' লোকদের যুক্ত করতে হবে।

'বাড়তি কথা ও কাজ বিপদ ডাকিয়া আনে'—এমন একটি কথা প্রচলিত আছে। এই সরকারকে বাড়তি অনেক কাজ করতে হবে, কিন্তু বিপদ ডেকে আনা যাবে না। তবে কথা কম বলতে তো সমস্যা নেই। কোনো বিষয়ে সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান কী, সে ব্যাপারে পরিষ্কার না হয়ে উপদেষ্টাদের কথা না বলাই ভালো।

● **এ কে এম জাকারিয়া** *প্রথম আলোর* উপসম্পাদক
akmzakaria@gmail.com

অপরাধ ও আইন

তাঁরা পালাচ্ছেন, কীভাবে পালাচ্ছেন

সারফুদ্দিন আহমেদ

২৫ বছর আগের একদিন। সাবেক সিইসি সাঈদ সাহেব অনাসৃষ্টিকারীদের লিস্টি হাতে মিষ্টি করে বলেছিলেন, 'দুষ্টু লোকেরা পালিয়ে গেছে'। যৌথ বাহিনীর সেই কাহিনির স্মৃতি ঝালিয়ে নিলে দেখা যাবে, সে বছর 'দুষ্টু লোকেরা' আদতে পালিয়েছিল না। আসলে তারা তলিয়েছিল। তাড়া খেয়ে গাড়ার মধ্যে টুপ করে ডুব দিয়েছিল। তারপর টাইমমতো ভুস করে মাথা জাগিয়েছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে গঙ্গার অতল জল বহুদূর গড়িয়েছে। এখন আবার দুষ্টুদের পলায়ন-পর্ব শুরু হয়েছে। একদিকে পুরোনো দুষ্টু পালাচ্ছে, অন্যদিকে হাটে-মাঠে-বাটে এসেছে নতুন দুষ্টু; তাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে স্থান।

বুখারেস্ট আন্দোলনকারীরা 'প্যালেস অব পার্লামেন্ট' ঘিরে ফেলার পর হেলিকপ্টারে করে পালাতে গিয়ে নিকোলাই চসেস্কু ধরা পড়লেও ৫ আগস্টের হেলিকপ্টার গণভবন থেকে ফাঁক বুঝে ঠিকঠাক উড়ে গেছে। পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী-যন্ত্রী-সেপাই-সান্ত্রি সব ফেলে তিনি গেলেন গাজিয়াবাদের ঘাঁটিতে।

তারপর থেকে চলছে ক্ষমতা খোয়ানো খালু-খালা, শালী-শালার পালানোর পালা। কেউ কেউ পালাতে পেরেছে। কেউ কেউ এখনো পারছে। কেউ কেউ বর্ডারঘেঁষা পগার পার হতে না পেরে অপার হয়ে 'পারে লয়ে যাও আমায়' গাইছে।

যাঁরা ধরা পড়বেন বলে ধরা হচ্ছিল, পরে দেখা গেল তাঁদের মধ্যে ম্যালা চ্যালাব্যালাসহ 'খ্যালা হবে'খ্যাত এক নেতা দিল্লির নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায় শিন্নী বিলাচ্ছেন। গোটা রাষ্ট্রকে 'স্ব-রাষ্ট্র'জ্ঞান করা এক লোককে কলকাতার ইকোপার্কে আড্ডা দিতে দেখা গেল।

সেই পার্কে আর কে ছিল? ছিল ওকালতি না করা অমুক উকিল আর তাঁর বউ তমুক উকিল। পাবলিকের কিল এড়াতে খালি উকিল দম্পতি না, রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মতো নানক-নাছিম-হাছান-তাজুল, মহিবুল ছাড়াও আরও যেন কারে কারে 'ওপারে' দেখা গেছে।

আরাফাতের ময়দানও দেশ থেকে অনেক দূরে। 'পালাব না, প্রয়োজনে ফখরুল সাহেবের বাড়িতে গিয়ে উঠব' বললে কাদের কথা মনে আসে? সেই তাঁরাও দেশ ছেড়ে গেছেন। অন্যদিকে, সংসদ ভবনের গ্র্যান্ড এরিয়ার বাসা থেকে 'কারা ওরা? কোত্থেকে এল?'খ্যাত নেতার রোলেক্স-গুচি ব্র্যান্ডের বহু ঘড়ি, জুতো, স্যুট লুট হয়ে গেছে।

এর আগে এয়ারপোর্টে এক পলকে 'একা এবং কয়েকজন' ধরা পড়েছেন। সীমান্তে একজন জাস্টিস মব জাস্টিসের মুখে মরতে মরতে বেঁচে গেছেন। একজন সীমান্ত পার হওয়ার পর দুর্বৃত্তের মারে পরপারে চলে গেছেন। তারপরও ঝুঁকি নিয়ে বহু লোক চলে গেছে। এদের কারও নামে মামলা ছিল, কারও নামে ওয়ারেন্ট ছিল। দেশ ত্যাগে কারও ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। সবাই বলছে, 'তাঁরা দেশেই ছিলেন, তাহলে তাঁরা কেমন করে দেশের বাইরে গেলেন?'

২.

এই প্রশ্নটা এখন বেশ বড় হয়ে উঠছে। যাঁরা দেশ ছাড়ছেন বলে খবর আসছে, তাঁদের একটি বড় অংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের মামলা আছে। তাঁদের অনেকের পাসপোর্ট লক করে দেওয়া হয়েছে। তারপরও তাঁরা দেশ ছাড়তে পারছেন কেমন করে?

এই প্রশ্ন গুরুতর। এর জবাবের সঙ্গে দেশের পুলিশ, গোয়েন্দা, ইমিগ্রেশন সিস্টেম, সর্বোপরি সীমান্ত-সার্বভৌমত্বের বিষয় জড়িয়ে আছে।

একের পর এক মামলার আসামিদের বিদেশে চলে যাওয়ার খবর যখন বের হচ্ছে, তখন পুলিশের দিক থেকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তিনি দেশ থেকে বৈধভাবে বাইরে যাননি। অন্য কোনোভাবে ম্যানেজ করে গেছেন। 'ইমিগ্রেশন পার হলে আমাদের কাছে প্রমাণ থাকবেই। তাদের ক্ষেত্রে কোনো প্রমাণ নেই।...অনেকেই অবৈধভাবে গেছেন। কেউ দেশে আছেন।'—এসবিপ্রধানের এই কথাকে হালকা কথা হিসেবে নেওয়ার সুযোগ নেই।

দেখা যাচ্ছে, সিলেট, আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ (হালুয়াঘাট), যশোর অঞ্চল, লালমনিরহাটসহ উত্তরের সীমান্ত এলাকা দিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ আসামিদের দেশ ছাড়ার প্রবণতা বেশি। এ জন্য জনপ্রতি ৫০ হাজার থেকে ২৫-৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে হচ্ছে সীমান্তের দুই পাশের দালালদের। দালালদের এই টাকা দিলেই যে তারা ঠিকঠাক পৌঁছে দেবে, সে গ্যারান্টিও নেই। অনেক সময় দালালেরা এসব লোকের কাছ থেকে টাকাপয়সা কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে।

এর আগে ১৮ আগস্ট আইএসপিআরের বিজ্ঞপ্তি থেকে আমরা জেনেছিলাম, বিভিন্ন সেনানিবাসে ৬২৬ জন আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে তাঁদের মধ্যকার অল্প কয়জন ছাড়া প্রায় সবাই নিরাপদ বোধ করায় সেনানিবাস ছেড়ে চলে গেছেন। আর এখন প্রায় প্রতিদিনই অবৈধভাবে কারও না কারও দেশ ছাড়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

এসব খবরে পাবলিকের মনে হচ্ছে, এই আসামিরা এখনো প্রভাবশালী। হয় তাঁরা প্রভাব খাটিয়ে, নয়তো কোনো মহলের সঙ্গে মোটা অঙ্কের টাকায় আপসরফা করে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। জনমনের এই ধারণা সাংঘাতিক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। ব্যাপকভাবে যদি এই ধারণা জনমনে গেঁথে যায়, তাহলে তারা এই সিদ্ধান্তে আসবে যে হয় পতিত সরকারের এসব নেতার ঠেকানোর মতো ক্ষমতা এই সরকারের নেই, নয়তো তাঁদের টাকার কাছে কেউ কেউ বিক্রি হয়ে গেছেন।

এই দুটো ধারণাই সরকারের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। পাবলিক যদি ধরে নেয় এই সরকার আপসকামী বা এই সরকারেও পয়সা খাওয়া লোক আছে, তাহলে চলমান ছোট ছোট দাবি নিয়ে জড়ো হওয়া আন্দোলন বড় হতে থাকবে। সে আন্দোলন সামাল দেওয়া কঠিন হবে।

● **সারফুদ্দিন আহমেদ** *প্রথম আলোর* সহকারী সম্পাদক
sarfuddin2003@gmail.com

ধর্ম

ইসলামে অজু-গোসলের ফজিলত ও পদ্ধতি

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

পবিত্র বিশ্বাস ও পবিত্র জীবনযাপনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো ইসলাম। কালেমা তাইয়েবা, অর্থাৎ পবিত্র কালেমা। পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক। কুফর, শিরক ও মোনাফেকি থেকে অন্তরকে মুক্ত করা হলো ইসলামে মানসিক ও আত্মিক পবিত্রতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন তাদের, যারা অত্যধিক পবিত্রতা অর্জনকারী।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ২২২)। 'তাদের মাঝে রয়েছে এমন বান্দা, যারা পবিত্রতাকে পছন্দ করে আর আল্লাহ তাআলা পবিত্র মানুষকে ভালোবাসেন।' (সুরা-৯ তাওবা, আয়াত : ১০৮)

শারীরিক পবিত্রতার জন্য ইসলামি শরিয়তে রয়েছে অজু ও গোসল। এর বিকল্প হিসেবে রয়েছে তায়াম্মুম। অজু আরবি শব্দ, অর্থ ধোয়া; গোসল অর্থও ধৌত করা। তাই অজুকে 'ছোট গোসল' এবং গোসলকে 'বড় অজু' বলা হয়।

ফিকহি পরিভাষায় অজু হলো পবিত্রতা অর্জন, বিশেষ ইবাদত সম্পাদন ও আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিলের জন্য পানি দিয়ে মুখমণ্ডল, হাত-পা ধোয়া ও মাথা মাসেহ করা।

আর তায়াম্মুম হলো অজু বা গোসল করতে অপারগ হলে পবিত্র মাটি বা মাটিজাতীয় বস্তুতে দুই হাতের পাতার সম্মুখভাগ লাগিয়ে তা দিয়ে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা। গোসল হলো কুলি করা, নাকের ভেতরে পানি দেওয়া ও পুরো শরীর ধোয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য প্রস্তুত হও, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করো এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করো আর পাগুলো টাকনু পর্যন্ত ধৌত করো; যদি তোমরা অপবিত্র থাকো তবে বিশেষভাবে (গোসলের মাধ্যমে) পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও বা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসো বা তোমরা স্ত্রীর সহিত সংগত হও এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে তথা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।' (সুরা-৫ মায়িদাহ, আয়াত : ৬)

অজুর ফজিলত বিষয়ে হাদিস শরিফে রয়েছে, যে ব্যক্তি সব সময় অজুর সঙ্গে থাকবে, সে শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্ত থাকবে এবং ইমানের সঙ্গে মৃত্যু নসিব হবে।

> **নামাজ আদায় করা, কোরআন মাজিদ স্পর্শ করা ও কাবা শরিফ তাওয়াফ করার মতো বিশেষ ইবাদতের জন্য পবিত্রতা ফরজ। তবে পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে অজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করলেই হয়**

হাদিস শরিফে আরও আছে, 'অজু মুমিনের অস্ত্র।' সদা সর্বদা অজুর সঙ্গে থাকা একটি সুন্নত আমল।

অজুর সঙ্গে ঘুমানোও একটি সুন্নত আমল; এতে ঘুমের মধ্যে শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। পাঁচ ওয়াক্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের জন্য নতুন অজু করা সুন্নত।

খাবার গ্রহণের আগে অজু করা ও খাবার গ্রহণের সময় মাথা ঢেকে রাখা সুন্নত। সব সময় অজু করার পর দুই রাকাত নামাজ পড়া সুন্নত। এই নামাজকে 'তাহিয়্যাতুল অজু' নামাজ বলা হয়; তবে নামাজের নিষিদ্ধ সময় বা মাকরুহ ওয়াক্ত হলে এই নামাজ পড়তে হবে না।

বিশেষ অপবিত্রতার ক্ষেত্রে গোসল করা ফরজ। প্রতি শুক্রবার জুমার দিন গোসল করা সুন্নত। এ ছাড়া বছরে তিন দিন গোসল করা সুন্নত। যথা : পয়লা শাওয়াল তথা রমজানের ঈদের দিন, দশম জিলহজ অর্থাৎ কোরবানির ঈদের দিন এবং নবম জিলহজ ইয়াওমুল আরাফা বা হজের দিন। অজু ও গোসল দ্বারা গুনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে।

অজু ও গোসল ইবাদতের জন্য যেমন শর্ত, তেমনি অজু ও গোসল স্বয়ং স্বতন্ত্র ইবাদত। হাদিস শরিফে রয়েছে, যারা অজুর সুন্নত আমল করবে, কঠিন হাশরের দিনে তাদের অজুর অঙ্গগুলো নূরে চমকাতে থাকবে; নবীজি (সা.) তা দেখে তাদের আপন উম্মত হিসেবে চিনতে পারবেন এবং তাদের জন্য সুপারিশ করবেন।

নামাজ আদায় করা, কোরআন মাজিদ স্পর্শ করা ও কাবা শরিফ তাওয়াফ করার মতো বিশেষ ইবাদতের জন্য পবিত্রতা ফরজ। তবে পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে অজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করলেই হয়। অজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম একই পদ্ধতিতে করতে হয়।

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী**
যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম
smusmangonee@gmail.com

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

জাতি রাষ্ট্র — আধুনিক রাষ্ট্রগুলো হলো 'জাতি রাষ্ট্র'। প্রথম জাতি রাষ্ট্রের ধারণার কথা বলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বিজ্ঞান
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. আবু সুফিয়ান, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৬৯. লাল বর্ণের রক্তধারী প্রাণী—
i. মেরুদণ্ডী ii. মানুষ
iii. স্তন্যপায়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭০. রক্তের কাজ—
i. অক্সিজেন পরিবহন করা
ii রোগজীবাণু ধ্বংস করা
iii. হরমোন পরিবহন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭১. শিরার বৈশিষ্ট্য—
i. CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত বহন করা
ii. O_2-সমৃদ্ধ রক্ত বহন করা
iii. প্রাচীর পাতলা ও গহ্বর বড়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭২. রক্তের উপাদান—
i. রক্তরস ii. রক্তকণিকা
iii. লসিকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৩. অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর—
i. ভ্রূণের লোহিত কণিকাকে ধ্বংস করে
ii. ভ্রূণ নষ্ট করে
iii. জন্মের পর জন্ডিস সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৪. একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে প্রায় কত লিটার রক্ত থাকে?
ক. ৫-৬ লিটার খ. ৫-৭ লিটার
গ. ৬-৭ লিটার ঘ. ৮-৯ লিটার

৭৫. মানুষের দেহের মোট ওজনের কত ভাগ রক্ত থাকে?
ক. প্রায় ৮% খ. প্রায় ৯%
গ. প্রায় ১০% ঘ. প্রায় ১১%

৭৬. রক্ত কোন ধরনের 'টিস্যু' নিয়ে গঠিত?
ক. ভাজক খ. সরল
গ. যোজক ঘ. জটিল

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ৬৯. ঘ ৭০. ঘ ৭১. গ ৭২. ক ৭৩. ঘ ৭৪. ক ৭৫. ক ৭৬. গ

পদার্থবিজ্ঞান | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

রমজান মাহমুদ, *সিনিয়র শিক্ষক*
গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৩২. কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর বেগের মান পরিবর্তিত হয়ে দ্বিগুণ হলে, এর ভরবেগের পরিবর্তন কীরূপ হবে?
ক. অপরিবর্তিত থাকবে
খ. অর্ধেক হবে
গ. দ্বিগুণ হবে ঘ. চার গুণ হবে

৩৩. বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর ওপর প্রযুক্ত বলের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত?
ক. সমানুপাতিকভাবে
খ. ব্যস্তানুপাতিকভাবে
গ. বর্গের সমানুপাতিকভাবে
ঘ. বর্গের ব্যস্তানুপাতিকভাবে

৩৪. ভরবেগের মাত্রা কোনটি?
ক. MLT খ. $ML^{-1}T$
গ. MLT^{-1} ঘ. $ML^{-1}T^{-1}$

৩৫. ভরবেগের সংরক্ষণের উদাহরণ—
i. বন্দুকের পশ্চাৎ গতি
ii. চলন্ত বাস হঠাৎ ব্রেক কষে থামানো
iii. রকেট চালানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৬. বন্দুক থেকে গুলি ছুড়লে—
i. গুলি ও বন্দুকের ভরবেগ সমমুখী হয়
ii. গুলি ও বন্দুকের ভরবেগ সমমানের হয়
iii. বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ গুলির তুলনায় কম হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৭. 'বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করলে সংঘর্ষের আগে ও পরে মোট ভরবেগ সমান হয়'— এটি কিসের সূত্র?
ক. নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র
খ. নিউটনের তৃতীয় সূত্র
গ. শক্তির নিত্যতা সূত্র
ঘ. ভরবেগের নিত্যতা সূত্র

৩৮. সমভরের দুটি বস্তুর মধ্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ হলে তারা কোনটি বিনিময় করে?
ক. ভর খ. বেগ
গ. ত্বরণ ঘ. বল

৩৯. গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি?
ক. হুইল খ. ব্রেক
গ. চাকা বা টায়ার ঘ. ইঞ্জিন

৪০. দুটি বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে মেনে চলে—
i. ভরবেগের নিত্যতা সূত্র
ii. শক্তির নিত্যতা সূত্র
iii. নিউটনের তৃতীয় সূত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪১. গাড়ির বেগ বেশি হলে—
i. গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে
ii. দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেশি হবে
iii. দুর্ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ বেশি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪২. নিউটনের কোন সূত্র থেকে বল পরিমাপ করা যায়?
ক. মহাকর্ষ সূত্র
খ. নিউটনের প্রথম সূত্র
গ. নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র
ঘ. নিউটনের তৃতীয় সূত্র

৪৩. প্রযুক্ত বলকে বলের ক্রিয়াকাল দিয়ে গুণ করলে কোনটি পাওয়া যায়?
ক. ঘাত বল খ. ত্বরণ
গ. সুষম বেগ ঘ. বলের ঘাত

৪৪. কোনো বস্তুর সাম্যাবস্থায় থাকার শর্ত কী?
ক. ত্বরণ নির্দিষ্ট থাকা
খ. বল প্রয়োগ করা
গ. গতিশীল বস্তুকে স্থির করা
ঘ. ত্বরণ না থাকা

৪৫. বলের মাত্রাকে ভরবেগের মাত্রা দিয়ে ভাগ করলে কোনটির মাত্রা পাওয়া যাবে?
ক. কম্পাঙ্ক খ. সময়
গ. দূরত্ব ঘ. পর্যায়কাল

৪৬. কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন নিচের কোনটির সমান?
ক. ঘর্ষণ বল খ. প্রতিক্রিয়া বল
গ. ঘাত বল ঘ. বলের ঘাত

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ৩২. গ ৩৩. ক ৩৪. গ ৩৫. খ ৩৬. গ ৩৭. ঘ ৩৮. খ ৩৯. খ ৪০. ঘ ৪১. ঘ ৪২. গ ৪৩. ঘ ৪৪. ঘ ৪৫. ক ৪৬. ঘ

ভূগোল ও পরিবেশ
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. শাকিরুল ইসলাম, *প্রভাষক*
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৪৫. 'ক্যাডাস্ট্রাল' শব্দের অর্থ কী?
ক. রেজিস্ট্রিকৃত
খ. নিজের সম্পত্তি
গ. বাজেয়াপ্ত
ঘ. রেজিস্ট্রিকৃত নিজের সম্পত্তি

৪৬. প্রকৃতিবিষয়ক মানচিত্রের অপর নাম কী?
ক. স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র
খ. মৌজা মানচিত্র
গ. ভূ-চিত্রাবলি মানচিত্র
ঘ. দেয়াল মানচিত্র

৪৭. ছোট এলাকাকে বড় করে দেখানো হয় কোন ধরনের মানচিত্রে?
ক. বৃহৎ স্কেলের মানচিত্রে
খ. ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্রে
গ. পরিমাণগত মানচিত্রে
ঘ. দেয়াল মানচিত্রে

৪৮. আমাদের দেশের মৌজা মানচিত্রগুলো কোন ধরনের মানচিত্র?
ক. ক্যাডাস্ট্রাল
খ. দেয়াল
গ. টপোগ্রাফিক
ঘ. কেরোগ্রাফিক্যাল

৪৯. মানচিত্রে ব্যবহৃত প্রতীক দ্বারা কী নির্দেশিত হয়?
ক. সূচক খ. তথ্য
গ. উপাত্ত ঘ. স্কেল

৫০. সবচেয়ে আদর্শ ও জনপ্রিয় মানচিত্র কারা তৈরি করেছে?
ক. ভারতীয়রা
খ. জাপানিরা
গ. কানাডীয়রা
ঘ. ব্রিটিশরা

৫১. GIS দ্বারা যে ধরনের বিষয় জানা যায়-
i. ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা
ii. প্রাকৃতিক সম্পদ বিশ্লেষণ
iii. পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫২. বাংলাদেশের ঠিক মাঝখান দিয়ে কোন রেখাটি অতিক্রম করেছে?
ক. কর্কটক্রান্তি রেখা
খ. নিরক্ষরেখা
গ. মকরক্রান্তি রেখা
ঘ. মেরুরেখা

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ৪৫. ঘ ৪৬. গ ৪৭. ক ৪৮. ক ৪৯. ক ৫০. ঘ ৫১. গ ৫২. ক

নোটিশ বোর্ড

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা, ভর্তির সময় বাড়লো

■ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা-ইন-কৃষি, ডিপ্লোমা-ইন-ফিশারিজ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ২ বছর মেয়াদি এইচএসসি (বিএমটি), এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স কোর্স শিক্ষাক্রমে অনলাইনে ভর্তির সময় ২৪ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
৩-১০-২০২৪ তারিখ থেকে অনলাইন ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং তা যথারীতি ২৪ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত চলবে।
ভর্তির আবেদন ফি প্রদান পদ্ধতিসহ আবেদন ও নিশ্চায়নের নিয়মাবলি ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে www.btebadmission.gov.bd পাওয়া যাবে।
ভর্তির বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.bteb.gov.bd

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের সনদ যাচাই হবে অনলাইনে

■ বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের সনদ/একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র যাচাই ও সত্যায়নের কাজ ১/১০/২০২৪ তারিখ থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে, এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।
উল্লিখিত তারিখ থেকে নিচের লিংকে প্রবেশ করে অথবা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে Online Application মডিউলে প্রবেশ করে আবেদন সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
নিচের আবেদনের লিংক (যেকোনো একটি লিংকে প্রবেশ করে আবেদন করা যাবে) :
১. www.dhakaeducationboard.gov.bd
২. www.mygov.bd
ভর্তির বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.dhakaeducationboard.gov.bd

দরকারি তথ্য পেতে দেখুন
পড়াশোনা- অনলাইন
prothomalo.com/education/study

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৪

 # এককথায় উত্তর দাও

প্রশ্ন : তোমার জানা দুজন গ্রিক দার্শনিকের নাম লেখো।
উত্তর : প্লেটো ও অ্যারিস্টটল
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদবিরোধী নেতার নাম কী?
উত্তর : মার্টিন লুথার কিং
প্রশ্ন : বৈশ্বিকভাবে প্রচলিত কয়েকটি রাজনৈতিক মতবাদের নাম লেখো।
উত্তর : ফ্যাসিবাদ, সাম্যবাদ, গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, রাজতন্ত্র, নাৎসিবাদ
প্রশ্ন : থমাস অ্যাকুইনাস কে ছিলেন?
উত্তর : ইতালিয়ান ধর্মযাজক
প্রশ্ন : কোন ঘটনা সমগ্র পৃথিবীকে চমকে দিয়েছিল?
উত্তর : দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা
প্রশ্ন : বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কারা সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন?
উত্তর : বিশ্বনেতারা
প্রশ্ন : কবে 'লিগ অব নেশনস' গঠিত হয়?
উত্তর : ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি
প্রশ্ন : 'আটলান্টিক সনদ' স্বাক্ষরিত হয় কোন সালে?
উত্তর : ১৯৪১ সালে
প্রশ্ন : কারা 'আটলান্টিক সনদে' স্বাক্ষর করেন?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল
প্রশ্ন : কত তারিখে 'জাতিসংঘ ঘোষণা' স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি
প্রশ্ন : ১৯৪৩ সালে কয়টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা 'মস্কো সনদ' ঘোষণা করেন?
উত্তর : চারটি দেশের
প্রশ্ন : কোন সম্মেলনে জাতিসংঘ গঠনের রূপরেখা প্রণীত ও গৃহীত হয়?
উত্তর : ডুম্বারটন ওকস সম্মেলনে
প্রশ্ন : কোন সম্মেলনে বৃহৎ শক্তির পাঁচটি দেশকে ভেটো ক্ষমতা দেওয়া হয়?
উত্তর : ইয়াল্টা সম্মেলনে
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সনদের ধারা কয়টি?
উত্তর : ১১১টি
প্রশ্ন : সর্বসম্মতিক্রমে কয়টি দেশ জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে?
উত্তর : ৫১টি
প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বের স্বাধীন দেশ কয়টি?
উত্তর : ১৯৩টি
প্রশ্ন : জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : নিউইয়র্কে
প্রশ্ন : নিউইয়র্ক ছাড়া বিশ্বের আর কোন কোন শহরে জাতিসংঘের শাখা অফিস আছে?
উত্তর : জেনেভা, ভিয়েনা ও নাইজেরিয়ায়।

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩. 2+3+4+……+50= কত?
ক. 1025 খ. 1274
গ. 1275 ঘ. 2548

১৪. একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ 3 ও সাধারণ অনুপাত $-\frac{2}{3}$ হলে, ধারাটি নিচের কোনটি?
ক. $3-2+\frac{2}{3}-$ ……
খ. $3-2+\frac{4}{3}-$……
গ. $3-2+\frac{8}{9}-$……
ঘ. $3-\frac{4}{3}+\frac{8}{9}-$……

১৫. প্রথম 27টি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি কত?
ক. 27 খ. 378
গ. 756 ঘ. 6930

১৬. $1, \frac{4}{3}, \frac{9}{5}$, ………. অনুক্রমটির 20 তম পদ কোনটি?
ক. $\frac{20}{41}$, খ. $\frac{20}{39}$,
গ. $\frac{40}{41}$, ঘ. $\frac{400}{39}$,

১৭. একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ a ও সাধারণ অনুপাত r হলে, nতম পদ কত?
ক. $a+(n-1)d$ খ. ar^{n-1}
গ. $\frac{n}{2}\{2n+(n-1)d$ ঘ. $\frac{(1-r^N)}{1-r}$

১৮. 2+a+b+c+16 2 গুণোত্তর ধারাভুক্ত হলে, সাধারণ অনুপাত কত?
ক. 3 খ. 4
গ. 5 ঘ. 6

১৯. 0.2+0.02+0.002+….. ধারাটির অসীমতক সমষ্টিক কত?
ক. $^5/_2$ খ. $^2/_9$
গ. 2.23 ঘ. 3

২০. নিচের কোন অনুক্রমটি ফিবোনাচ্চি অনুক্রম?
ক. 2,4,8,16.....
খ. 2,4,6,8,....
গ. 1,1,2,3,5,...
ঘ. 0,3,8,15,.....

২১. 13+9+5+…..-15 = কত?
ক. -8 খ. 60
গ. 18 ঘ. 64

২২. 4+8+16+….ধারাটির 15 তম পদ কত?
ক. 16384 খ. 32768
গ. 65536 ঘ. 131072

২৩. $16+4+1+\frac{1}{4}+$……. ধারাটির পরবর্তী পদ কত?
ক. $^1/_{16}$ খ. $^1/_{32}$
গ. $^1/_{64}$ ঘ. $^1/_{128}$

২৪. 7,11, 15, 19,….. অনুক্রমটির 21 তম পদ কত?
ক. 89 খ. 87
গ. 81 ঘ. 73

সঠিক উত্তর
শিখন অভিজ্ঞতা ২ : ১৩. খ ১৪. খ ১৫. ঘ ১৬. ঘ ১৭. খ ১৮. ক ১৯. খ ২০. গ ২১. ক ২২. গ ২৩. ক ২৪. খ

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২০২৫

রসায়ন ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

তাপসী বণিক, *সহযোগী অধ্যাপক*
কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, ঢাকা

অধ্যায় ৫

৮. কোনটি প্রাকৃতিক খাদ্য সংরক্ষক?
ক. সোডিয়াম বেনজোয়েট
খ. সোডিয়াম ক্লোরাইড
গ. সোডিয়াম মিথানয়েট ঘ. BHA

৯. কোনটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট?
ক. সোডিয়াম বেনজোয়েট
খ. সাইট্রিক অ্যাসিড
গ. বিউটাইলেটেড হাইড্রোক্সি অ্যানিসোল
ঘ. সোডিয়াম নাইট্রেট

১০. ন্যাচারাল ফুড প্রিজারভেটিভস কোনটি?
ক. অ্যালকোহল খ. সল্ট
গ. ভিনেগার ঘ. ফরমালিন

১১. লবণ দ্বারা খাদ্য সংরক্ষণ কী নামে পরিচিত?
ক. পিকলিং খ. কিউরিং
গ. ফুড এডিটিভ ঘ. কিলেটিং এজেন্ট

১২. অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট খাদ্যকে নিচের কোনটি হতে রক্ষা করে?
ক. নষ্ট হওয়া খ. পচে যাওয়া
গ. জারিত হওয়া ঘ. বিজারিত হওয়া

১৩. অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের কাজ কী?
ক. খাদ্যকে তাজা রাখে
খ. খাদ্যকে জারিত হওয়া থেকে রক্ষা করে
গ. খাদ্যের মিষ্টতা বৃদ্ধি করে
ঘ. ব্যাকটেরিয়া গোষ্ঠীর বৃদ্ধি ব্যাহত করে

১৪. ভিটামিন ই কী নামে পরিচিত?
ক. DHT খ. কোকেন
গ. কোকোফেরল ঘ. টোকোফেরল

১৫. অঙ্কুরিত বার্লি থেকে প্রস্তুত করা ভিনেগার কোনটি?
ক. সাইডার খ. স্পিরিট
গ. মল্ট ঘ. স্টার্চ

১৬. বাণিজ্যিকভাবে ভিনেগার উৎপাদনের কাঁচামাল কোনটি?
ক. ফরমিক অ্যাসিড খ. ইথানল
গ. HCl ঘ. Cr

১৭. চিনির আর্দ্র বিশ্লেষণে পাওয়া যায় কোনটি?
ক. গ্লুকোজ খ. ইথানল
গ. ম্যালটোজ ঘ. ল্যাকটোজ

১৮. ভিনেগার কীভাবে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে?
ক. প্রোটিনের গঠন ভেঙে দিয়ে
খ. দ্রবণে গ্লুকোজের মান কমিয়ে
গ. দ্রবণে pH এর মান কমিয়ে দিয়ে
ঘ. দ্রবণে pH এর মান বৃদ্ধি করে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৫ : ৮. খ ৯. গ ১০. খ ১১. খ ১২. গ ১৩. খ ১৪. ঘ ১৫. গ ১৬. খ ১৭. ক ১৮. গ

আগামীকাল থাকবে
■ **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বাংলা ১ম পত্র, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান
■ **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত
■ **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** রসায়ন ১ম পত্র
■ **অষ্টম শ্রেণি :** বাংলা
■ **নোটিশ বোর্ড :** কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের ১ বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ে এমএ প্রোগ্রাম

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

জাহেদ হোসেন, *সিনিয়র শিক্ষক*
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

 # প্রয়োজন বুঝে যোগাযোগ করি

১৭. 'অপারেশন' অর্থ কী?
ক. সশস্ত্র সংগ্রাম খ. বিরামহীন যুদ্ধ
গ. লুকানো যুদ্ধ ঘ. বিশেষ অভিযান

১৮. চম্পকদল কে?
ক. মুক্তিযোদ্ধাদের দল
খ. যাত্রাপালার দল
গ. রূপকথার চরিত্র
ঘ. নাটকের দল

১৯. রাজার রাজ্যের শেষ সীমানায় কী ছিল?
ক. ভূতের আস্তানা
খ. শেওলাধরা পোড়োবাড়ি
গ. কাঁটাতারের বেড়া
ঘ. নির্জন দালানবাড়ি
[দাদির বলা রূপকথায় রাজার রাজ্যের শেষ সীমানায় ছিল শেওলাধরা পোড়োবাড়ি]

২০. রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কোন গানটি বাজতেছিল?
ক. মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি
খ. সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা
গ. মুক্তির মন্দির সোপানতলে
ঘ. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
[রেডিওতে খুব কম আওয়াজে বাজতেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গানটি-মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি]

২১. যে যুদ্ধে নিজেকে লুকিয়ে রেখে শত্রুকে আক্রমণ করা হয়, সেটিকে কী বলে?
ক. সম্মুখ যুদ্ধ খ. সীমান্ত যুদ্ধ
গ. আকাশ যুদ্ধ ঘ. গেরিলা যুদ্ধ

২২. দাদি কোন প্রাণীকে 'বোবা জানোয়ার' বলেছেন?
ক. কুকুরকে খ. গরুকে
গ. ছাগলকে ঘ. বিড়ালকে
[পঁচিশে মার্চের মাঝরাত থেকে রাতে কুকুরদের ডাক দেওয়া শুরু হয়েছে. দাদি এদেরকে 'বোবা জানোয়ার' বলেছেন]

২৩. অত্যাচারী রাজা ইয়াহিয়া আর তার মন্ত্রী টিক্কা খানের রাজত্ব বেশি দিন থাকবে না- কে বলেছে?
ক. গেদু ভাই খ. শফি ভাই
গ. শান্ত ভাই ঘ. আমিন ভাই
[অত্যাচারী রাজা ইয়াহিয়া আর তার মন্ত্রী টিক্কা খানের রাজত্ব বেশি দিন থাকবে না- এই ভবিষ্যদ্বাণী চন্দনকে করেছিলেন শফি ভাই]

২৪. অপারেশন কদমতলীর তারিখটি ছিল—
ক. ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১
খ. ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১
গ. ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১
ঘ. ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ১৭. ঘ ১৮. গ ১৯. খ ২০. ক ২১. ঘ ২২. ক ২৩. খ ২৪. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ বসুন্ধরা আই (বর্ধিত) ব্লকে ওয়ালটন হেড অফিসের সন্নিকটে ১৭১০ ব.ফু. প্রায় রেডি দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট। স্টারলিট হোমস লিমিটেড। মোবা : ০১৯৭৮৮০০৮৪২। সি-৫৯৯৭৭২

✱ আফতাবনগর আবাসিকে এইচ ব্লকে ১৬৭৫-১৭০০ ও এম ব্লকে-১৫০০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লিঃ। ০১৭০৪১৭০০৭৮, ০১৭০৪১৭০০৭৭। মোবু-৬০০২৯৫

✱ মিরপুর বর্ধিত, ব্লক-এ, বিল্ডিংয়ের পেছনের দিকে ৩য় তলায় ৯৬৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাট, ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, ২ বাথরুম, ২ বারান্দা, গ্যাস, লিফট ও জেনারেটর সুবিধাসহ (পার্কিং ছাড়া) আকর্ষণীয় মূল্যে সত্বর বিক্রয় হইবে। প্রকৃত ইচ্ছুক ক্রেতা নিজে যোগাযোগ করুন। ফোন : ০১৮১৭৫২২১২৬। সি-৬০০১৯৮

✱ উত্তরা ১৩নং সেক্টরে বিক্রেতার মালিকানাধীন ১৬০০ বর্গফুটের একটি দক্ষিণমুখী সিঙ্গেল ইউনিট ব্যবহৃত ফ্ল্যাট পার্কিং সুবিধা এবং গ্যাস সংযোগসহ বিক্রয়। মূল্য: ১.৫৫ কোটি। প্রপার্টি কানেক্ট: ০১৯৩৩৩২৩৩৩৯, ০১৯৩৩৩০১০১০। ডি-৬০০৪৬৩

✱ কলাবাগান ১ম লেন: স্টাফকোয়ার্টার সংলগ্ন নিরিবিলি পরিবেশে ৩ মাসে বসবাস উপযোগী, ১৪২৫ বর্গফুট সাইজের দক্ষিণমুখী ২টি ফ্ল্যাট বিক্রয়, ৬ মাসের কিস্তিতে হস্তান্তরযোগ্য। ডিকিউএল ডেভেলপার্স লি.। ০১৭১৬৩৬৮১৯৭। সি-৬০০০৬৯

✱ লেক সার্কাস কলাবাগান ১৩৫০ ব.ফু. ব্যবহৃত ফ্ল্যাট পার্কিংসহ বিক্রি হবে। মোবা: ০১৩১৬০৫৬৮৭১। সি-৬০০১৯৫

✱ মিরপুর ১ সনি সিনেমা হলের অপজিটে নিকটতম দূরত্বে প্রায় রেডি ১২৩০ ব.ফু. ৩ বেডের সকল অত্যাধুনিক সুবিধাসহ ফ্ল্যাট আকর্ষণীয় মূল্যে। ০১৮১১৪৮৫৪৭৯। ডি-৫৯৮৪১৯

✱ ৩৫ মিরপুর রোড (১৪১৫ বর্গফুট) সুকন্যা টাওয়ারে গ্যাস ও জেনারেটর সংযোগসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : ০১৭১৫৩৭৩৮১৯। ডি-৬০০২৮৪

✱ ফ্ল্যাটের শেয়ার: সুইমিংপুলসহ কন্ডোমিনিয়াম প্রজেক্টে লাক্সারি ফ্ল্যাট শেয়ার কিনুন মাত্র ১৪ লক্ষ টাকায়, আর মাত্র কয়েকটি শেয়ার খালি আছে। যোগাযোগ : ০১৭৯১০৪৮১২২। মহাবু-৬০০৩৭৮

✱ গুলশান-২ এ ২৬৮৬ বর্গফুটের ৩ বেড, ৪ বাথরুমের একটি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭১২-০০৯৬২৬। মহাবু-৬০০৩৭১

✱ বসুন্ধরায় এফ-ব্লকে আফরোজা বেগম রোডে ৮৩৫ নং প্লটে ৬ষ্ঠ তলায় স্বল্প ব্যবহৃত ৩ বেড, ৩ বাথ, ২ বারান্দা, ১৪৩০ স্কয়ারফিট+পার্কিং। প্যাকেজ মূল্য= ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা মাত্র। যোগাযোগ : ০১৭২০০৬৫৪৮৫। মহাবু-৬০০৩৭৩

✱ সেন্ট্রাল রোডে ব্র্যান্ড নিউ ৩ বেডের ১৫৬৫ বর্গফুট ও ২০৭০ বর্গফুট ও গ্রিনরোডে গ্রিন স্কয়ারে ২ বেডের ব্যবহৃত ৭৫৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬, ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫। ডি-৬০০৩৫৮

✱ মোহাম্মদপুর বায়তুল আমান হাউজিং-এ ১২৩৫ ও ১১৫৩ বর্গফুট ও জিগাতলা মেইন রোড সংলগ্ন ১২২১ বর্গফুটের ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৭১২৫১৫৪১, ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫। ডি-৬০০৩৬৩

✱ ধানমন্ডিতে প্রাইম লোকেশনে স্বনামধন্য কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত ৩১০৮, ২০০০, ৩০০৪ বর্গফুট ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫, ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬। ডি-৬০০৩৫৪

পাত্র চাই

✱ এমবিবিএস স্যারসলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার। ঢাকায় বসবাসরত সুন্দরী ডাক্তার (২৫-৫-৪") পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৭৮৭-৫১১৭১৭ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৬০০৩৪২

✱ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবার অভিজাত এলাকায় স্থায়ী বিএসসি (ফার্মাসি) সদ্য পাস এমএসসি অধ্যয়নরত (এনএসইউ) (২৩+৫-৪") ফর্সা সুদর্শন/সুন্দরীর উপযুক্ত। ০১৬৩৯০২৫৩৭৩। সি-৬০০৩৯৮

✱ কর্মস্থল আমেরিকা (গ্রিনকার্ড) ফর্সা, সুদর্শনা (৩৪-৫-৩") পিএইচডি পাত্রীর দেশের/বিদেশের ইঞ্জিনিয়ার/ইউনিভার্সিটির শিক্ষক/পিএইচডি/উপযুক্ত প্রফেশনাল। অনুগ্রহপূর্বক পাত্রের ছবিসহ বায়োডাটা প্রেরণ করুন। (নো-মিডিয়া)। অভিভাবক : ০১৮৮৭৬২১৫৭৯ (হো.আ.সহ) kabirreazul5@gmail.com সি-৬০০৪১৪

✱ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান সিটিজেন সুন্দরী (৫-৩"+৩৮) (৫-৬"+২৭) (৫-৩"+২২) পাত্রীদের পাত্র সদস্য ফি নিষ্প্রয়োজনে ঘটক চানভাই। +৮৮০১৮১৫৭৭৭৮৮০। chanmiah156@gmail.com উবু-৬০০৩২৫

✱ মেয়ে এমবিবিএস ডাক্তার বাবা-মা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (৫-১", প্রা, মে, ফর্সা, সুন্দর) ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস কর্মকর্তা পাত্র চাই। সরাসরি অভিভাবক: ০১৫৫১১৯২৭৫৪, সিভি পাঠান care.satbd@gmail.com ডি-৬০০৩৮৪

✱ ঢাকায় সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির কন্যা, সিএসসি ইঞ্জিনিয়ার বর্তমানে রিপুটেড ব্যাংকে অফিসার (২৪+৫-৫") সুশ্রী ও নামাজি পাত্রীর দেশ ও বিদেশের। ০১৪০০৭৬৮০৫০। ডি-৬০০৩৬৮

✱ পাত্রী ধার্মিক (৩০+৫-৪") এমবিবিএস, এফসিপিএস ইউএসএমএলই (৩) পাস সমপর্যায়ের পাত্র আবশ্যক। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত। # ০১৮৭৩৬৩২১৩৪, +৭১৮২০৮৬৪৬৩। a.h.c1@hotmail.com ডি-৬০০৩৮২

✱ আমেরিকায় বসবাসরত সুন্দরী (২৬+৫-৪") পাত্রীর জন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। যোগাযোগ : ০১৭৫৩৮৩৬৮১১। ছবিসহ বায়োডাটা পাঠান।support1@sensiblematch.com সি-৬০০৩৩৩

✱ আমেরিকার গ্রিনকার্ড, বিএসসি কম্পিউটার বুয়েট, এমএসসি+ পিএচডি আমেরিকা, অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড, (২৭+৫-৪") ফর্সা পাত্রীর দেশের/সিটিজেন পাত্র সরাসরি : ০১৬৪৮৯৫১৩৬৫। যাবু-৬০০৩৩০

✱ সপরিবারে আমেরিকার সিটিজেন মুসলিম কন্যা (২৫+৫-৫") বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কর্মরত। আমেরিকায় অবস্থানরত উপযুক্ত পাত্র চাই। # ০১৭২১৯৪৬০৬৪। সি-৬০০৩৪৯

✱ আইরিশ সিটিজেন ২৪ বছর, ৫-৩", বি.ফার্ম (ফার্স্ট ক্লাস), এম.ফার্ম, রয়েল মেডিকেল কলেজ, আরসিএসআই, আয়ারল্যান্ড। বর্তমানে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে সরকারি হাসপাতালে ফার্মাসিস্ট হিসেবে কর্মরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য ব্রিটিশ/আইরিশ/ইউএসএ (বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত) ও বাংলাদেশি পাত্র চাই। যোগাযোগ :shofikulislam19@gmail.com ডি-৬০০৪৪০

✱ ঢাকায় স্থায়ী অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সুন্দরী, নামাজী কন্যা এমবিএ আইবিএ (৩৭-৫-৩") শর্ট ডিভোর্স ব্যাংকে কর্মরত এর জন্য উপযুক্ত পাত্র। ০১৭১০০৮৪০০৯, ০১৭১৫২৫৯৭৮৭। ডি-৬০০৪৩৩

✱ ডাক্তার পরিবারের ডাক্তার কন্যা (৩০-৫-৪") মেডিকেল অফিসার (বিএসএমএমইউ) পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। অভিভাবক: ০১৮২৯-৪৩৮৫৩৯/ ০১৩২৭-৮০৮৩২২। ডি-৬০০৪০৯

✱ আমেরিকায় পিএইচডিরত ইঞ্জিনিয়ার পাত্র অবশ্যক। পাত্রী আমেরিকায় পিএইচডিরত ইঞ্জিনিয়ার। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করুন। পিতা: ০১৯৫১-৩১২৫০৮ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৬০০৪০৬

✱ সামরিক কর্মকর্তার (অব.) মেয়ের (৩৫) অনার্স মাস্টার্স ৫-৩", সুন্দরীর জন্যে সরকারি চাকুরীজীবী/ইউরোপ সিটিজেন পাত্র চাই। ফেনী নোয়াখালী অগ্রগণ্য। সরাসরি : ০১৮১৮১৮৪৩৯৯। mdmostafa1949@gmail.com ডি-৬০০৪৫৪

✱ ঢাকায় স্থায়ী শিক্ষিত পরিবারের সুন্দরী, ৫-৩"-২৭, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মেয়ের জন্য ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের ছেলে খুঁজছি। মেয়ে নামাজি ও সংসারী। নো-মিডিয়া-০১৯১৭৯৭৯৯৫ (অভিভাবক) ডি-৬০০৪৪৬

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ ঢাকার বিভিন্ন আকর্ষণীয় লোকেশনে ইকবাল রোড, ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, বসুন্ধরা, বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে স্বনামধন্য ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন সাইজের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। # ০১৭০০৭৬৪৭৩০, ০১৭৩০৩৫৬৬৬৪। সি-৬০০১০১

✱ ধানমন্ডি ৯/এ তে স্বনামধন্য কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত ৪ বেডরুমের ২৭৮০ বর্গফুট ও ৬নং রোডে ২৫৬০, ২৭১০ বর্গফুট ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১২৩৮৪৩৫৫, ০১৭৭১২৫১৫৪১। ডি-৬০০৩৫৫

✱ মহাখালী ডিওএইচএস লেক ফেসিং লাক্সারিয়াস ২৮৮৯ বর্গফুট ও লেক রোডে ৩০২৫ বর্গফুট ও মহাখালী আরজত পাড়ায় পার্কিংসহ ৮২০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৭১২৫১৫৪১, ০১৮১২৩৮৪৩৫৫। ডি-৬০০৩৫৬

✱ বসুন্ধরা 'ডি' ব্লকে মসজিদের বিপরীতে বড় রাস্তার ওপর বিক্রেতার মালিকানাধীন একটি ২০৬৫ বর্গফুট উত্তরমুখী সিঙ্গেল ইউনিট ব্যবহৃত ফ্ল্যাট পার্কিং সুবিধা এবং গ্যাস সংযোগসহ বিক্রয়। মূল্য : ১.৮৮ কোটি। প্রপার্টি কানেক্ট : ০১৯৩৩৩০১০১০, ০১৯৩৩৩২৩৩৩৯। ডি-৬০০৪৬৪

✱ বসুন্ধরা আ/এ সি ব্লকে ০৪ বেডের নতুন ২১৫০ ও ২১৮৫ বর্গফুট ও ডি-ব্লকে সিঙ্গেল ইউনিটের ২৯০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা: ০১৮১২৩৮৪৩৫৫, ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬। ডি-৬০০৩৫৭

✱ বনশ্রী/খিলগাঁও ১২০০/১৩১০/১৬৩০/১৮৯০ ব.ফুটের নির্মাণাধীন আধুনিক ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। মাসুদ (ডিবিএল) # মোবাইল : ০১৯১১-৭৫৭৬৭৫, ০১৭১২-৫৩০৩৯৫। সি-৬০০৩৭৯

✱ শ্যামলী আদাবরে বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটির ২নং রোডে বিক্রেতার মালিকানাধীন ১৪৯৫ বর্গফুটের একটা পূর্বমুখী ব্যবহৃত ফ্ল্যাট পার্কিং সুবিধা এবং গ্যাস সংযোগসহ বিক্রয়। মূল্য : ৯৭ লক্ষ। প্রপার্টি কানেক্ট: ০১৯৩৩৩০১০১০, ০১৯৩৩৩২৩৩৩৯। ডি-৬০০৪৬৭

✱ বনশ্রী এম-ব্লক, মেরাদিয়া মেইন রোডের সাথে ২০৯০ (১০৫৫+১০৩৫) ব.ফুটের নতুন রেডি ফ্ল্যাট। মূল্য : ১ কোটি ২২ লাখ ফিক্সড। আগ্রহী ক্রেতা দাম মেনে সরাসরি যোগাযোগ: +৮৮০১৭৭৭৪৮০৯২১, +৮৮০১৭৩৫৪৩২১৫০। সি-৬০০৩৮০

✱ উত্তরা ৩নং সেক্টরে মসজিদ ও পার্ক সংলগ্ন ১৫৫০ বর্গফুট ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। সরাসরি মালিক: ০১৭১১২০৩৮২৮, ০১৭৬৫৯২২৯৮৬ সি-৬০০৩৩৮

✱ ধানমন্ডিতে দক্ষিণমুখী, উত্তরে লেক ভিউসহ আকর্ষণীয় ২৮৬০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট। মোবাইল নং # ০১৮১৯২২৭৫৫৯, ০১৭১৫৮৯৮১৫২। সি-৬০০৩০০

✱ তাজমহল রোড মোহাম্মদপুরে ১৬০০ বর্গফুট ৩ বেডের লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। সি-৬০০৩২৮

✱ ধানমন্ডি কেয়ারি প্লাজার পাশে ১৯২০ বর্গফুটের ৩ বেড সুইমিংপুলসহ লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। সি-৬০০৩২৯

✱ গুলবাগ, মালিবাগে অবস্থিত ১৫৮৬ ব.ফু. ৩য় তলায় (১.৫ কোটি টাকা) ও ৮৩২ ব.ফু. ৪র্থ তলায় (৫০ লক্ষ) আয়তনে (দুটি গাড়ি পার্কিংসহ) ফ্ল্যাট বিক্রি। আলোচনা সাপেক্ষে। প্রকৃত ক্রেতাগণ # ০১৭১১৩৬০৮৭৪। সি-৬০০৩২৩

পাত্র চাই

✱ সরকারি মেডিকেল থেকে পাসকৃত, এমএসফেস-বি এর শেষ পর্যায়ে অধ্যয়নরত ডাক্তার পাত্রীর (৩১+৫-৫") ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। ০১৮৭৯৯৭৯১৫৯ (নো মিডিয়া)। সি-৬০০৭৩

✱ বাংলাদেশি কানাডিয়ান নাগরিক বয়স ৩৫, উচ্চতা ৫-৫" ডিভোর্সি (নিঃসন্তান), বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি)। বর্তমানে চাকরিরত। বাংলাদেশি অথবা কানাডিয়ান ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। যোগাযোগ: ই-মেইল: 1956bitu@gmail.com (অভিভাবক)। সি-৫৯৯৯৪৭

✱ লন্ডনে পিএচডি অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পিএচডি পাত্র। নো-মিডিয়া)। সরাসরি অভিভাবকগণ : ০১৬৮৪৬৩৮৩১৬। ডি-৫৯৯৮২৭

✱ ইংল্যান্ড হসপিটালে কর্মরত ডাক্তার এমআরসিপি (ইউকে) (৩১+৫-৪") ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা সমমানের পাত্র। পাত্রী বর্তমানে ঢাকায়। বাবা- ০১৭২৩৬৪১৯৯৭। সি-৬০০২০০

✱ ঢাকায় স্থানীয় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার কন্যা বিডিএস ঢা ডে ক ভিকারুননিসা স্কুল এবং কলেজ, (২৮+৫-২") এফসিপিএস প্রিপারিং, সুন্দরী পর্দানশীলের উপযুক্ত। (নোমিডিয়া)। ০১৭১৮৯২৭৫২৮। সি-৬০০১৯৯

✱ বিসএসসি (আইপিই) ইঞ্জিনিয়ার এমআইএসটি ঢাকায় বিদেশি বায়িং হাউসে কর্মরত সুন্দরী (২৭+৫-৭") পাত্রীর দেশ/বিদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত লম্বা পাত্র চাই। নোমিডিয়া। হোয়াটসঅ্যাপ নং-০১৫৫৬৩৩৯৬৬০। wahidrask@gmail.com সি-৬০০১৯৭

✱ পাত্রী ট্যাক্স-ক্যাডার, বুয়েট-ইইই, এমবিএ, আইবিএ (ঢাবি), এসএসসি-২০১০, উচ্চতা ৫-৬"। উচ্চশিক্ষিত পরিবার। নো-মিডিয়া। মা-০১৭১১৫৭৭৮৭১। সি-৫৯৯৭৮৫

✱ অভিজাত এলাকায় স্থায়ী। হাই অফিশিয়াল পিতার সুশ্রী কন্যা। বিবিএ (নর্থ সাউথ), এমবিএ (ঢা:বি:)। মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকে চাকরিরত (২৮+৫-৪") অভিভাবক : ০১৭০৯৭৭৮৬০২। ডি-৬০০২৮৫

✱ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত চিফ ইঞ্জিনিয়ারের (অব.) ইঞ্জিনিয়ার কন্যা এসএসসি (২০১১, ৫-৩") সরকারি কর্মকর্তার উপযুক্ত পাত্র। সরাসরি-০১৭৮৯৫৬৭৪৪৮। সি-৬০০২৮৭

✱ সরকারী প্রকৌশলীর কন্যা, কানাডার প্রবাসী, বিএসসি ব্র্যাক, এমএস অধ্যয়নরত কানাডা (২৬+৫-৫") সুশ্রী পাত্রীর জন্য দেশে/কানাডায় অবস্থানরত উচ্চশিক্ষিত পাত্র সরাসরি- ০১৭০৬৩১৯৩৩২। ডি-৬০০৫১৭

✱ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল বিসিএস ৩৯তম মেডিসিন ঢাকা পোস্টিং সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার (২৭+৫-৪") ঢাকা বসবাসরত সুশ্রী পাত্রীর। # ০১৩২৪২৪৭৩১৭। ডি-৬০০৫১৩

✱ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে প্রতিষ্ঠিত গ্রুপ অব কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার, ও লেভেল এ লেভেল ঢাকা, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার অস্ট্রেলিয়া (২৬+৫-৫") সুন্দরী পাত্রীর জন্য অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত উপযুক্ত পাত্র। # ০১৭১৫০০৩৭১৩। ডি-৬০০৫০৩

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্যান্ত পরিবারের কন্যা আমেরিকার সিটিজেন (৫-৪"-১৯৯৬) ইঞ্জিনিয়ার পাত্রীর পাত্র। অভিভাবক যোগাযোগ। # ০১৭৪৪৯৩৩৩৭৮। bananidhaka2009@gmail.com ডি-৬০০৫০৯

✱ ঢাকায় সেটেল্ড প্রফেসরের একমাত্র কন্যা অনার্স মাস্টার্স (৫-২"-৩০) সুশ্রী পাত্রীর সরকারি/বেসরকারি উপযুক্ত পাত্র। পিতা : ০১৮৫১০৪০৫৩৪। ডি-৬০০৪৮১

✱ বিএসসি (ডেন্টাল) এসএসসি ১৯৯৯ (৫-২") উত্তরাঞ্চলের বংশীয় পরিবারের পাত্রীর জন্য এমবিবিএস/ডেন্টাল ডাক্তার/বিএসসি ইঞ্জি./বিসিএস পাত্র চাই। অভিভাবক : ০১৬২৫৩৭৭২৩৭। ডি-৬০০৪৭৯

✱ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত, এসএসসি এইচএসসি ভিকারুন্নেসা কলেজ। বিএসসি ইইই (২৪-৫-৪") সুন্দরী পাত্রীর পাত্র চাই। অভিভাবক যোগাযোগ করুন। ০১৭৪১-৩০০০৫৮। ডি-৬০০৪৯৪

✱ ঢাকার অভিজাত এলাকার স্থায়ী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সুন্দরী (৫-৩"+২৯) শর্টডিভোর্সী বিবিএ (এনএসইউ) অধ্যয়নরত পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। সরাসরি অভিভাবক : ০১৬৭৩-১৭৭৫৪২। মহাবু-৬০০৪২৩

✱ সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ১ মাত্র মেয়ে, কানাডা থেকে গ্রাজুয়েশনকৃত। ডিভোর্স ও ৫ বছরের ১ জন সন্তান রয়েছে, এর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। অভিভাবক/পাত্র সরাসরি যোগাযোগ করুন। +৮৮০১৭৯৩২৫৬৩৪০। মহাবু-৬০০৩৭৭

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ আফতাবনগর আ/এ ১১৭৮, ১৫৭৭, ১৮৭৫, ২১৮৭, ২৩১২ ব.ফু., মেরুল বাড্ডা ১১৫৬, উত্তর বাড্ডা ১২১০ ও ১২৪৭ ও বনশ্রীতে ১৫৯৩ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭০৮১৪৬৩৮০, ০১৭০৮১৪৬৩৮৫। ডি-৬০০৫৩৮

✱ বসুন্ধরা ডি ব্লকে সেমি-ফেয়ারফেস সিঙ্গেল ইউনিটের ২০৫০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লিঃ। ০১৭০৪১৭০০৭৬, ০১৭০৪১৭০০৭৭। মোবু-৬০০২৯৬

✱ উত্তরা ৯নং সেক্টরের ৬নং রাস্তার একটি বাড়ির ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার ফ্ল্যাট প্রতিটি সাকুল্যে ১৮৫০ ব.ফু. ও প্রতি তলার জন্য ১টি গ্যারেজ লিফট ও গ্যাস সুবিধাসহ রুচিশীলদের নিকট বিক্রয়। # ০১৭৫৪৩০০৬৮০। সি-৬০০৩৫০

✱ ধানমন্ডি আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতাল এর পাশে রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৩০২৫৩৫৫২২। সি-৬০০৩৪৪

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ বর্গফুটের আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮৪৪৬০০৩৫১, ০১৮৪৪৬০০৩৫৩। ডি-৬০০৪৫১

✱ মনোরম পরিবেশে দয়াল হাউজিং মোহাম্মদপুরে ২২০০ বর্গফুটের ৪ বেডরুমের এক্সক্লুসিভ ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮১০০৩২৫১২, ০১৮১০০৩২৫১১। মোবু-৬০০৩০২

✱ আফতাবনগর প্রধান রাস্তাসংলগ্ন এবং ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে চমৎকার লোকেশনে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধায় নির্মাণাধীন এবং খোলামেলা প্রজেক্টে ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রয়িং-ডাইনিং ও কিচেনসহ ফ্ল্যাট বিক্রয়। সাইজ: ১২৫০, ২৫০০ বর্গফুট। যোগাযোগ : ০১৭৬২৬৮৫১২৩, ০১৭৬২৬৮৫১২৪। সি-৬০০৩৮৮

✱ ডেভেলপারকে দেওয়ার মতো ৮.৫০ লক্ষ টাকায় জমির শেয়ার কিনে বিনা খরচে ১২০০ স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের মালিক হোন। স্থান-বনগ্রাম (স্টেডিয়ামের পাশে), তেঘুরিয়া, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ০১৭১২৯৫৩৫৪৯। ডি-৬০০৩৯৩

✱ উত্তরা ৩নং সেক্টর ২৫৫০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ও ১২ নং সেক্টরে ৯০০ ব.ফু. রেডি ফ্ল্যাট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৬৬৬৭৯৪৩১। ডি-৬০০৪১৩

✱ আশুলিয়ায় ২৪ শতাংশ ও বর্ধিত পল্লবী মিরপুরে ৪ কাঠা জমি ও উত্তরা ১৮ নম্বর সেক্টরে রাজউক এপার্টমেন্ট প্রকল্পে ১টি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। মোবাইল : ০১৯৩৪-৬১৬০৮৭, ০১৬৭৭-৯৭৪৬৯৩। ডি-৬০০৪১২

✱ পশ্চিম ধানমন্ডি বাংলাদেশ আই হসপিটালের পিছনে, সাইজ ১৩৫০, ১২৫০, ১৬৫০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮৮১-৬৫৫০৪৩। ডি-৬০০৪১৬

✱ উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরের ১১ রোডে পার্কিং ছাড়া ১৪০০ বর্গফুটের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। যোগাযোগ : ০১৬৭৭-৯৭৪৬৯৩। ডি-৬০০৪১০

✱ ধানমন্ডি নর্থ রোডে গ্যারেজসহ ১৪৭৫ বর্গফুটের ৩ বেডের ব্যবহৃত আধুনিক ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রি হবে। বিস্তারিত জানতে ০১৭২৬৮১৮৬৯১, ০১৭৫৯৩৫২৭৬৫। ডি-৬০০৪৬৬

পাত্র চাই

✱ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তার একমাত্র কন্যা (৩৪); বিদেশে এনভায়রনমেন্ট প্ল্যানিংয়ে মাস্টার্স। ঢাকায় উন্নয়ন সংস্থায় কো-অর্ডিনেটর পাত্রীর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত (অনুর্ধ্ব-৪০) পাত্র। সরাসরি : ০১৯১৩-৪৬৮৬৭২। টিবু-৬০০৪৭৬

✱ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বিএসসি-সিএসই রুয়েট, শিক্ষক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় (২৬-৫-৩") নামাজি সুদর্শনা পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। অভিভাবক : ০১৮৪৩৪০২৫৫৬ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৬০০৫১১

✱ ও-এ লেভেল ব্যারিস্টার (২৫+৫-৩") সুন্দরী বাবা বিচারপতি ঢাকায় অভিজাত পরিবার পাত্রীর সমমনা পাত্র। কান্তা আপা। ০১৭১১৮৬০২৬১, ০১৯৭১৮৬০২৬১। খিলবু-৬০০৫৩৩

✱ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার উচ্চশিক্ষিত ও বংশীয় একমাত্র মেয়ে সুন্দরী (৩১+৫-৩") শর্ট ডিভোর্সি পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। মোবা : ০১৮৪১৫২৭৯০৩। ডি-৬০০৫৬৪

✱ ঢাকায় স্থায়ী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবীর কন্যা (২৭+৫-৩") মাস্টার্স পাত্রীর জন্য যেকোন জেলার পাত্র। সরাসরি : ০১৮৬৪৪৬০২৯৩ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৬০০৫৪৫

✱ ঢাকায় স্থায়ী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কন্যা, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (ইইই) আইইউটি চাকরিরত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি (২৪+৫-৫") সুদর্শনা সুন্দরীর দেশ-বিদেশের উপযুক্ত। মোবাইল: ০১৭১৯০৩৭৩৬৫। ডি-৬০০৫৩১

✱ ঢাকায় সেটেল্ড, ডাক্তার, সুদর্শনা, সম্ভ্রান্ত (২৬+৫-২") পাত্রীর পাত্র চাই। ইসলামি মূল্যবোধসম্পন্ন পাত্র/পাত্রীর সন্ধানে। barakahmarrige@gmail.com # ০১৮১৭২১৫৩১৭। ডি-৬০০৫৫৩

পাত্রী চাই

✱ ডাক্তার (৩৫-৫-৮") আমেরিকা অ্যামাজনে কর্মরত (৩৪-৫-৮") কানাডার পিএইচডিধারী (৪০-৫-৭") শিল্পপতি (৩৭-৫-৮") পেট্রোবাংলা (৫০-৫-১০") ডিভোর্স পাত্রদের। নাহারআপা-মহাখালী-ডিওএইচএস # ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০০৩৪৫

✱ বিসিএস ডাক্তার (৩২-৫-৭") আর্মির ক্যাপ্টেন (২৯-৫-৬") লন্ডনের ডাক্তার (৩২-৫-৮") অস্ট্রেলিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (৩৩-৫-৮") ম্যাজিস্ট্রেট (২৯-৫-৬") পাত্রদের। নাহার আপা-মহাখালী-ডিওএইচএস # ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০০৩৪০

✱ বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট। পিএইচডিধারী টেক্সাস আরলিংটন। আমেরিকায় মাইক্রোন টেকনোলজিতে কর্মরত গ্রিনকার্ডধারী (৩৩+৫-১০")। পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৮৭৫১১৭১৭। ডি-৬০০৩৩৭

✱ বিএসসি বুয়েট, এমএস পিএইচডি আমেরিকা। আমেরিকাতে অ্যামাজনে কর্মরত। (৩২+৫-১০") সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগযোগ : +৮৮০১৯৫৮৪৬১০৬৭। ডি-৬০০৩৩৬

✱ ফ্যামিলিসহ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন বাবা-মা ডাক্তার ব্যাচেলর অফ বিজনেস ইউনিভার্সিটি অফ ক্যানবেরা অস্ট্রেলিয়াতে কর্মরত (২৮+৫-৯") সুদর্শন পাত্রের দেশ-বিদেশি। ০১৪০০৭৬৮০৫০। ডি-৬০০৩৬৬

✱ কানাডার পার্মানেন্ট রেসিডেন্স ডিফেন্স পিতার পুত্র গ্র্যাজুয়েশন (সিএসই) কানাডায় অ্যাপেল কোম্পানিতে কর্মরত (২৮+৫-১১") সুদর্শন ও নামাজি পাত্রের। ০১৯১৫৫৬৭৩৫৪। ডি-৬০০৩৬৭

✱ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন (৩৪+৫-১০"), ইউকে (৩১-৫-৮"), কানাডা (৩৩+৫-৯"), আমেরিকা (৩৫+৫-৮") সুদর্শন পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোমসার্ভিস : ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০০৩৭০

✱ সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র এ/ও লেভেল বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার মালয়েশিয়া মাস্টার্স অস্ট্রেলিয়া সিটিজেন (৩০+৫-১০") সুদর্শন পাত্রের-০১৮৯৬২২৪৫৫৮। ডি-৬০০৩৬৯

✱ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পানি উন্নয়ন বোর্ড বিএসসি এমএসসি (বুয়েট) পিএইচডি ইংল্যান্ড অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড (৩৫+৫-৯") শর্টডিভোর্স পাত্রের আর্জেন্ট। যোগাযোগ : ০১৯৩৯৫০০৭০৯। যাবু-৬০০৩৩২

✱ এমবিবিএস, বিসিএস, এমডি, আইএসপি (পেইন) থাইল্যান্ড, কর্মরত সরকারি মেডিকেল পিতা-মাতা ডাক্তার প্রফেসর (৩৮+৫-৮") ডিভোর্স সুদর্শন অভিভাবকগণ যোগাযোগ: ০১৮৬৩৮২৭০০৮ (হোয়াটসঅ্যাপ)। যাবু-৬০০৩৪১

✱ উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিউইয়র্কে বসবাসরত NYPD তে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের (২৮+৫-৮" ইঞ্জিনিয়ার) এর জন্য লক্ষ্মী ও সুদর্শন পাত্রী চাই। দেশ/আমেরিকান পাত্রী। শুধুমাত্র অভিভাবকগণ-০১৭২২১২০১৬। সি-৬০০২২৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা-৫নং সেক্টরে ১৮৩৮ ব.ফু., বসুন্ধরা আ/এ ১২৯১, ১৫৭৫, ১৮১৬, ২১৮০, ২৭৩৯ ব.ফু., বারিধারায় ২০৩৯ ব.ফু. ও মনিপুরীপাড়ায় ১৬০৪ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭০৮১৪৬৩৮৫, ০১৭০৮১৪৬৩৮৭। ডি-৬০০৫৪০

✱ উত্তরা ও মেট্রোরেল লাইন ৬ এক্সটেনশনের সন্নিকটে টঙ্গী আনারকলি রোডে আধুনিক কনডোমিনিয়াম প্রকল্পে ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। এখানে রয়েছে সুইমিংপুল, জিম, ছাদবাগান এবং নাগরিক জীবনের অন্যান্য সকল সুবিধাদী। ০১৮১৯৮১৫৯৩৭, ০১৩২৯৭১৩৬৭৯। ডি-৬০০৪২১

✱ গুলশান নর্থে ৪৩০০ ও ৪১৮২ ব.ফু., বনানী নর্থে ১৮৭৫ ব.ফু. এবং পশ্চিম ধানমন্ডি রায়েরবাজারে ১৯৮৫ ব.ফু. আয়তনের ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১২০২১০৭২। ডি-৬০০৪৪৭

✱ ধানমন্ডিতে ৬নং রোডে এ্যাসেট নির্মিত ১ পার্কিংসহ ১২০০ ব.ফু. ৩ বেডের (লিফট, জেনারেটর ও তিতাস গ্যাস সংযোগ) ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭৯৩-৩১১৭৬১। ডি-৬০০৪৪৮

✱ ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ৩০০০, ২৩২৮ বর্গফুট এবং ১২ এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৮৪৪৬০০৩৫১, ০১৮৪৪৬০০৩৫৩। ডি-৬০০৪৫৩

✱ মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বাঁশবাড়ি মেইন রোড ও মোহাম্মদীয়া হাউজিং লিমিটেড, নির্মাণাধীন প্রায়রেডি ৩/৪ বেডের ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭২৩৮৭৮১০১। ডি-৬০০৪৫২

✱ বসুন্ধরা সি-ব্লকে ১০০ ফিট কর্ণার প্লটে উন্নতমানের বিদেশী ফিটিংসসহ ১৮৫০ ব.ফু. অত্যাধুনিক রেডী ফ্ল্যাট। প্রিমিয়ার হাউজিং। মোবা : ০১৭৩০৩১২৫৭৮, ০১৭৩০৩১২৫৭৭। ডি-৬০০৪৪১

✱ আকর্ষণীয় মূল্যে বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মোহাম্মদপুর, ময়নারটেক, আশকোনা, বাড্ডাসহ অন্যান্য এলাকায় ফ্ল্যাট/জমি/বাড়ী ক্রয়/বিক্রয়। ফাইন হোমস লি.। ০১৭০৬৩১৪১০১, ০১৭০৬৩১৪১০৫। ডি-৬০০৪৪৩

✱ পশ্চিম ধানমন্ডি, রায়ের বাজার হাইস্কুল সংলগ্ন নির্মাণাধীন প্রজেক্টে ১৭২২, ১৫৫৪ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। ০১৭৩২০১৬৭৩৭, ০১৬১১৭৮৯১০৪। ডি-৬০০৪৮৩

পাত্রী চাই

✱ সপরিবারে আমেরিকার সিটিজেন, পিএইচডি, নিউইয়র্কে চাকুরিরত (৩১-৫-৮") সুদর্শন পাত্রের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিবিএ পাত্রী (আর্জেন্ট) সরাসরি : ০১৭২৮-৩৯৭৩৭৮। ডি-৬০০৪০৩

✱ বাংলাদেশে ও/এ লেভেল, কানাডায় আন্ডারগ্রেড এবং মাস্টার্স। উচ্চপদে কর্মরত কানাডিয়ান সিটিজেন (বয়স-৩১ উচ্চতা ৫-৮") পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (এটা কোন মিডিয়া নয়)। কোন তথ্য জানতে চাইলে পিতার সাথে যোগাযোগ করুন। হোয়াটসঅ্যাপ-এ ছবিসহ সিভি পাঠান : ০১৭১৩০১৩৮৮৩। ডি-৬০০৪১৮

✱ শুধুমাত্র ডিভোর্সি পাত্রী চাই। ৪০-উর্ধ্ব ডিভোর্সি পাত্রীগণ যোগাযোগ করুন। # ০১৭৯৫৮২৩৪৮২। সি-৬০০৩০৩

✱ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবার গভ. উচ্চপদস্থ পিতার পুত্র বিএসসি/এমএসসি (ঢা.বি.) অস্ট্রেলিয়ায় পিএইচডি/ চাকরিরত লেকচারার (৩৪+৫-৯") সুদর্শনের দেশ/বিদেশের। ০১৬০৩৭৯৫৯৯৫। সি-৬০০৩৯৯

✱ চাকরিজীবী পাত্রের জন্য সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের প্রেকটিস্‌ড মুসলিম এবং পরহেজগার পাত্রী (৩৩+) পাত্রী চাই। হোয়াটসঅ্যাপ-০১৮৭২৩০৯৯৭৭। ডি-৬০০৪৭০

✱ অভিজাতে স্থায়ী আমেরিকায় চাকরিরত/গ্রিনকার্ড বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার পিতা বুয়েটের প্রকৌশলী, ছোট পরিবার (জন্ম-৯৩) সুদর্শন নামাজির আর্জেন্ট পাত্রী। ০১৮৮২৮৬৩৯২১। সি-৬০০৩৯৭

✱ আমেরিকার অ্যামাজন কোম্পানিতে কর্মরত। বিএসসি বুয়েট। এমএসসি ও পিএইচডি আমেরিকা। শিক্ষিত পরিবার (৩৫+৫-৮") সুদর্শন পাত্রের— ০১৪০৭০০৪৩৯৩। ডি-৬০০৫৬৭

✱ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ছোট পরিবার। অনার্স মাস্টার্স জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। বিসিএস ৪০তম। সুদর্শন (৩০+৫-১০") ম্যাজিস্ট্রেট পাত্রের পাত্রী। ০১৭০৬৬৮৭১৪৪। ডি-৬০০৫৬৮

✱ সরকারি ইঞ্জিনিয়ার। বিএসসি-বুয়েট। ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুদর্শন (২৯-৫-৭") পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৫০৩৭৩৭২১। ডি-৬০০৫৬৬

✱ আর্মি ক্যাপ্টেন, এসএসসি+এইচএসসি-ক্যাডেট কলেজ। বিএসসি-এমআইএসটি। অব. কর্মকর্তার পুত্র সুদর্শন (২৯+৫-৭") পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭১৯৮০৩৪৮৪। ডি-৬০০৫৬২

✱ ৪১তম বিসিএস (ইইই) ইঞ্জিনিয়ারিং কুয়েট। (৩০+৫-৭") ছোট পরিবার, ঢাকায় সেটেল্ড, সুদর্শন ও নামাজি পাত্রের, অভিভাবকগণ যোগাযোগ। ০১৭০৬৫৮৮০০৩। kannakumari.m3158@gmail.com ডি-৬০০৫৬১

✱ এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। বিসিএস ৩৯তম (ঢাকায় পোস্টিং)। এফসিপিএস পার্ট-১ মেডিসিন। ঢাকায় বসবাসরত সুপ্রতিষ্ঠিত (৩১+৫-১০") পাত্রের পাত্রী। # ০১৭৩০২১৫৯২৮। ডি-৬০০৫৫৯

✱ চাকুরীজীবী বয়স ৪৬, স্ত্রী মৃত সন্তান নেই যেকোন জেলার পাত্রীগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন। ইস্যু গ্রহণযোগ্য। ০১৯৮১-২৯৭৫৪৫। ডি-৬০০৪০৮

✱ এরোনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার UTM-মালয়েশিয়া-মিলন ইউনিভার্সিটি ইতালি (স্কলারশিপ) (২৭+ ৫-৮") ব্যবসায়ী পিতার ইসলামী মূল্যেবোধ সম্পন্ন পাত্রের পর্দানশীল পরিবারের ঢাকায় সেটেল্ড নামাজি পাত্রী চাই। অভিভাবক-০১৯০৯২২৭৪৫০ সি-৬০০১৯৬

✱ পাত্র ডিভোর্সড ঢাকায় বসবাসরত, এমবিএ, ব্যবসা (ফার্মেসি), সুদর্শন (৩৯+৫-৭") পাত্রের সিটিজেনশিপ/ ঢাকায় স্থায়ী পাত্রী। সরাসরি- ০১৬৮৩৮৫৫৮৬০। ডি-৬০০১৬৬

✱ ঢাকায় স্থায়ী নামাজি পাত্র এসএসসি-১২, (৫-৯") বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালকের (আইসিটি) জন্য ধার্মিক পাত্রী চাই। অভিভাবক-০১৯৬০৮৯২০১৯। ডি-৬০০২০১

✱ ইউরোপে সিটিজেন ঢাকায় স্থায়ী এম.কম. (৫-৭") এসএসসি-২০০৩ পাত্রের অনার্স/মাস্টার্স উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রী চাই। মোবাইল: ০১৫৫২৪৬৭৬১৬, ০১৬৭৪-১৭৬২৮৫। ডি-৬০০২৮৬

✱ শর্ট ডিভোর্স অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর-ভিইউপি, মাস্টার্স-ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ডক্টর অব ফিলোসফি-ইউএসএ ঢাকায় স্থায়ী (৪২+৫-৭") পাত্রের +৮৮০১৭৬৭০০১৯৮৬। ডি-৬০০৫১৫

✱ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। বিসিএস ৪১তম। বিবিএ-এমবিএ ঢাবি। বাবা সরকারি কর্মকর্তা। ঢাকায় বসবাসরত সুদর্শন (২৯+৫-১০") পাত্রের পাত্রী চাই। # ০১৭৩১৩৫১৮৮৩। ডি-৬০০৫১৪

✱ পাত্র বিএসসি, এমএসসি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমানে জাপানে পিএইচডি রানিং (৩০+৫-৮") সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। যোগাযোগ : +৮৮১৯৭২০০৬৬৯০। ডি-৬০০৫১২

✱ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল কলেজ। বিসিএস ৪২তম। সিরাজগঞ্জে কর্মরত। বাবা-মা ডাক্তার। ঢাকায় বসবাসরত সুদর্শন (২৯+৫-৯") পাত্রের। অভিভাবক-০১৬০৫৫৫০৯১৮। ডি-৬০০৫০৫

✱ সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, অস্ট্রেলিয়া সিটিজেন (৫-১১"-১৯৯২) ফর্সা, পাত্রের পাত্রী। অভিভাবক যোগাযোগ : ০১৭৫৪২৭৬২৩০, bananidhaka2009@gmail.com ডি-৬০০৫০৮

✱ সচিবপুত্র, শিক্ষিত ছোট পরিবার ৪৩ বিসিএস (এডমিন ক্যাডার) ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট (৫-১১"-১৯৯৩) পাত্রের পাত্রী। অভিভাবক যোগাযোগ- ০১৭৪২৩৯৬৭৪২। bananidhaka2009@gmail.com ডি-৬০০৮৯৯

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা-১৬নং সেক্টরে ১৫০২, ১৬৭৭ ব.ফু., ১৭নং সেক্টরে ১৭১৬, ১৭৬৫ ও ১৬৯১ ব.ফু., পশ্চিম ধানমন্ডিতে ১০৭৩ ব.ফু. ও শ্যামলী রিং রোডে ১২৩৫, ১২৮৫, ১২৬৫, ১৩১৯ ব.ফু. ফ্ল্যাট। ০১৭০৮১৪৬৩৮৭, ০১৭৩০০৮৮০০১। ডি-৬০০৫৪১

✱ বসুন্ধরা আ/এ আকর্ষণীয় লোকেশনে ১০০% রেডি ১৫০০, ১৭০০, ২২০০ ও ২৩০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট স্বল্প মূল্যে জরুরী বিক্রয়। ০১৩২২-৮৪০০৫৪। ডি-৬০০৪৫৬

✱ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়! দিয়াবাড়ি, বসুন্ধরা, মিরপুর, কাকরাইল ও ক্রিসেন্ট রোডে অত্যাধুনিক ফিটিংসে নির্মিত ১১০৫, ১১১৬, ১৫১৭, ১৫৮৭, ২০২৮, ১৯২৭, ১৮৯৮ ও ২৩৩৭ ব.ফু.। মোবা : ০১৭১৩১৭৮৬০৩, ০১৭১৩১৭৮৬০৪। টিবু-৬০০৪৮৮

✱ উত্তরা ৬নং সেক্টরের ১নং রোডে, ২৪০০ বর্গফুটের ৪ বেডের নির্মাণাধীন দক্ষিণমুখী সিঙ্গেল ইউনিট এপার্টমেন্ট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৫, ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৬। টিবু-৬০০৪৪৯

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে ২৫ সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ সুনামধন্য ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ব্র্যান্ডনিউ সিঙ্গেল ইউনিট ৩৮৪০ বর্গফুট ২ কার পার্কিংসহ তিনটি ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭১৩৯০৯০৪৮, ০১৭১৫১৩৪২৫৬। টিবু-৬০০২০৭

✱ ১৮৭২ বর্গফুট (৬তলা), তিন বেডরুমের, সুইমিংপুল, বাচ্চাদের খেলার মাঠ সুবিধাসহ ফ্ল্যাট বিক্রয়। বিজয় রাকিন সিটি, মিরপুর-১৩। মোবা: ০১৯৭০-৫৫৫৫৪২। টিবু-৬০০৫০০

পাত্রী চাই

✱ বিএসসি কম্পিউটার আইইউটি, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (২৭+৫-৮") সুদর্শন ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রের দেশের সিটিজেন পাত্রীর অভিভাবকগণ : ০১৭২৭২৭১০০০। যাবু-৬০০৪৮৬

✱ ঢাকায় স্থায়ী জন্ম-৮৯, ইঞ্জিনিয়ার ইইই, (৫-১১") সুদর্শন (মাল্টিন্যাশনাল) পাত্রের জন্য ইঞ্জিনিয়ার, এমবিএ/বিবিএ, ডাক্তার দেশি/বিদেশি পাত্রী। # ০১৭১১৫৩০৮৯৯। ডি-৬০০৪৯৬

✱ লন্ডনের ডাক্তার (৩০-৫-৭") এমবিবিএস এমএস অর্থোপেডিক্স বাবা অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল ঢাকায় সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৫৬-৪১৪৯৪৯। ডি-৬০০৪৯৭

✱ বুয়েটের এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর (৩৪-৫-৮") বিএসসি বুয়েট পিএইচডি জার্মানী ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ও ছোট পরিবারের সুদর্শন পাত্রের মোবা: ০১৭৩০-৯৯০৯৭২। ডি-৬০০৪৯৮

✱ সুদর্শন মুসলিম পরিবারের এমবিএ, এলএলবি ডিভোর্স ৪০+ ঢাকা স্থায়ী পাত্রের জন্য, সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সেটেল্ড পাত্রী চাই (আর্জেন্ট)। শুধুমাত্র বাবা/মা-সরাসরি : ০১৮৬৭৯৮০২২৩। টিবু-৬০০৫০৬

✱ ধার্মিক, মাস্টার্স, প্রাইভেট জব, বয়স ৪৫+ অবিবাহিত পাত্রের পর্দানশীল, ধার্মিক, পরহেজগার, বিনয়ী, সাংসারিকমনা, বংশীয় পাত্রী। ০১৬৩২১৫৪২৮২। টিবু-৬০০৪৮৫

✱ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকায় পিআরপ্রাপ্ত চাকুরীরত সুদর্শন ৫-১০"-২৯ পাত্রের ডাক্তার/ ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী অনূর্ধ্ব ২৫। নো-মিডিয়া। পিতা : ০১৭৬৭১২৭২২৩। টিবু-৬০০২১০

✱ ইঞ্জিনিয়ার, এমএসএস, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক, শর্ট ডিভোর্সড, শিক্ষিত পরিবারের (৩৪-৫-১০") সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭১২-৮২০৬২০, email:jhbhuiyan1957@gmail.com ডি-৬০০৫৩৫

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ সাভার ডিওএইচএস ১৩৯৭ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী এবং পূর্বমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭০৮১৪৬৩৮১, ০১৭০৮১৪৬৩৮২। ডি-৬০০৫৪২

✱ মগবাজারে দক্ষিণমুখী রেডি ৮৩৪ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৪৮-৫১৭৪৪৪, ০১৬০৬-৪৯৮২৯৮। ডি-৬০০৫৩৬

✱ দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়-পূর্ব রামপুরা পোস্ট অফিসের গলিতে ১৫৩২ ও ১৩০৮ ব.ফু.। ০১৭১৩১৭৮৬০৬, ০১৭১৩১৭৮৬০৪। টিবু-৬০০৪৯০

✱ উত্তরা ৩, ৪, ৫, ৬, ১৫, ১৬ ও ১৭নং সেক্টরে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭১৩১৭৮৬১৬, ০১৭১৩১৭৮৬২০। টিবু-৬০০৪৮৯

✱ বসুন্ধরায় এআইইউবি-সংলগ্ন স্বল্প ব্যবহৃত ৪ বেডের, রামপুরায় বেটারলাইফ হাসপাতাল-সংলগ্ন ব্যবহৃত ৩ বেডের, শান্তিনগরে ব্যবহৃত ৩ বেডের ফ্ল্যাট। সরাসরি : ০১৯১৩-৪৬৮৬৭২। টিবু-৬০০৪৭৮

✱ সেগুনবাগিচা হাইস্কুলসংলগ্ন ১৩০০ ব.ফু. নতুন ও কর্নারপ্লটে পার্কিংসহ ১টি রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। ০১৭৫২৭৭০৫৭৭। খিলবু-৬০০৫২৫

✱ আফতাবনগর সি-ব্লক ৩নং রোডে লাইনগ্যাস পার্কিং লিফট, জেনারেটরসহ ৪র্থতলা ফ্রন্টসাইডে ১১৫০ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয় সরাসরি। ০১৭৬৫২৫৮৩৩০। খিলবু-৬০০৫২৪

✱ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এল-ব্লকে ৪০ ফিট রাস্তায় দক্ষিণমুখী ১৪৫০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৮৯৪৪১১১৭১, ০১৮৯৪৪১১১৭২। ডি-৬০০৫৬৯

পাত্রী চাই

✱ ঢাকায় স্থায়ী, জয়েন সেক্রেটারি পিতার সন্তান, পিএইচডি, ব্যবসায়ী (৫-১০"+৪৪) পাত্রের ব্যবসায়ী পরিবারের ডিভোর্সি বিধবা পাত্রী। ০১৭৪৪২৭৮২৭২। ডি-৬০০৫৪৪

✱ ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত, গভঃউচ্চপদস্থের পুত্র, এমবিবিএস গভঃমে:ক : বিসিএস স্বাস্থ্য এফসিপিএস ২য় পার্ট, রানিং মেডিসিন, ঢাকায় পোস্টিং (২৯+৫-১০") সুদর্শনের উপযুক্ত। ০১৮৪৮০৪১৭১৭। ডি-৬০০৫৫০

✱ বিসিএস ক্যাডার পাত্রদের পররাষ্ট্র (৩২+৫-৯") নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (২৯+৫-১০") রোডস এন্ড হাইওয়ে (৩২+৫-৮") পিডব্লিউডি (২৯+৫-১১") এএসপি (৩০+৫-৯") ইনকামট্যাক্স (২৮+ ৫-৭") সুদর্শনদের উপযুক্ত। ০১৯১১৬৭৪৯৩৭। ডি-৬০০৫৪৭

✱ পরিবার ঢাকার সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র-কানাডার নাগরিক (কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং চাকুরিরত) বাসা/অফিস : টরেন্টো (জন্ম : ১০-০৬-১৯৯৬ইং) কানাডা, ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত পরিবারের শিক্ষিত পাত্রী চাই। অভিভাবক : ০১৮১৯২২৬০৯১, ০১৮১৯২২৬১৭৭ (Phone & Whatsapp)e-mail :belu_@yahoo.com ডি-৬০০৫৭৬

✱ জার্মান প্রবাসী (৩৬+৫-১০") পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ইউরোপ প্রবাসী হলে ভালো হয়। যোগাযোগ-০১৭১১৩২২৪৪০ ডি-৬০০৫৯১

✱ ৩৭ বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডার। বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট। ঢাকাতে বসবাসরত (৩৩+৫-৮.৫") সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগাযোগ : +৮৮০১৩৩২৫৬৫৮৭৭ ডি-৬০০৫৮৯

✱ ঢাকায় সেটেল্ড ব্যাংক কর্মকর্তার একমাত্র ছেলে (৩১+৫-৭") বিএসসি (ইইই) বুয়েট, এমএসসি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স রাশিয়া। সাইন্টিফিক অফিসার রূপপুর, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট পাত্রের পাত্রী। ০১৭১৫৮৯৭৮৬৫। ডি-৬০০৫৮৮

শ্রেণীভুক্ত বিজ্ঞাপনের বাকি অংশ পৃষ্ঠা-৪

BRIDE & GROOM

তারুণ্যের বিয়ে!
প্রেম-বিয়ে-পরিবার
বিয়ে কী কেন?

Contact Us
01720-504504
www.marriagesolutionbd.com

ম্যারেজ সলিউশন বিডি

Head Office: Road:5,Block: E,Opposite Muktijoddha Govt. Mohila College) Lalmatia, Dhaka -1207 — 01745-573349
Corporate Office: Century Park Tower House-36, Road-117, (3rd floor) Suite-3,Gulshan 1, Dhaka -1212 — 01907-550361
Chattogram Brunch: Zakir Hossain Society House 13/A, Road, 3 S Khulshi Chittagong-2017, Bangladesh — 01970-504504

চা - বাগান বিক্রয়

ঠাকুরগাঁও জেলার আওতাধীন ৮০ একর জায়গায় ৫০ একর চা বাগান এবং ৩০ একর আবাদযোগ্য জমিসহ মোট জমি একত্রে অথবা অর্ধেক জমি বিক্রয় হইবে। উক্ত জমি সম্পূর্ণ কোম্পানি রেজিষ্ট্রেশন ভুক্ত সমতল ভুমি, বিদ্যুৎ, সেচ, পাকা রাস্তা সহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা সম্পুর্ন একটি দৃষ্টিনন্দন চা বাগান। উল্লেখ্য যে কাগজপত্র, খাজনা, খারিজ হালনাগাদ করা আছে। এখানে আপনি চা বাগান ছাড়াও অন্য যেকোন কাজে ব্যবহার করিতে পারিবেন। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একমাসের মধ্যে শুধু মাত্র প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন, মোবাইল এবং হোয়াট্স আপ এ।

যোগাযোগ & : 01711529251

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION
Together for Better Life

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বেসরকারি সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন (এমআরএ সনদ নং.: ০৪৯০৮-০০৬০৭-০০০২৩) -এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি'র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী এবং বরিশাল বিভাগে নিম্নলিখিত পদসমূহে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে;

এ্যাসিসটেন্ট রিজিওনাল ম্যানেজার: ৫ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কমপক্ষে ১০টি শাখা সমন্বয়ে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ঋণ কর্মসূচিতে মোট ৭ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর। বেতন-ভাতা: শিক্ষানবিসকালে সর্বসাকুল্যে ৫৭,২০০/- (প্রকৃত জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ, উৎসাহ ভাতা, হার্ডশিপ এলাউন্স, মোবাইল ও টিফিন ভাতাসহ)। স্থায়ীকরণের পর মোট বেতন ও ভাতা ৭৪,০০০/-

এরিয়া ম্যানেজার: ১০ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম স্নাতক। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে কমপক্ষে ৫টি শাখা সমন্বয়ের ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ ঋণ কর্মসূচিতে মোট ৭ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর। বেতন-ভাতা: শিক্ষানবিসকালে সর্বসাকুল্যে ৫১,৫০০/- (প্রকৃত জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ, উৎসাহ ভাতা, হার্ডশিপ এলাউন্স, মোবাইল ও টিফিন ভাতাসহ)। স্থায়ীকরণের পর মোট বেতন ও ভাতা ৬২,৯০০/-

ইউনিট ম্যানেজার: ১০ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ন্যূনতম স্নাতক। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ইউনিট ম্যানেজার পদে এমআরএ সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩ বছর কাজের অভিজ্ঞতা ও কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স: সর্বোচ্চ ৩৮ বছর। বেতন-ভাতা: শিক্ষানবিসকালে সর্বসাকুল্যে ৪০,২০০/- (প্রকৃত জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ, উৎসাহ ভাতা, হার্ডশিপ এলাউন্স, মোবাইল ও টিফিন ভাতাসহ)। স্থায়ীকরণের পর মোট বেতন ও ভাতা ৪৭,৬৪০/-

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার-সিডিও: ৫০ জন (ঢাকা ও খুলনা বিভাগ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ন্যূনতম স্নাতক। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে এমআরএ সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ১ বছরের মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা ও কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর। বেতন-ভাতা: শিক্ষানবিসকালে সর্বসাকুল্যে ৩০,৫০০/-(প্রকৃত জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ, উৎসাহ ভাতা, হার্ডশিপ এলাউন্স, মোবাইল ও টিফিন ভাতাসহ)। স্থায়ীকরণের পর মোট বেতন ও ভাতা ৩৯,০২৩/-

এ্যাসিসটেন্ট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার-এসিডিও: ৫০ জন (ঢাকা ও খুলনা বিভাগ)

শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ন্যূনতম স্নাতক। ঋণ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট পদে অভিজ্ঞতা, মোটর সাইকেল চালনায় ও কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর। বেতন-ভাতা: শিক্ষানবিসকালে সর্বসাকুল্যে ২৬,৮০০/- (প্রকৃত জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ, উৎসাহ ভাতা, হার্ডশিপ এলাউন্স, মোবাইল ও টিফিন ভাতাসহ)। স্থায়ীকরণের পর মোট বেতন ও ভাতা ৩৩,৯৮২/-

এ ছাড়া সকল পদের ক্ষেত্রে উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পারফরম্যান্স বোনাস, আবাসন সুবিধা ও শহর ভাতা/বিশেষ ভাতা (ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ জেলা, খুলনা, রাজশাহী মেট্রোপলিটন শহর, বরিশাল বিভাগের উপকূলীয় শহরের জন্য) থাকবে। ৬ মাস কাজের ফলাফল মূল্যায়নের ভিত্তিতে স্থায়ী নিয়োগের সুযোগ থাকবে। চাকুরী স্থায়ীকরণের পর বর্ধিত বেতনসহ অন্যান্য সুবিধা (প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও কর্মী কল্যাণ ইত্যাদি) প্রদান করা হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত (যোগাযোগ নম্বরসহ), শিক্ষার সনদ ও জাতীয় পরিচয় পত্র ও ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদ, এক কপি ছবি এবং কাজ করতে আগ্রহী বিভাগের নাম উল্লেখ করে "ওয়েভ ফাউন্ডেশন" শিরোনামে ২০০/- টাকার পে-অর্ডারসহ আগামী **১৪ অক্টোবর, ২০২৪** তারিখের মধ্যে প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগ, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ২২/১৩বি, ব্লক-বি, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭ ঠিকানায় আবেদন করতে হবে। খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। শুধুমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীদের পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে এবং প্রার্থীর মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা হবে। নিয়োগের সময় শর্ত প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য যে, কোন টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

www.wavefoundationbd.org

অভিনয়ে চার্লি

অ্যামাজনের সিরিজ *ওভারকমপেনসেটিং*-এ গায়িকা চার্লি এক্সসিএক্সকে অতিথি চরিত্রে দেখা যাবে। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

চারুকলায় শরৎ উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় শরৎ উৎসবের আয়োজন করেছে সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী। আজ শুক্রবার সকাল ৭টা ২৫ মিনিটে যন্ত্রসংগীতশিল্পী মো. ইউসুফ খানের সরোদবাদনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে উৎসব। থাকবে শরৎকথন, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, একক ও দলীয় গান, নৃত্য, আবৃত্তি ও পাঠ। **বিনোদন ডেস্ক**

এল ট্রেলার

৩৩ বছর পর একসঙ্গে দুই মেগাস্টার রজনীকান্ত ও অমিতাভ বচ্চন। মুক্তি পেয়েছে এই দুই তারকা অভিনীত তামিল ছবি *ভেটাইয়ান*-এর ট্রেলার। ছবির ট্রেলারে রজনীকান্ত আর অমিতাভকে দুরন্ত অ্যাকশন দৃশ্যে দেখা গেছে। পুলিশ অ্যাকশন ড্রামা ছবিটি ১০ অক্টোবর মুক্তি পাবে। **প্রতিনিধি**, *মুম্বাই*

ভেটাইয়ান-এ রজনীকান্ত। ছবি : এক্স থেকে

আজ 'ইত্যাদি'র পুনঃপ্রচার

বিটিভিতে আজ রাত ৮টার সংবাদের পর প্রচারিত হবে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ধারণ করা 'ইত্যাদি'। ২০২১ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে বড় সরদারবাড়ির সামনে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'সংগ্রাম'-এর আদলে তৈরি ভাস্কর্য ঘিরে বসা কয়েক হাজার দর্শক নিয়ে অনুষ্ঠানটি ধারণ করা হয়। ইত্যাদি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। **বিনোদন ডেস্ক**

কুমার বিশ্বজিৎ ও চিশতী বাউল। ছবি : ইত্যাদি

সাফল্য নয়, আনন্দ

২২ বছর ধরে বিনোদন-দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত ডেমি লোভাটো। ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিজীবনে নানা উত্থান-পতন শেষে এখন নিজেকে অনেকটাই গুছিয়ে এনেছেন গায়িকা। পেন ব্যাজলির পডকাস্টে হাজির হয়ে ডেমি বলেছেন, সাফল্য নয়, তিনি এখন আনন্দ পেতে কাজ করেন। নতুন অ্যালবাম *নট রক অ্যাট অল* নিয়ে এখন ব্যস্ত ৩২ বছর বয়সী এই গায়িকা-অভিনেত্রী। **বিনোদন ডেস্ক**

ডেমি লোভাটো। ছবি : রয়টার্স

হেসেখেলে ২০০ কোটি

কোরাতলা শিবা পরিচালিত দক্ষিণি ছবি *দেবারা : পার্ট* ১ মুক্তির ৬ দিনেই ২০০ কোটি রুপি আয় করে ফেলেছে। এটা কেবল ভারতীয় বক্স অফিসের হিসাব, বিশ্বব্যাপী ছবিটি এরই মধ্যে প্রায় ৪০০ কোটি রুপি আয় করেছে। অ্যাকশন ড্রামা ধাঁচের সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন এনটিআর জুনিয়র, জাহ্নবী কাপুর, সাইফ আলী খান। জাহ্নবী অভিনীত কোনো সিনেমা এই প্রথম ২০০ কোটির মাইলফলক স্পর্শ করল। **বিনোদন ডেস্ক**

তরুণ মুখ

কাকতালের বয়স মোটে তিন বছর, এরই মধ্যে 'আবার দেখা হবে', 'গোলোকধাঁধা', 'সোডিয়াম'-এর মতো গান দিয়ে তরুণ শ্রোতাদের নজর কেড়েছে তারা। আত্মপ্রকাশের তিন বছর পূর্তিতে দক্ষিণ পাইকপাড়ায় কাকতালের স্টুডিওতে ব্যান্ডটির প্রতিষ্ঠাতা, ভোকালিস্ট **আসিফ ইকবাল অন্তু**র মুখোমুখি হন **মকফুল হোসেন**

কাকতালীয়ভাবেই গানের জগতে এসেছি

ব্যান্ডের নাম 'কাকতাল' কেন?

কারণ, পুরো জার্নি খুবই কাকতালীয়। কোনো কিছু পরিকল্পনা করে হয়নি, যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব জোড়া লাগছে, সেভাবেই চলছে, সেভাবেই জড়িয়ে ধরছি। পরিকল্পনা না করে যখন জীবনের অনেক সুন্দর কিছু ঘটে যায়, সেই অনুভূতি অতুলনীয় ও মূল্যবান। কাকতাল নামে 'কাক' আছে। আমি কেন জানি কাকের সঙ্গে নিজের অনেক মিল খুঁজে পাই। কর্কশ সুরের সঙ্গে তাল। আমরা ধরে নিই, কোকিল তো গান গাইবেই। কিন্তু সেই দায়িত্বটা কাক নিলে কী ঘটতে পারে, সেটাই দেখতে চাই।

কাকতালের প্রায় সব গানের কথা ও সুর আপনার। প্রথম ১৩টি গানে একধরনের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের ছাপ রয়েছে, পরে গানে প্রকৃতিও ঢুকেছে। মাঝের সময়ে দ্রোহের গানও করেছেন...

আমার গানগুলো খুবই ব্যক্তিগত। আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত। যখনই যে অভিজ্ঞতার মধ্যে গেছি, যেটা আমাকে আবেগতাড়িত করেছে, সেই কথাগুলোই একটু সুরে মিশে গান হয়েছে। একটা মানুষ কখনোই এক জিনিসের মধ্যে থাকে না, মানুষের জীবনে নানান ঘটনা ঘটতে থাকে। আমি তো জানি না, কখন প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাব, বৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হব। কোনো একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেলাম, সেখানে একটা কামিনী ফুলের ঘ্রাণ পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, ওটা আমাকে অন্য জগতে নিয়ে গেল; এগুলো তো পরিকল্পিত নয়, প্রত্যাশিতও নয়। এসব নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, করতে চাইও না।

অনেক মানুষের মধ্যে গানকে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা অনেক শিল্পীরই থাকে। সেই আকাঙ্ক্ষাকে কীভাবে পাশ কাটান?

আমি পেশাদার মিউজিশিয়ান নই। কাকতালীয়ভাবে মিউজিক (গান) করি। মিউজিকের জন্য আমি প্রশিক্ষিতও নই। গানকে কখনোই বাণিজ্যিকভাবে দেখিনি, (শ্রোতারা) কোনটা পছন্দ করছে, কোন ধরনের গান মানুষ চাইছে, সেটা নিয়ে চিন্তা করিনি। তবে একটু পরিচিত হওয়ার পর চাপটা বেশি আসে। কিন্তু যখন আমাদের মনমতো কাজ করে শতাধিক গান বানিয়েই ফেলেছি এবং যখন দেখছি সেগুলোই মানুষ শুনছে, ভালোবাসছে, তখন তো আমাদের প্রচলিত নিয়মে যাওয়ার কোনো মানেই নেই। আমরা যা-ই করছি, যেভাবেই করছি, কিছু না কিছু হলেও তা কাজ করছে। তাহলে আমরা কেন আরেকজনকে অনুসরণ করতে যাব বা অন্য কারও কথা মানতে যাব? ওই চিন্তাটা একদমই পীড়া দেয় না।

এখন তো তরুণদের মধ্যে কাকতাল বেশ জনপ্রিয়তা। অনেক শো করেন, এখান থেকে অর্থও আসছে। এর মধ্যে আপনাদের নিজস্বতা হারানোর শঙ্কা দেখেন?

আমরা এই অর্থের ওপর খুব একটা নির্ভরশীল নই। আগে কিছুই ছিল না, তারপর নিরীক্ষা করার জন্য অনেক কিছুর প্রয়োজন বাড়তে থাকে। যত দিন আমরা বাদ্যযন্ত্র কিনতে পারিনি, কিনিনি। এখন কেনার সামর্থ্য হয়েছে, তাহলে কেন কিনব না? আমাদের আরেকটু উন্নতির জন্য, বাদ্যযন্ত্রের জন্য অর্থটা খরচ করছি। মিউজিক খুবই ব্যয়বহুল। পকেট থেকে টাকা ঢালতে হচ্ছে না, মিউজিকের টাকা থেকেই মিউজিক করছি। যে টাকাটা আসে, সবার মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। নিজের পকেট থেকে যাচ্ছে, এমন কোনো দুশ্চিন্তা হচ্ছে না।

বলা হয়, আপনার গায়কিতে অঞ্জন দত্তের প্রভাব বেশ স্পষ্ট...

সাদৃশ্য আছে হয়তো, তবে এটা ইনটেনশনালি (ইচ্ছাকৃত) নয়। মানুষ কেউই পুরোপুরি অরিজিনাল (মৌলিক) নয়। আমাদের বেড়ে ওঠার সময় চারপাশের সবই ইনফ্লুয়েন্স (প্রভাবিত) করে। সেটা অঞ্জন দত্ত হতে পারেন, আবার আমার পাশে বাসার কেউ গান করছে, উনিও হতে পারেন। যা ভালো লাগছে, তার একটা ছাপ থেকে যায় মনে। আমি যত দূর মনে করতে পারি, আমার বোন অনি অঞ্জন দত্তের ফ্যান (ভক্ত) ছিল। আমার বাবা হেমন্ত, লতা মঙ্গেশকর শুনত। অঞ্জন দত্তের গান আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। আমার অঞ্জন দত্তের কিছু পছন্দের গান আছে, যেগুলো খুব জনপ্রিয় নয়। পরে আরও অনেক ব্যান্ডের গান শুনেছি। অঞ্জন দত্ত যেমন গানে অনেক কথা ব্যবহার করেন, খুব বেশি মিউজিক নেই, তেমন আমিও কথাই বলি। মেথডটা (পদ্ধতি) অনেকটা একই। আমার ভয়েসটাও নাকি অঞ্জন দত্তের সঙ্গে মেলে। এ জন্য আরও বেশি মনে হয়। আবার অঞ্জন দত্ত বব ডিলানের থেকে প্রভাবিত। তাঁদের মেথড একই। গীতিকবি ও শিল্পী জনরাটা একই মেথডে চলে। তাঁদের গানে মিউজিক কম থাকে, কথা অনেক বেশি থাকে। আমি বাংলায় গান করি, বাঙালির আবেগও একই। ওনার সঙ্গে কেউ আমাকে তুলনা করলে এটা তো আমার জন্য গর্বের। অঞ্জন দত্ত, অর্ণব, জেমস, আইয়ুব বাচ্চু, ওয়ারফেজ, আর্টসেল, ব্ল্যাক, নেমেসিস, অর্থহীন, আরবোভাইরাস, ক্রিপটিক ফেইট, ভাইব শুনতাম। মেটাল শুনতাম প্রচুর। ক্রেডেল অব ফিলথ, প্যান্টেরা, সিওবি, এসওডি; পাশাপাশি মেটালিকা, আয়রন মেইডেন তো আছেই। পাঁচ বছর আগে প্রচুর টোয়েন্টি ওয়ান পাইলট, প্যানিক অ্যাট দ্য ডিসকো, গ্লাস অ্যানিমেলস শুনতাম।

আসিফ ইকবাল অন্তু। ছবি : খালেদ সরকার

কাকতালের তিন বছরের যাত্রাটা কেমন ছিল?

খুবই রোমাঞ্চকর। সারা দিন কাজের পর একটা গান বানাচ্ছি অথবা শো করছি, তখন পুরো দিনের প্যারাটা কমে যায়, উজ্জীবিত লাগে। আমার স্ট্রেসের ওষুধ হিসেবে গান কাজ করে। আমি সুখে আছি, মিউজিকের জন্য আর কিছুটা মিউজিকের মাধ্যমেই পাওয়া আমার সহধর্মিণী নুজহাতের জন্য। কাকতালে বর্তমানে সক্রিয় সদস্য ছয়জন। আমি, নাজেম আনোয়ার, অ্যালেক্স জোভেন, ঋদ্ধ, অন্তর বাজায় এবং জাভেদ আমাদের ম্যানেজার। এই যাত্রায় প্রত্যেকের অবদান রয়েছে।

আপনি গানে এলেন কীভাবে?

উদয়ন স্কুলে পড়তাম। স্কুলের র‍্যাগ ডেতে বাজানোর জন্য বন্ধুরা গিটার বাজানো শুরু করেছিল। তাদের দেখে আমিও ৫০০ টাকা দিয়ে পুরোনো দেশি গিটার কিনেছিলাম।। কিছুদিন পর বেশির ভাগ বন্ধু গিটার বাজানো ছেড়েও দেয়। আমি কোনোভাবে তাদের কাছ থেকে কিছু কর্ড শিখি। চার-পাঁচটা কর্ড দিয়ে র‍্যাগ ডেতে পারফর্মও করি। এর বেশি কখনো গিটার শেখা কিংবা মিউজিক নিয়ে চিন্তা করা হয়নি। মাঝেমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আড্ডা দিতে বসলে গান করতাম।

২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রচুর লেখালেখি করেছিলাম। গান নয়, একান্ত অনুভূতি। একসময় ভাবি, ওই কথাগুলোর সঙ্গে সুরও যুক্ত করা যেতে পারে। এরই মধ্যে একটি গিটার পাই। কী কর্ড বা নোট বাজাব মাথায় ছিল না, দু-একটা তার ধরছি, বাজাচ্ছি, যেটা মিলে যায় ভাবের সঙ্গে। নিজের জন্য, তারপর ওই গুনগুন কিছু মানুষের ভালো লাগে, পরিক্রমায় কয়েকজনের অনুরোধে রেকর্ড করে ইউটিউবে প্রকাশ করতে থাকি। পরে জানতে পারি, অনেক মানুষ গানগুলো শুনেছে। মিউজিশিয়ান হওয়ার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। অনেক মানুষ আমার গান শুনবে, এমন কোনো স্বপ্নও ছিল না। কাকতালীয়ভাবেই গানের জগতে এসেছি।

কাকতালের কী অ্যালবাম আসছে?

আন্দোলনের সময় তিনটি গান প্রকাশ করেছি। এগুলো হলো 'রক্ত গরম মাথা ঠান্ডা', 'ভরসা আছে' ও 'শিক্ষার জবানবন্দি'। আন্দোলনে সন্তানহারা মায়েদের উদ্দেশে আরেকটা গান 'ওই মা তোর পোলা মরে নাই' করেছি। চার গান নিয়ে একটি ইপি বের করব।

কত টাকায় বিক্রি হলো পিংক ফ্লয়েডের গানের স্বত্ব

বিশ্বসংগীত

বিনোদন ডেস্ক

অনেক দিন ধরেই দর-কষাকষি চলছিল। ব্যান্ডের নাম যখন 'পিংক ফ্লয়েড', তখন নামী সব সংগীতপ্রতিষ্ঠান তাদের গানের স্বত্ব কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। অবশেষে সংগীত দুনিয়ার অঘোষিত এই লড়াইয়ে জিতল সনি মিউজিক। ব্রিটিশ গণমাধ্যম *ফিন্যান্সিয়াল টাইমস* জানিয়েছে, ৪০ কোটি ডলারে (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা) পিংক ফ্লয়েডের গানের স্বত্ব কিনেছে সনি।

২০২২ সাল থেকে পিংক ফ্লয়েডের গানের স্বত্ব বিক্রি নিয়ে আলোচনা চলছিল। দলের লিড গিটারিস্ট ডেভিড গিলমোর এবং বেজ গিটারিস্ট ও ব্যান্ড ছেড়ে যাওয়া গায়ক ও মূল গীতিকার রজার ওয়াটার্স একমত হতে না পারার কারণেই স্বত্ব বিক্রিতে বিলম্ব হচ্ছিল। দুই বছর আগে থেকেই স্বত্ব কিনতে হিপনোসিস, ওয়ার্নার মিউজিক ও বিএমজির মতো প্রতিষ্ঠান আগ্রহ দেখিয়েছে। গত মাসে জানা যায়, সবাইকে পেছনে ফেলে এই দৌড়ে এগিয়ে গেছে সনি; গানের স্বত্ব পেতে তারা ৫০ কোটি ডলারও খরচ করতে রাজি! শেষ পর্যন্ত ৪০ কোটিতে রফা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামে গানের স্বত্ব বিক্রির চুক্তিগুলোর একটি এটি।

জানা গেছে, চুক্তির আওতায় পিংক ফ্লয়েডের রেকর্ড করা সব গানের স্বত্ব পাবে সনি। এ ছাড়া ব্যান্ডের নাম ব্যবহার করে পণ্য বিক্রি বা চলচ্চিত্রের স্বত্বও থাকবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটির কাছে। কেবল গানের কথার স্বত্ব আছে ব্যান্ডের কাছে। গানের স্বত্ব বিক্রির বিষয়ে মন্তব্য জানতে সনি মিউজিকের প্রতিনিধি বা পিংক ফ্লয়েডের গিটারিস্ট ডেভিড গিলমোরের সঙ্গে যোগাযোগ করেও মন্তব্য পায়নি চলচ্চিত্রবিষয়ক মার্কিন গণমাধ্যম *ভ্যারাইটি*।

পিংক ফ্লয়েডের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। মূলত প্রগ্রেসিভ রক, সাইকেডেলিক রক ও ব্লুজ রক ঘরানার গান করে পিংক ফ্লয়েড। ১৯৬৭ সালে মুক্তি পায় তাদের প্রথম অ্যালবাম *দ্য পাইপার অ্যাট দ্য গেটস অব ডন*।

পিংক ফ্লয়েডের সদস্যরা। ছবি : ব্যান্ডের ফেসবুক পেজ থেকে

চলচ্চিত্রবিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটি পুনর্গঠন

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলচ্চিত্রবিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে গতকাল জানানো হয়েছে, চলচ্চিত্র বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ এবং চলচ্চিত্র উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করবে ২৩ সদস্যের এ কমিটি। এতে সভাপতি হিসেবে আছেন তথ্য উপদেষ্টা এবং সদস্যসচিব হিসেবে আছেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র)।

সদস্য হিসেবে আরও আছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব; শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব; বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব; সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব; আইন ও বিচার বিভাগের সচিব; লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক সচিব; এফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক; চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী; ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক; সেন্সর সার্টিফিকেশন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান। এ ছাড়া এফবিসিসিআই, চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি, প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতি, প্রদর্শক সমিতির একজন করে সদস্য থাকবেন।

সদস্য হিসেবে আরও থাকছেন অধ্যাপক আ আল মামুন; নির্মাতা ও প্রযোজক আরিফুর রহমান, তানিম নূর; চলচ্চিত্র সমালোচক সাদিয়া খালিদ; সমালোচক ও নির্মাতা আহমেদ সালেকীন এবং বঙ্গর চিফ কনটেন্ট অফিসার মুশফিকুর রহমান।

সাহিত্য যেভাবে প্রতিরোধকে ভাষা দেয়

সুমন সাজ্জাদ

কোলাজ : লতিফ হোসাইন

সাহিত্য কীভাবে কাজ করে? কীভাবেই-বা সাহিত্য জনতার মুখে প্রতিরোধের ভাষা দেয়? এসব প্রশ্নের তত্ত্বতালাশ করে শিল্প-সাহিত্যের চৌহদ্দিতে ফিরে দেখা।

নীরবতা মানেই কি ভাষাহীনতা? নাকি নীরবতারও ভাষা আছে? এই তর্ক পুরোনো, আবার এক অর্থে নতুনও। আজকের বাংলাদেশে বসে মনে হচ্ছে, সরবতা ও নীরবতার ভাষাকে বোঝা দরকার। এখন দেখতে পাচ্ছি, ভাষার জোয়ার বইছে। দেয়ালে, ফুটপাতে, রাস্তায়, ব্যারিকেডে ফুটে উঠছে নানা রঙের অক্ষর। যেন এক শতাব্দীর নীরবতা ভেঙে মানুষ কথা বলতে চাইছে। তাহলে মানুষ কি কথা বলেনি? নিশ্চয়ই বলেছে; কিন্তু বলার আগে গিলে ফেলতে হয়েছে একটি-দুটি শব্দ, লিখতে লিখতে ব্যাকস্পেস দিয়ে মুছে ফেলতে হয়েছে দুটি-তিনটি বাক্য। না-বলা ও না-লেখা কথাগুলো ঠাঁই নিয়েছে মনের অনন্ত গহ্বরে।

আমাদের মনে পড়বে জর্জ অরওয়েলের *নাইনটিন এইটি ফোর* উপন্যাসের উইনস্টন স্মিথকে; সত্যের মন্ত্রণালয়ে কাজ করতে করতে যে মিথ্যাকেই দাঁড় করিয়ে দিত 'সত্য' হিসেবে; কিন্তু ভেতরে-ভেতরে মর্মদহনে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। পার্টি শাসনের বিপরীতে যেতে যেতে একসময় সে হয়ে ওঠে 'চিন্তা-অপরাধী', তার পেছনে ছুটতে থাকে 'চিন্তা-পুলিশ'। ভিন্নমত দমনের রুদ্ধশ্বাস বাস্তবতাকে আমরা দেখতে পাই মিলান কুন্ডেরা কিংবা ইসমাইল কাদারের উপন্যাসেও। তাঁরা দুজনই দেখিয়েছেন যে কর্তৃত্ববাদ কী করে হরণ করে নিয়ে যায় ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্ভাবনাকে।

স্বাধীন বাংলাদেশে গত দেড় দশকজুড়ে মানুষের ছায়ার সঙ্গে লেপটে ছিল চিন্তা-পুলিশ। ঘাড়ের কাছে এসে নিশ্বাস ফেলেছে কর্তৃত্ববাদ; গুম ও খুনের বহরে যুক্ত হয়েছে সারি সারি নাম। তারপর? কথারা ফুটেছে, মাঠ-ময়দানে বিস্ফোরিত হয়েছে শব্দ। সাহিত্যও এই কাজ করে দেয়; কখনো প্রত্যক্ষ, কখনোবা পরোক্ষ প্রণোদনায় পাঠক অথবা জনতার কাছে পৌঁছে দেয় প্রতিরোধের সুর। তার প্রমাণ মিলল সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় কবিদের কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন দ্রোহের উক্তি। দু-চার লাইনের ছোট্ট পরিসরের ভেতর গেঁথে দিয়েছেন এক দশকের ক্রোধ।

অবশ্য তারও একটি প্রস্তুতি পর্ব ছিল। গণ-অভ্যুত্থানের আগে কবিরা অনেক কথাই বলেছেন প্রতীক বা রূপকের আড়ালে। 'ফ্যাসিবাদ' শব্দটিকেও তাঁরা ব্যবহার করতেন রয়ে সয়ে। প্রচলিত ইতিহাস মেনে শব্দটির অর্থপরিধিতে কবি-লেখকেরা হিটলার কিংবা মুসোলিনির শাসনকে খোপবন্দী করতেন ঠিকই, কিন্তু একটু মনোযোগী হলেই দেখা যেত, ভীতিকর বাংলাদেশের কথাই প্রতীকায়িত হয়েছে। শাসকের তরফ থেকে বারবার বলা কথা ও ক্ষমতার প্রতিমাকে সূক্ষ্ম স্যাটায়ার করেছেন কোনো কোনো কবি। কেউ কেউ 'অন্ধকার' বলতে আর কিছু নয়, বিগত দেড় যুগের দুঃশাসনকেই বুঝিয়েছেন। কবিতার নিবিড় ভোক্তা না হলে সেসব লেখার অর্থ উদ্ধার করা খানিকটা কঠিনই ছিল।

এ মুহূর্তে এমন একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে, যেখানে লেখক 'মাদার অব হিউম্যানিটি'র ধারণাকে ছুড়ে ফেলেছেন; ফ্যাসিবাদী বাংলাদেশে বহু বছর ধরে প্রচারিত এই 'মাতৃমূর্তি'র ভাবকে নস্যাৎ করে দিয়ে, রূপক বানিয়ে লেখক দেখিয়েছিলেন 'মাদার অব হিউম্যানিটি' প্রকৃতপক্ষে রক্তখেকো ও হত্যাপ্রবণ। সত্য হলো, এসব লেখাও শাসকের দিকে আঙুল তুলেছে।

ভয়ের সংস্কৃতির চাপেই হোক অথবা শিল্পের প্রতি সমর্পিত থাকার কারণেই হোক, কবিরা কবিতাকে যথাসম্ভব 'শিল্পোত্তীর্ণ' করতে চেয়েছেন। কিন্তু সময় যখন বদলাল, জনতার সামাজিক সাহস যখন ব্যক্তির অস্তিত্বে শক্তি জোগাল, তখন কবিরা আর একান্তভাবে শিল্পের কাছে নতজানু হতে চাইলেন না। শ্লীল-অশ্লীল, শিল্প-অশিল্প—এ-জাতীয় 'বাইনারি'গুলোই ভেঙে পড়ল; কারণ, মুখ্য হয়ে উঠল প্রতিরোধের স্বর ও সুর।

সময় যখন বদলাল, জনতার সামাজিক সাহস যখন ব্যক্তির অস্তিত্বে শক্তি জোগাল, তখন কবিরা আর একান্তভাবে শিল্পের কাছে নতজানু হতে চাইলেন না। শ্লীল-অশ্লীল, শিল্প-অশিল্প—এ-জাতীয় 'বাইনারি'গুলোই ভেঙে পড়ল; কারণ, মুখ্য হয়ে উঠল প্রতিরোধের স্বর ও সুর।

বিশ্বমঞ্চ খুঁজে আমরা সেই সুরকেই খুঁজে পাব। দেখতে পাব, ফিলিস্তিনি দুনিয়ায় জেগে উঠেছিলেন ঘাসান কানাফানি। নিপীড়িতের পক্ষে নিশান উড়িয়ে জানিয়েছিলেন, সাহিত্য হতে পারে প্রতিরোধের হাতিয়ার। সশস্ত্র যোদ্ধারা যেমন ক্যামোফ্লেজের আড়ালে লুকিয়ে গেরিলা সেজে যুদ্ধে নেমে যায়, একজন কবিকেও পরে নিতে হয় তেমন সাজ, শব্দবোমা দিতে হয় গুঁড়িয়ে দিতে হয় প্রতিপক্ষের ভিত। ঘাসান কানাফানির হাতেই আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি 'প্রতিরোধের সাহিত্য তত্ত্ব'কে; বাস্তুচ্যুত এই লেখক সাহিত্যকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন ইসরায়েলি দখলদারত্বের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ সাহিত্য কেবলই ভাষা ও শিল্পত্বের কারুকার্যে পর্যবসিত হয় না; চাইলে সে বাড়তি কিছু দায়িত্ব পালন করতে পারে। কেজো দুনিয়ার বাস্তব ভান্ডারে সে-ও হানা দিতে পারে।

সাহিত্য কি কাজের দুনিয়ার বাইরে থাকা কোনো স্বপ্নগাথা? সংস্কৃতি কি সত্তার আত্মনির্মিতির বিষয় নয়? সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ভাষ্যের দৌলতে এসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মুক্তিসংগ্রামী আফ্রিকার এক তাত্ত্বিক, নেতা ও কবি এমিলকার কাবরাল। আফ্রিকার সাংস্কৃতিক সম্পদের তালিকায় তিনি প্রথমেই রেখেছেন মৌখিক ও লিখিত শিল্পের ঐতিহ্যকে। পাশাপাশি স্থান পেয়েছে সংগীত ও নৃত্য। কাবরাল শিল্পবস্তুর সাংস্কৃতিক মূল্যকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। কেননা কাবরাল মনে করেন, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নির্মাণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। মূলত ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রেক্ষাপটে প্রতিরোধের তাৎপর্যকে মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

আফ্রিকার পটভূমিতে আরও একজনের কথা আমাদের মনে পড়বে; তিনি কাবরালের মতো রাজনৈতিক নেতা নন; কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো। ঔপনিবেশিক নির্দয়তার বিপরীতে দাঁড় করিয়েছিলেন চিন্তার নতুন দৃশ্যপট। নগুগি ভেবেছিলেন আফ্রিকার নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও থিয়েটারের কথা। গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলেছিলেন নাট্য-আন্দোলন। ইংরেজি ভাষার আধিপত্যের সামনে তাঁকে তৈরি করে নিতে হয়েছিল নতুন এক নিজস্ব শিল্পভাষা। ঔপনিবেশিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির সমালোচক হিসেবে নগুগি আমাদের জানিয়েছেন, ভাষা হলো সংস্কৃতির ধারক, সত্তার সঙ্গে সত্তার এবং সত্তার সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যস্থতার মাধ্যম; ভাষা মূলত মানুষের অস্তিত্বকেই গড়ে তোলে।

অস্তিত্ব যখন ধসে পড়তে চায়, তখন তৈরি করে নিতে হয় মজবুত কাঠামো। হয়তো তাই শান্তিকামী এক সন্ত কবিকেও লিখতে হয় জোরালো প্রতিবাদের কবিতা। নিকারাগুয়ার কবি এর্নেস্তো কার্দেনাল লিখলেন *জিরো আওয়ার*-এর মতো কবিতার বই। কবিতা ও ধর্মতত্ত্ব কীভাবে রাজনীতি ও বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তার উদাহরণ এর্নেস্তো কার্দেনাল। সন্ত ও বিপ্লবী—দুই অভিধায় চিহ্নিত কার্দেনাল জড়িয়েছিলেন নিকারাগুয়ার সান্দিনাস্তা বিপ্লবের সঙ্গে। অথচ তাঁর শুরুর দিককার কবিতার ভরকেন্দ্রে ছিল মায়াময় প্রেম। পরিপার্শ্ব বদলে দিয়েছিল কার্দেনালের ক্যাথলিক অনুভূতিঘেঁষা কবিতাকে।

খুব বেশি দূরে না যাই। আমাদের কাছাকাছি থাকা 'ভূস্বর্গ' কাশ্মীরের কথা ভাবি। বুলেট, বোমা, শূন্য মুঠোফোন নেটওয়ার্ক, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, বিচ্ছিন্নতাবাদ, জঙ্গি তত্ত্ব ইত্যাদির আবরণে বারবার ছেয়ে ফেলা হয়েছে কাশ্মীরকে। দেখতে পাব, কাশ্মীরিদের লেখায়, আঁকায়, জবানে সাহিত্য তুলে দিয়েছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা। গাজা বা ফিলিস্তিনে যা হচ্ছে অথবা হয়েছে, তার সঙ্গে নিজেদের তুলনা দিয়েছেন কাশ্মীরি কবি-লেখকেরা। 'এথনিং ক্লিনজিং' বা জাতিনাশের ভয় তাঁদের গ্রাস করতে চেয়েছে; তবু তাঁরা রুখে দাঁড়ানোর উচ্চারণ থেকে সরে যাননি। শিল্প-সাহিত্যের রংচঙে ভাষার মোড়কে তাঁরা গাইতে চান 'কাশ্মীরিয়াতে'র বয়ান, ভাবতে চান ঐক্য ও সহাবস্থানের কথা—দূর অতীতে হিন্দু ও মুসলমান মিশে ছিল ইতিহাসের একই পাটাতনে, আর সেটিই হলো 'কাশ্মীরিয়াতে'র স্বভাব।

ফেরা যাক বাংলায়। যে কথা আগে কেউ বলেননি, সে কথাই বলেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশিদের অধীন রাখতে নারাজ তিনি, চান পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৯৪২ সালে নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নজরুলের ভাষা ছিল সরব। কে তাঁর ভাষাকে বহন করেছে? এক শব্দে 'বাঙালি', আরেকটু প্রসারিতভাবে বললে 'পূর্ব বাংলার বাঙালি'। এ অঞ্চলের প্রতিটি জাতীয় আন্দোলন ও অভ্যুত্থানে প্রতিরোধের ভাষাসমেত হাজির হয়েছেন নজরুল। তাঁর জৈব শরীর যখন নীরব, তখন কথা বলেছে তাঁর সাহিত্য। জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানেও তারুণ্যকে দ্রোহের আগুনে পুড়িয়ে শাণিত করেছে নজরুলের কবিতা ও গান।

ভেবে অবাক হতে হয়, বাঙালির 'নির্জনতম' কবি জীবনানন্দও বদলে নিচ্ছিলেন কবিতার আধার ও আধেয়কে; স্থান পাচ্ছিল যুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্রাজ্যবাদ অথবা রবীন্দ্রনাথ কথিত 'সভ্যতার সংকট'। তবে তা নজরুলের মতো করে উচ্চ স্বরে নয়, দিশাহীন বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে; সময়কে উপেক্ষা করে নয়, বুঝেশুনে জীবনানন্দকেও বলতে হয়েছিল 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ'-এর কথা; উগ্র জাতীয়তাবাদের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন তিনি। তাঁর কবিতায় চলমান সময়ের অভিক্ষেপ দেখে সে সময় ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু তাতে কী! নির্জনতম কবির *রূপসী বাংলা* স্থান পেয়ে গেছে বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সাংস্কৃতিক প্রতীকসমূহে। ১৯৫৭ সালে *রূপসী বাংলা* প্রকাশিত হওয়ার এক দশকের মধ্যে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা বইটিতে খুঁজে পেয়েছিলেন আবহমান বাংলার রূপ। প্রশ্ন হলো, জীবনানন্দ কি জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্যে বইটি লিখেছিলেন? মোটেও তা নয়। কিন্তু বাঙালি তার আত্মপরিচয়ের আয়নায় নিজেকে দেখতে গিয়ে *রূপসী বাংলায়* জাতীয় ইতিহাস ও প্রতিরোধের নকশা খুঁজে পেয়েছে। এই বইও বছরের পর বছর প্রতিরোধের ভাষা হিসেবে কাজ করে গেছে নিভৃতে।

চোখ ফেলি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। বাঙালি জাতি, সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার বাইরেও যে এ দেশে অপরাপর জাতি, সংস্কৃতি ও ভাষা আছে, এই সত্যকে রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে প্রায় শূন্য করে ফেলা হয়েছে। পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙালিকেন্দ্রিকতাকে একমুখী সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ফলে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আধিপত্যের চাপে পড়েছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মণিপুরি, সাঁওতাল, গারো, কোচ, হাজং প্রভৃতি জাতি ও ভাষার লেখক। এ কারণে একজন মৃত্তিকা চাকমা, কবিতা চাকমা, রণজিৎ সিংহ, শোভা ত্রিপুরা, সঞ্জীব দ্রংকে মনে রাখা হয় না। আর তাই অপরাপর ভাষাভাষীর কণ্ঠেও শোনা গেছে সেই স্বর, যা বলতে চায়, 'রাষ্ট্র, জাতি ও সংস্কৃতির অংশীদার হিসেবে আমরাও অস্তিত্ববান।' এই অভ্যুত্থানের দিনগুলোয় দেয়ালচিত্রে লেখা কথাগুলো জানান দিয়েছে বহুজাতিক রাষ্ট্রের ধারণাকে। এ কারণে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল পাহাড়ি জনপদ ও কল্পনা চাকমার নাম।

অনেক ক্ষেত্রেই উর্দু ভাষাকে ভাবা হয় বাংলার প্রতিপক্ষ হিসেবে। অথচ বাংলা অঞ্চলে উর্দুর অবস্থান কেবলই দেশভাগ-পরবর্তী ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠেনি। একটি স্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলাদেশে উর্দুচর্চার প্রাচীন ইতিহাস আছে। এর ধারাবাহিকতায় একজন উর্দুভাষী কবি-লেখক নিজের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বিদ্যমানতাকে হাজির করতে চাইতেই পারেন তাঁর সাহিত্যসূত্রে। তখন তাঁর প্রকাশ-তৎপরতাকে সন্দেহ করা চলে না কিংবা প্রকাশের ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করা চলে না। বহু যুগ আগে ভ্লাদিমির লেনিন তো বলেই গেছেন, প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। ইতিহাস প্রমাণ দেয়, সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার অভিযানে ভাষা ও সাহিত্য শামিল হয়েছে। বাংলা অঞ্চলে 'জাতীয় সাহিত্য' গড়ে তোলার উদ্যোগগুলোয়ও কি অধিকার প্রতিষ্ঠার আবেগ কাজ করেনি?

প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সাহিত্যের এই যোগসূত্রের দৃষ্টান্তমালাকে দীর্ঘ না করে বরং প্রশ্ন তোলা যায়, সাহিত্য কীভাবে জনতার মুখে প্রতিরোধের ভাষা দেয়? এ রকম প্রশ্নের বহুরৈখিক কার্যকারণনির্ভর উত্তর নিশ্চয়ই আছে। তবে একটি কারণ সম্ভবত এই যে সাহিত্য মানুষের অবচেতনে থাকা অপ্রকাশিত দ্রোহকে উসকে দেয়, 'সেন্সরশিপ'-এর নিষেধ ভেঙে বেরিয়ে আসতে বলে। সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানে সাহিত্যের এই সক্রিয়তাকে আমরা দেখেছি। অবশ্য এই দাবি করছি না যে অগণন প্রতিবাদী সাহিত্যে ভরে উঠেছিল বাংলাদেশ। তবু যা কিছু হয়েছে, তা-ও তো মন্দ নয়। দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাওয়া সমকালীন কবিদের শ্লোকগুলোর কথা মনে পড়বে আমাদের। চলতি বাস্তবতায় বিদ্যমান সাহিত্যই যে কেবল মানুষকে নাড়া দেয়, তা-ও নয়; পুরোনো ও লুপ্তপ্রায় রচনাও কখনো কখনো ইতিহাসের গতিমুখে শক্তি জোগায়।

পৃথিবীজুড়ে প্রায় প্রতিটি আধুনিক জাতি আত্মবিকাশ ও প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ভাষা ও সাহিত্যকে বেছে নিয়েছে। আত্মপরিচয় নির্মাণের বিভিন্ন উপাদানকে জোড়া দিয়েছে সাহিত্য। অভ্যুত্থানের এই মৌসুমে সাহিত্যের দুয়ারে পুনর্বার ফিরে তাকানো দরকার। কেননা আমরা বাংলাদেশের জনগণ নতুন আত্মপরিচয় গঠনের দিকে ধাবমান। ভাষা ও সাহিত্য কি সেই খাতে নিজের সরব অবস্থানকে পরখ করে দেখবে না? আজকের বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা ও সাহিত্যের নীরবতা থেকে সরবতায় রূপান্তরিত হওয়ার ইতিহাস কি বুঝে দেখব না আমরা?

● গল্প

গ্রাফিতি

তানজিনা হোসেন

অলংকরণ : এআই আর্ট/প্রথম আলো

'শুনছ? আইমানের অঙ্ক খাতা শেষ হয়ে গেছে। আসার সময় একটা অঙ্ক খাতা কিনে আইনো!'

অফিসে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল। রেবার ফোন বলে মিটিংয়ের মধ্যেও অনেক কায়দা করে ফোনটা ধরেছিল আবিদ। আজকাল রেবাকে প্রচণ্ড ভয় পায় সে। সামান্যতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে রেবা আজকাল, রেগে গিয়ে চিৎকার করতে থাকে। জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। নিজের চুল ধরে টানে। তারপর সবকিছু একসময় শেষ হয় কান্নায়—এক তীব্র, সুদীর্ঘ, ভয়ধরানো কান্নায়। সে যখন কাঁদতে শুরু করে, তখন গোটা পৃথিবী যেন চুপ হয়ে যায়। রাতের আকাশে ফ্যাকাশে ছাইরঙা মেঘেরা উড়তে উড়তে থেমে পড়ে। বারান্দার গাছের কালো কালো পাতাদের সরসর শব্দ হঠাৎ থমকে যায়। দেয়ালের টিকটিকিগুলোও অবাক হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যতক্ষণ না রেবা থামে, ততক্ষণ চারদিকে কিছুই চলে না। সব অচল, সব স্থবির হয়ে থাকে।

তাই আবিদ ওকে আজকাল ভয় পায়। আজ কি তবে আবার ওর মন খারাপের দিন এল? আজও কি আবার সিনক্রিয়েট করবে রেবা? অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কি-না-কি করে বসে! আর হ্যাঁ, মনে করে অঙ্ক খাতাও কিনতে হবে ফেরার সময়। স্টেশনারি দোকানটা বাড়ির পথের উল্টো দিকে, বেশ খানিকটা ঘোরা হবে তাহলে। কিন্তু যদি সে বলে কাল কিনে দেব, আজ না, তাহলে আর রক্ষা নাই। ধুর, মিটিং থেকে মন উঠে গেল আবিদের। মিটিংয়ে কে কী বলছে, তাতে আর মনোযোগ দিতে পারছে না। অনেক কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে রেখেছিল বুকে। মিটিং শেষে টয়লেটে গিয়ে দীর্ঘশ্বাসটা ছাড়ল। সিংকের ট্যাপ খুলে ঝরতে থাকা পানির দিকে অকারণেই চেয়ে রইল অনেকক্ষণ।

কারণে-অকারণে যখন-তখন রেবা ফোন করে বসে। অদ্ভুত সব বায়না ধরে। যা বলবে, তক্ষুনি তার চাই। যদি বলে আজ আইমানকে নিয়ে ওর পছন্দের চিজকেক খাওয়াতে নিয়ে যাবে, তাহলে তখনই আবিদকে আসতে হবে, তাকে নিয়ে যেতে হবে সিক্রেটস রেসিপিতে। যদি বলে আইমান আজ ওর সঙ্গে ঘুমাবে, তবে আবিদকে তা মেনে নিয়ে কাঁথা-বালিশ নিয়ে চলে যেতে হবে ছোট্ট গেস্টরুমে, বেডরুম ছেড়ে দিয়ে। রাত গভীর হলে আবিদ অবশ্য একসময় চুপি চুপি উঠে আসে গেস্টরুম থেকে, রেবা কী করে দেখতে। কখনো দেখে রেবা আইমানের স্কুল ড্রেস জড়িয়ে ধরে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে, ডাক্তার ওকে হাই পাওয়ারের ঘুমের ওষুধ দিয়েছে বলে বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারে না। কখনো আবার দেখে সে মোটেও ঘুমায়নি, তন্ময় হয়ে টেলিভিশন দেখছে, যদিও তাতে দেখার কিছু নাই, চলছে কেবল বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন, তবু নিষ্পলক টেলিভিশনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে। আবিদ সাধারণত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রেবাকে দেখে আবার ফিরে আসে চুপচাপ। কিছু বলে না। ডাক্তার বলেছেন কোনো রকম কনফ্রন্টেশনে না যেতে। কিছুদিন এভাবেই চলুক। পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার ছয় মাস, এমনকি এক বছর পর্যন্ত থাকতে পারে। তারপর হয়তো থিতিয়ে আসবে সবকিছু। কিন্তু সত্যি কি রেবার শোক থিতিয়ে আসবে কোনো দিন?

এখন আবিদ ঘরে ঢুকতেই বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল রেবা, 'খাতা আনছ?'

শার্ট খুলতে খুলতে আবিদ বলে, 'হুঁ।'

'দাও, দাও। স্কুলব্যাগে এখনই ঢুকায়ে রাখি। এই সপ্তাহে অঙ্ক পরীক্ষা। ছেলের কাণ্ডজ্ঞান দেখো, আমাকে বলে নাই। আমি শুনলাম রুম্মানের আম্মুর কাছ থেকে।'

আবিদ আস্তে করে বলল, 'রেবা, এক কাপ চা খাব। মাথা ধরছে।'

হুট করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রেবা, 'চা? ওহ, চা? আচ্ছা, দাঁড়াও। দিচ্ছি। আইমানের স্কুলড্রেস ইস্তিরি করতেছিলাম। কাজটা শেষ করে দিই? তুমি একটু ড্রয়িংরুমে বসো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবিদ বলে, 'ঠিক আছে।'

জামাকাপড় ছেড়ে বসার ঘরে টিভি ছেড়ে বসে আবিদ। চ্যানেলের পর চ্যানেল পাল্টাতে থাকে। সব চ্যানেলে একই খবর। রক্তাক্ত জুলাইয়ে কতজনকে হত্যা করা হয়েছে। কীভাবে ঠা-ঠা-ঠা করে গুলি করা হয়েছে ছোটদের ওপর। কীভাবে লাশ ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে ট্যাংকের ওপর থেকে নিচে পিচঢালা রাস্তায়। কীভাবে লাশগুলো কোরবানির চামড়ার মতো ছুড়ে ছুড়ে ফেলা হয়েছে ভ্যানের ওপর। দম বন্ধ হয়ে আসে এসব দেখলে। মাথার ভেতরটা কেমন ওলট-পালট হয়ে যায়। আবিদ খালি চ্যানেল পাল্টাতে থাকে। আর কোনো খবর নেই দেশে? ধুস শালা! খালি মৃত্যু আর মৃত্যু! খালি লাশ আর লাশ! চ্যানেল পল্টাতে পাল্টাতে আল-জাজিরা চলে এলে গাজার আরও আরও শিশুর লাশের ছবি দেখে তার মাথা সত্যি গরম হয়ে যায় এবার। টিভিটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছা করছে। নাহ্, কালই টেলিভিশনটা এখান থেকে সরায়ে ফেলবে। ড্রাইভার জসিমকে দিয়ে দেবে ওটা। এই জীবনে আর টেলিভিশনের দরকার নেই তার। তাদের জীবনে সব সংবাদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে।

অনেকক্ষণ পর রেবা চা নিয়ে এল। সঙ্গে এক বাটি বাদাম। কামিজটা পাল্টে ফেলেছে। কাপড় ইস্তিরি করতে গিয়ে মনে হয় খুব ঘেমে গিয়েছিল। আজকাল হট ফ্লাশ হয় রেবার। মেনোপজের সময় ঘনিয়ে আসতেছে। ডাক্তার বলছেন, এ সময় এমনিতেই মনমেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। সময় দেন একটু, ধৈর্য ধরেন। আস্তে আস্তে ঠিক হবে। আবিদ নিজেকে সামলায়। টিভির রিমোট রেখে দেয় পাশে। চায়ের কাপ টি-টেবিলে রেখে ওর পাশে বসে রেবা। ওড়না দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বলে, 'কালকে তুমি আইমানকে স্কুল থেকে আনবা?'

রেবা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে। ঘোলাটে আর অপ্রকৃতিস্থ সেই দৃষ্টি। যেন আবিদকে সে চিনতে পারছে না। আবিদ ওর হাত ধরে, 'চলো রেবা। বাসায় যাই।'

সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করে আবিদ, 'তুমি কি চাও? তুমি যাবা? তাহলে অফিসের গাড়ি পাঠায়ে দেব?'

'হুম। ভাবতেছি আমিই যাব কালকে। পরীক্ষা চলে আসতেছে। সবার সঙ্গে কথাটথা বললে অনেক কিছু জানা যায়। অনেক দিন যাই না। কারও সাথে দেখা হয় না। আড্ডা হয় না মায়েদের সাথে।'

'ইয়ে, মানে কয়টার দিকে বের হবা? আমি আসব?'

রেবা এবার ঘাড় কাত করল, 'নাহ্, থাকুক। আমি একাই যেতে পারব। গাড়ি লাগবে না। আমি একটা রিকশা নিয়ে চলে যাব। এখন তুমি খাইতে আসো, রুটি সেঁকতেছি। খেয়ে ঘুমায়ে যাই। আইমানের টিফিন রেডি করতে হবে সকালে উঠে। তাড়াতাড়ি ঘুমায়ে যাই আসো।'

আজ মনে হয় ঘুমের ওষুধ ভালো কাজ করছে। বেহুঁশের মতো ঘুমাচ্ছে রেবা। একটা ছোট শিশুর মতো কাঁচুমাচু হয়ে। ফ্যানের বাতাসে ওর খুচরা চুলগুলো উড়ছে। আবিদ একটা পাতলা বেডশিট ছড়িয়ে দিল পায়ের ওপর। তারপর ছাদের দিকে চেয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল। ওর ঘুম আসে না সহজে। প্রায়ই সারা রাত জেগে থাকে সে। ঘুমের ওষুধ খেতে ইচ্ছা করে না। নিজেকে বরং কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে। কী আশ্চর্য! তাদের একমাত্র ছেলেটা কোথায় পড়ে আছে, আর তারা কিনা এখানে তিনতলা ফ্ল্যাটে মাথার ওপর ফ্যান ছেড়ে নরম পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে! কী করে পারছে তারা?

'শোভন, রেবা তো আজ আইমানের স্কুলে গেছে!'

দুপুরের দিকে আর থাকতে না পেরে বন্ধু শোভনকে ফোন করে আবিদ। দুশ্চিন্তায় অফিসে কোনো কাজ করতে পারছে না। বারবার উতলা হয়ে পড়ছে।

'কী করব বল তো? আমি যাব একবার? দেখে আসি?'

ফোনের ওপারে কিছুক্ষণ চুপ থেকে শোভন বলে, 'যাওয়া উচিত। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকিস। খেয়াল করিস কী করে। আগবাড়িয়ে কিছু বলিস না।'

আবিদ দ্রুত কাজ শেষ করে বসকে বলে বেরিয়ে পড়ল। কোন অঘটন না ঘটে যায়। রেবা তো সারাক্ষণ আনমনা থাকে। রাস্তা পেরোনোর সময়ও কোনো দিকে খেয়াল করে না। পথ চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। আজকাল ওকে একা ছাড়তেও ভয় হয়।

স্কুলের সামনে পৌঁছাতে একটু দেরি হয়ে গেল আবিদের। এত ট্রাফিক আজ রাস্তায়। সবকিছু কেমন এলোমেলো। গার্জিয়ানরা একে একে প্রায় সবাই বেরিয়ে গেছে সন্তানদের নিয়ে। স্কুলের সামনেটা ক্রমে খালি হয়ে যাচ্ছে। দারোয়ান দুজন গেট বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে এখন। রেবা একটা ফ্যাকাশে নীল শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে গেট থেকে একটু দূরে ছাতিমগাছটার নিচে। তার সামনে ফুটপাতে ঝুড়িতে লেবু আর ক্যাপসিকাম বিক্রি করতে বসেছে একজন। তারও সামনে আইসক্রিমওয়ালার ভ্যান। সাদা স্কুলড্রেস পরা ছেলেরা ফুটপাতজুড়ে কলকল করে হাঁটছে বাড়ির পথে। রিকশার জটলা লেগে গেছে গেটের সামনে, দারোয়ানরা লাঠি দিয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য শাসাচ্ছে। স্কুলের গেট পুরোপুরি খালি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল আবিদ। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল রেবার দিকে। রেবার মুখ গরমে ঘেমে লাল। লম্বা বেণি করা চুল ভিজে সপসপে। আবিদ এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল। নরম গলায় বলল, 'বাসায় চলো, রেবা।'

রেবা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে। ঘোলাটে আর অপ্রকৃতিস্থ সেই দৃষ্টি। যেন আবিদকে সে চিনতে পারছে না।

আবিদ ওর হাত ধরে, 'চলো রেবা। বাসায় যাই।'

রেবা এবার একটু হেসে বলে, 'জানো? ওরা স্কুলের ভেতর সব দেয়ালে আইমানকে নিয়ে গ্রাফিতি এঁকেছে। দেয়ালে দেয়ালে আইমানের ছবি। ওর বন্ধুরা এঁকেছে সব। স্কুল ভরে গেছে আমার আইমানের ছবি দিয়ে। আইমানকে তো তুমি দেখতে দাও নাই আমাকে ঢাকা মেডিকেলে। তুমি আমাকে একবারও দেখতে দাও নাই ছেলেটারে। ভাবছিলাম তোমাকে কোনো দিন ক্ষমা করব না আমি এই জন্য। কিন্তু আজ তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিছি। যদি রোজ স্কুলে আসতে দাও আমাকে, তাহলে আরও ক্ষমা করব। বলো, তুমি আসতে দিবা! বলো, আবিদ!'

আবিদ এবার জড়িয়ে ধরে রেবাকে। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া ছেলের শরীর কীভাবে সে রেবাকে দেখতে দেয়? ওইটুকু একটা শরীরকে নিস্পন্দ করতে কয়টা গুলি লাগে? মেডিকেলে ছেলেকে শেষবার দেখার সেই ভয়ানক স্মৃতি আবিদ একা নিজে বয়ে বেড়াবে সারা জীবন, তবু রেবাকে তার ভাগ দেবে না। কখনোই না। সে রেবাকে নিয়ে রিকশায় উঠতে উঠতে বলল, 'ঠিক আছে, রোজ আসবা তুমি। আমিও আসব তোমাকে নিতে রোজ। আমরা আইমানকে দেখতে আসব এখানে। রোজ আসব, কথা দিলাম।'

শহরের ব্যস্ত জনাকীর্ণ রাস্তায় তাদের রিকশা এগিয়ে চলে। পথের দুধারের দেয়ালে গ্রাফিতিতে ভরা। কত রঙের গ্রাফিতি, কত কিছু লেখা। রেবা আর আবিদ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শূন্য দৃষ্টিতে তাদের এই শহরের দেয়ালজোড়া গ্রাফিতিগুলো দেখে।

● সাম্প্রতিক

জয়নুলের বিশ্বায়ন

মোস্তফা জামান

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত নিলামে বাংলাদেশের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম বিপুল দামে বিক্রি হয়েছে। নিলামকারী প্রতিষ্ঠান সদবি'স আয়োজিত এই নিলামের মধ্য দিয়ে বর্তমান চিত্রবিশ্বে আবার নতুনভাবে আলোচিত হলেন জয়নুল

জয়নুল আবেদিন (২৯ ডিসেম্বর ১৯১৪—২৮ মে ১৯৭৬)। ছবি : নাসির আলী মামুন

পূর্ববঙ্গের চাল উৎপাদনকারী জেলা ময়মনসিংহের সন্তান জয়নুল আবেদিন ১৯৩২ সালে কলকাতায় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। তত দিনে চিত্র নির্মাণের নব্য বঙ্গীয় ধারা প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষাক্ষেত্রেও আলাদা 'স্কুল' বা ধারা হিসেবে তা শেখানো হচ্ছে। শিক্ষাজীবনের শুরুতেই জয়নুলকে প্রাচ্য রীতি, যা নব্য বঙ্গীয় ধারার বিকল্প নামমাত্র, আর কিছু নয় এবং পাশ্চাত্য বাস্তবানুগ ধারার শিক্ষার মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়। শিক্ষক মুকুল চন্দ্র দের অনুরোধ ছিল, জয়নুল যেন প্রাচ্য ধারায় শিক্ষা নিয়ে বঙ্গীয় আদর্শবাদীদের কাতারে যুক্ত হন। অথচ 'স্বাদেশিক চেতনা' বলে যে ভাববস্তু ভারতে তখন রাজনৈতিক চেহারা পেয়েছে, তার বিপরীতে বাস্তববাদ শিক্ষা নেওয়াই যুবক জয়নুল তাঁর ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন। হলফ করে বলা যায়, বাঙালির বাঙালিত্ব সন্ধান একটি 'নতুন "এলিট" গোষ্ঠীর মধ্যে জগৎ সমীক্ষা এবং জীবন বিষয়ে প্রত্যাশার যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল' (তপন রায় চৌধুরী, ১৯৯৪), তারই ফলমাত্র। ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় ইউরোপের জাতীয়তার জ্ঞান বিলাতি শাসনের সূত্রে বুদ্ধিজীবীরা আয়ত্ত করেন। নতুন উচ্চবর্গ তৈরি যদি ব্রিটিশ শাসনের অবদান হয়ে থাকে, তবে উচ্চবর্গীয় বুদ্ধিজীবীর বাঙালি বা ভারতীয় পরিচয়ের রূপটিও ব্রিটিশ শাসনের আওতায় জ্ঞানচর্চার মধ্যেই জন্ম লয়। ইউরোপীয়দের দুঃশাসনের বিরোধিতার সূত্রে রাজনীতিতে যে জাতীয়তাবাদী মানসিকতা জন্ম নিল, তা উনিশ শতকের শেষ দিকে তীব্র আকার ধারণ করল। সাংস্কৃতিক জগতেও তার প্রভাব পড়ল। ফলে 'ভার্নাকুলার' বা দেশজ শিল্পভাষার সন্ধান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। অথচ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর শিল্পচর্চা অনুসরণে যে বঙ্গীয় রীতির প্রবর্তন হলো, তা ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিল্পীদের প্রভাবিত করলেও অধিকাংশ অনুগামী শিল্পী এই শৈলীকে 'অন্তঃসারশূন্য অনুকরণে পর্যবসিত করেছিল' (আবুল মনসুর আহমদ, ২০১৬)। এই স্রোতের বিপরীতে জয়নুলের ইউরোপীয় বাস্তববাদ শিখে নেওয়ার অর্থ দাঁড়াল—শৈলীর অনুকারক না হয়ে নিজস্ব পথ তৈরির প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ। অর্থাৎ পরকীয় পদ্ধতি ধরে জয়নুল স্বকীয় ভাষায় গড়ার পথে হাঁটলেন। চল্লিশের দশকের শুরুতেই তাঁর কাজে স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় তাঁর আঁকা 'দুর্ভিক্ষ' চিত্রমালার মধ্য দিয়ে।

এখানে মনে রাখা জরুরি, জয়নুল একদিকে যেমন ইউরোপীয় বাস্তবানুগ শিল্পরীতির বৈশ্বিক প্রভাব মেনে নিয়ে নিজে তাঁর চর্চা শুরু করলেন, অন্যদিকে জাতীয় আদর্শবাদী ধারা, যা মূলত উচ্চবর্গীয় বুদ্ধিজীবিতার ফসল, সেই বঙ্গীয় শিল্পশৈলী থেকে দূরে থাকলেন জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার তাগিদে। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের ভাষায় 'প্রান্তিক মানুষের' বা 'আশরাফের' বিপরীতে 'আতরাফের' পক্ষে নিজেকে দাঁড় করিয়ে শিল্পচর্চার নতুন পথ তৈরি করাই ছিল তাঁর শিল্পজ রাজনীতি। আন্দাজ করা চলে যে শিল্পশিক্ষা গ্রহণকালেই জয়নুল আবেদিন তাঁর শিল্পচর্চার ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

পাশ্চাত্য রীতি, অর্থাৎ বাস্তববাদের চর্চাও ঔপনিবেশিক শহর কলকাতা ও ভারতের অন্য আরও অনেক শহরে একপ্রকার এলিট চর্চা ছাড়া আর কিছু ছিল না। বিশেষ কিছু বিষয়বস্তু উচ্চবর্গের রুচির নিশানা অনুসরণে সৃষ্টি করা হতো। হেমেন মজুমদারের 'নারী'-কেন্দ্রিক তেলচিত্র এখানে উল্লেখযোগ্য, যা সুনির্দিষ্ট পৃষ্ঠপোষকশ্রেণির চাহিদানির্ভর ছিল বললে সত্যের অপলাপ হয় না। অন্যদিকে জয়নুল ছিলেন 'স্বভাব শিল্পী'—কামরুল হাসানের এই তকমা মেনে নিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, মুকুল চন্দ্র দের কথা অনুযায়ী প্রাচ্যকলার শিক্ষায় রাজি না হলেও জয়নুল ছিলেন তাঁর 'প্রিয় পাত্র', যা হওয়া 'সহজ ব্যাপার ছিল না'। অর্থাৎ জয়নুল ছিলেন ছবি আঁকায় পটু। আর এই পটুত্বই তাঁর নিজ ভাষা নির্মাণের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে।

যাঁর মুখের বয়ান ময়মনসিংহের স্থানীয় ভাষার দ্বারা চিরনিয়ন্ত্রিত, সেই শিল্পীর স্থানিক মাত্রা অর্জনে কোনো বাড়তি চেষ্টার প্রয়োজন হয়নি। আতরাফের জীবনই ছিল তাঁর সারা জীবনের আরাধ্য। স্টাইল বা ভাষাভঙ্গির ওপর বাস্তবের পাঠকে তিনি তাঁর শিল্পের নিয়ন্তা হিসেবে গ্রহণ করে ঋজু তুলির আঁচড়ে গড়ে তুলেছেন সহজ এক শিল্পভাষা। পাশ্চাত্য বাস্তববাদী ছবির আলোছায়ার প্রয়োগকুশলতা বাদ দিয়ে শুধু রেখার শক্তির মাধ্যমে তিনি গড়ে তুললেন শক্তিশালী এক চিত্রভাষা। শৈলীর চেয়ে 'সত্য' হয়ে উঠল তাঁর পাথেয়। ছবি হয়ে উঠল মেদহীন ও বৈপ্লবিক।

দুটি দিক বিচারে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন শিল্পীজীবনের শুরুতেই এক বিপ্লবী ভাষার জন্ম দিলেন। সেই ভাষা কেমন?

এক. তিনি আদর্শ শৈলীর ঘেরাজালে ধরা দিলেন না। দুই. এমন এক বাস্তববাদের জন্ম দিলেন যে ভাষায় উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর সত্য তুলে ধরা গেল। চিত্রকে তিনি গড়ে তুললেন রেখার রচনা হিসেবে। এর মধ্যে গড়ে তুললেন স্থান-জাতি-ধর্মনিরপেক্ষ এক বিশ্বজনীন ভাষা। অন্যদিকে বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে তিনি স্থানিক বাস্তবতার মধ্যেই থেকে গেলেন। এমত দ্বৈততানির্ভর শিল্পী যে বিশ্বের দরবারে একটু দেরিতে আদৃত হবেন, সে বিষয়ে আন্দাজ করা গেছে আরও আগেই। তবে জয়নুল যে তাঁর শক্তিমত্তার স্বীকৃতি বিশ্ববাজারে কোনো একদিন পাবেন, এমনটা আশা করা গেছে।

'বাজার' শব্দটা এখানে জরুরি। কারণ, পুঁজিশাসিত বিশ্বে বাজারে স্থান করে নিতে পারার অর্থ দাঁড়ায়, বৈশ্বিক শিল্পানুরাগীদের নজরে আসা। প্রথম যে ছবিগুলো জয়নুলকে বর্তমান বিশ্ববাজারে পরিচিত করে তোলে, তার মধ্যে দুর্ভিক্ষের স্কেচগুলোই ছিল প্রধান। আবুল মনসুর আহমদ জয়নুলের নকল ছবি নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ লেখায় মেহরিন রিজভি নামের এক পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত নিউইয়র্কবাসীর বরাত দিয়ে জানাচ্ছেন, তিনি (ওই নারী) দেখেছেন বেশ ভালো সংখ্যায় জয়নুল আবেদিনের (পাকিস্তানি শিল্পী হিসেবে) দুর্ভিক্ষের স্কেচের সাপ্লাই ওখানে (সথবিজ নামের নিলামকারী প্রতিষ্ঠানে) আসছে। তখন ৫-৭ থেকে ১২ হাজার ডলার পর্যন্ত মূল্যে এগুলো বিক্রি হচ্ছিল, যা মহিলার মতে ছিল 'নগণ্য মূল্য'।

বিশ্ববাজারে জয়নুলের মূল্য বাড়ার আগেই 'দুর্ভিক্ষ' চিত্রমালার ছবিগুলোর নকল দেশে ও বিশ্বদরবারে হাজির হয়েছে। জয়নুলের কাজ কলকাতা থেকে বাংলাদেশে এসেছে; এর মধ্যেও নকল দেখা গেছে। আবার পাকিস্তানি সংগ্রাহকদের সূত্রে পাওয়া শিল্পকর্মের মধ্যেও কয়েকটি ছবিকে নকল বলে ছবি-বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেছেন। গত ২৫ বছরে এমন প্রতিলিপির খবর পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে জয়নুলের ছবির বৈশ্বিক চাহিদা বেড়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পজগতের প্রধান কারিগর এবং তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী সময়ের আধুনিক শিল্পের অগ্রদূতদের পাশ্চাত্যের দরবারে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ তেমনভাবে দেখা যায়নি। সরকারি ও বেসরকারি—এই দুইয়ের কোনো একটি পর্যায়েও বাংলাদেশের প্রধান শিল্পীদের বড় কোনো প্রদর্শনী বৈশ্বিক শিল্পের কেন্দ্রে আয়োজন করা হয়নি। তাই সার্বিক বিচারে জয়নুলের বিশ্ববাজারে উপস্থিতি কেবল তাঁর একক প্রতিভার ফল বলে গণ্য করা চলে।

নতুন শতাব্দীর শুরুতে জয়নুলের মূল্যের দিকটি নিয়ে নিরাশ হতে হয়েছে। বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তানের শিল্পীদের কাজের পাশে বাংলাদেশের শিল্পীরা স্থান করে নিতে পারেননি। বাজারমূল্য দিয়ে যদিও শিল্পের উৎকর্ষ যাচাই মূঢ়তা, তবু আঞ্চলিকভাবে যে শিল্পীদের কাজ সমাদৃত, তাঁদেরই অবশেষে নিলামে মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়। সম্প্রতি সবশেষে যে তিনটি ছবির মধ্য দিয়ে ছবির বাজারে জয়নুলের পুনর্মূল্যায়ন হলো, সেগুলো কিন্তু তাঁর 'মাস্টারপিস' নয়। বরং মাস্টারপিস আঁকার প্রস্তুতিস্বরূপ যে স্কেচগুলো আঁকা হয়, অমন ছবি। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ যে তিনটি ছবি বা স্কেচের মালিকানার হাতবদল হয়, তা বাংলাদেশের শিল্পের জন্য ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই প্রথম বাংলাদেশের কোনো মাস্টার শিল্পীর কাজ ছয় ডিজিটের মূল্যে বিক্রি হয়। 'মডার্ন অ্যান্ড কনটেম্পোরারি সাউথ এশিয়ান আর্ট' শিরোনামের অধীন জয়নুলের 'শিরোনামহীন' একটি কালি-তুলিতে আঁকা স্কেচ ৬ লাখ ৯২ হাজার ৪৮ মার্কিন ডলারের সমমূল্যে বিক্রি হয়, বাংলায় যা ৮ কোটি ২৯ লাখ ৮ হাজার ৩১৯ টাকার সমান। ১৯৭৩ সালে আঁকা 'মনপুরা ৭০'-এর পাশাপাশি একই শিরোনামে বেশ কয়েকটি স্কেচ আঁকেন জয়নুল, যার একটি হলো এই 'শিরোনামহীন' ছবিটি। শিল্পীর কনিষ্ঠ সন্তান মাইনুল আবেদিনের বরাত দিয়ে বলা যায়, জয়নুল ১৯৭৩ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি-লিট উপাধি গ্রহণের অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে যে ছবি উপহার দিয়েছিলেন, সেই সিরিজের ছবি এটি। এতে শক্ত হাতে এক মা তাঁর সন্তানকে ধরে রেখেছেন। যে ঋজু রেখার জন্য তিনি পরিচিত, সেই স্বভাবসুলভ রেখা এখানে মোমের আঁচড়, তুলির টান ও ওয়াশের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে।

> সম্প্রতি সবশেষে যে তিনটি ছবির মধ্য দিয়ে ছবির বাজারে জয়নুলের পুনর্মূল্যায়ন হলো, সেগুলো কিন্তু তাঁর 'মাস্টারপিস' নয়। বরং মাস্টারপিস আঁকার প্রস্তুতিস্বরূপ যে স্কেচগুলো আঁকা হয়, অমন ছবি।

দ্বিতীয় কাজটি স্কেচ হলেও তেলচিত্রে আঁকা স্কেচ। তৃতীয়টি জর্ডানে ফিলিস্তিনের শরণার্থীদের স্কেচগুলোর একটি। এই দুটি ছবির দাম যথাক্রমে ২ লাখ ৮৯ হাজার ৬৬৩ মার্কিন ডলার (বাংলায় ৩ কোটি ৪৭ লাখ দুই হাজার ৩২ টাকা) ও ৩ লাখ ৮১ হাজার মার্কিন ডলার (৪ কোটি ৫৬ লাখ ৪৪ হাজার ৩৩৩ টাকা)।

পাশ্চাত্যে শিল্পের বাজার একটি ধাঁধায় ভরা ক্ষেত্র। এখানে পুঁজির সহজ কোনো সমীকরণ কাজে লাগে না। অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও চড়া দামে শিল্পের কেনাবেচা হতে দেখা গেছে। শিল্পাচার্যের ছবি যে এমন চড়া দামে বিক্রি হলো, বাংলাদেশের জন্য সেটি আরও সুফল বয়ে আনবে বলে মনে হয়। শিল্পীদের শিল্প যদি কোনো রকম সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ ছাড়াই বাজারেও তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারে, একই পথে আরও আরও পথিকৃতের কাজ নানা দেশের নানা প্রতিষ্ঠানে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে জায়গা করে নিতে পারবে বলে আশা করা যায়। জয়নুলের ক্ষেত্রে ডলারের মূল্য এ কারণে আমাদের জন্য আশাব্যঞ্জক।

জয়নুলের দুই ছবি

১৯৭৩ সালে 'মনপুরা ৭০'-এর পাশাপাশি আঁকা এই ছবি বিক্রি হয়েছে ৬ লাখ ৯২ হাজার ৪৮ মার্কিন ডলারের সমমূল্যে, বাংলাদেশি টাকায় যা ৮ কোটি ২৯ লাখ ৮ হাজার ৩১৯-এর সমান

ফিলিস্তিনিদের নিয়ে আঁকা ছবিটি বিক্রি হয়েছে ৩ লাখ ৮১ হাজার মার্কিন ডলারে, বাংলাদেশি টাকায় যা ৪ কোটি ৫৬ লাখ ৪৪ হাজার ৩৩৩-এর সমান

● দেশে-বিদেশে

ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় ইসরায়েলি প্রকাশকদের বিরুদ্ধে বিশ্বের পাঁচ শতাধিক প্রকাশক

ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা

বিশ্বের ৫০টি দেশের পাঁচ শতাধিক প্রকাশকের সংগঠন পাবলিশার্স ফর প্যালেস্টাইন। ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশে কাজ করে তারা। সংগঠনটি সম্প্রতি ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার আয়োজকদের কাছে একটি খোলাচিঠিতে জানিয়েছে, 'ইসরায়েল গাজার লেখকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে, আমরা এর নিন্দা জানাই।'

১৬ থেকে ২০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা বিশ্বের বৃহত্তম মেলা। এ বছর সেখানে দুই লাখের বেশি দর্শনার্থী যাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পাবলিশার্স ফর প্যালেস্টাইন তাদের কয়েকটি দাবির কথা তুলে ধরে। এর মধ্যে রয়েছে গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার নিন্দা জানানো ও ফিলিস্তিনি জনগণের মানবাধিকার নিশ্চিত করা, ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় অংশগ্রহণসহ ইসরায়েলি বই প্রকাশকদের সহযোগিতা না করা।

এর আগে ২০২৩ সালের অক্টোবরে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় ফিলিস্তিনি লেখক আদানিয়া শিবলির জন্য নির্ধারিত একটি পুরস্কার অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছিল। তখন আয়োজকেরা 'ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংহতি' প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিল।

সূত্র : লিটারেরি হাব

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট বইয়ের দোকান

টিনি টিনি বুকস্টোর

জাপানের মায়েবাশির একটি বইয়ের দোকান গত বছরের ডিসেম্বরে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট বইয়ের দোকানের স্বীকৃতি পেয়েছে।

দোকানটিকে 'টিনি টিনি বুকস্টোর' নামে ডাকা হয়। এর মেঝের আয়তন মাত্র ১ দশমিক ২৪৬ বর্গ মিটার। ক্ষুদ্র এই বইয়ের দোকানটিতে কেবল শিশুরাই ঢুকতে পারে।

দোকানটি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সোয়া ডিলাইটের প্রেসিডেন্ট শিংগো ওয়াতানাবে বলেন, 'শিশুরা যখন বই কেনার চেষ্টা করে, তখন বড়রা অনেক সময় বাধা দেয়। ফলে শিশুরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই ভাবলাম, এমন একটি বইয়ের দোকান তৈরি করব, যেখানে বড়রা প্রবেশ করতে পারবে না।'

গত বছরের সেপ্টেম্বরে তিনি এই বইয়ের দোকান চালু করেন। পরে দেখা যায়, এটিই বিশ্বের সবচেয়ে ছোট বইয়ের দোকান।

সূত্র : এএনএন

গ্রন্থনা : **রবিউল কমল**

● কবিতা

রওশন আরা মুক্তা

মালিক সমিতির বিবৃতি

শ্রমিকের খোঁজ নিতে ইচ্ছা করে না।
শ্রমিক আসলে অনেক অনেক
দূরবর্তী এক ব্যাপার;
শ্রমিক কখন যায় কখন আসে
কখন কাঁদে কখন হাসে
তাতে আমার কী বা যায় আসে?

শ্রমিকের সাথে আমার দেখা হয় না,
শহর থেকে অনেক দূরে;
দূরে সেই সব কারখানা
এসিরুমে থাকি বসে,
এসি গাড়িতেই আনাগোনা
তাই শ্রমিকের সাথে আমার দেখা হয় না।

তবে যখন ফুল ফোটে, বসন্ত আসে—
বিরক্ত লাগে শ্রমিকের ঘামের গন্ধমাখা বাতাসে
ঘামহীন শ্রমিক কেন যে
এখনো আবিষ্কার হচ্ছে না!

আর এমন শ্রমিক চাই যে,
গুলি করব তবে রক্ত ঝরবে না
বেতন দেব না মাস শেষে
কিন্তু বিক্ষোভ করবে না এসে
আমাদের শ্রমিক দরকার এমনই—
যাদের থাকবে না ক্ষুৎপিপাসা
বছরে দুই বোনাসের আশা
অথবা বাড়ি যাওয়ার সময়
মার জন্য শাড়ি কেনার চাহিদা

প্রহরী

ফিরোজা জলের নদী

শুধু চাকা আবিষ্কারের পর গোটা মানবসভ্যতা একলাফে অনেক দূর এগিয়ে গেল; কিন্তু পারল না আজও কেউ তার গন্তব্যে পৌঁছাতে। বরং দ্রুততার সাথে মানুষ শিখেছে পালাতে কিংবা চলে যেতে! আদৌ কি পালাতে পারে মানুষ কিংবা চলে যেতে? তবুও তুমি বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছ—এই নগর ছেড়ে, আমাকে ছেড়ে, হাইওয়ে পেরিয়ে মুসাফির বেশে। পরে আছ নীল রঙের শাড়ি; আঁচল উড়ছে হাওয়ায়—নীল নাকি বেদনা! আমি তো দেখছি ভারতবর্ষে কৃষকদের সেই নীল বিদ্রোহ আজও বাতাসে উড়ছে তোমার আঁচলে!

তবুও তুমি চলে যাচ্ছ, চলে যাচ্ছ চোখেমুখে ফিরোজা জলের নদী এঁকে—আর শহরের সব কটা সিগন্যালে জ্বলে আছে জোনাক, শুধু আমার হৃদয়ে নিবু নিবু জ্বলছে একটা রেড সিগন্যাল...

অলংকরণ : আরাফাত করিম

● সংস্কৃতি

দৃশ্যকলা

অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী

লালমাটিয়ার কলাকেন্দ্রে 'আলিঙ্গনে মিলছুট' নামে যে প্রদর্শনী চলছে, তা বেশ কিছু কারণে কৌতূহলোদ্দীপক। মাসুদা খাতুন জুঁই ও জাফরিন গুলশানের দ্বৈত এই প্রদর্শনীতে দেখতে পাই দুই শিল্পীর জীবনবোধের ভিন্ন দুই ভাবনার প্রকাশ।

জাফরিন গুলশান এঁকেছেন নিজের যাপন ও ভাবনার নানা দিক। তিনি অ্যাক্রিলিক, জলরং ও স্থাপনাশিল্প—তিন মাধ্যম তিনি ব্যবহার করেছেন কাজে। তাঁর ছবিতে নারীত্ব ও মাতৃত্বের প্রকাশ যেমন প্রবল, একই সঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনার ছোঁয়াও স্পষ্ট। তিনি জাদুবাস্তবতাবাদ পছন্দ করেন। তাই নিজের জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাবলি এঁকেছেন নিজস্ব রং ও ঢঙে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কাজ 'নাইভ আর্ট' থেকেই উৎসারিত। জাফরিনের রেখাচিত্রে শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত ছটফটে স্বভাব স্পষ্ট। নিজের জীবন, ঘটে যাওয়া ঘটনা, এসে যাওয়া ভাবনা, অস্বস্তি, ভালো লাগা ইত্যাদি বিষয় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে শিল্প তৈরিতে। অন্তর্মুখিতার পুষ্পকরথে চড়ে যেন তিনি গড়ে তোলেন নিজের শিল্পকে। প্রদর্শনীতে আছে জাফরিনের কিছু অলংকরণধর্মী চিত্রকর্ম, যা তাঁর নারীত্ব ও ব্যক্তিগত জীবনভাবনাকে ঘিরেই আঁকা। তাঁর এই শিল্পবোধ অবধারিতভাবেই রাজনৈতিক তথা সামষ্টিক।

মাসুদা খাতুন জুঁই শিল্প তৈরি করেছেন বহির্মুখী ভাবনা থেকে। তিনি খুঁটিয়ে দেখেন আশপাশের মানুষের হেঁটে যাওয়া, খেটে খাওয়া জনতার সংগ্রাম ও জীবনধারণের ভঙ্গি। নারী-পুরুষ সম্পর্কের বোঝাপড়া, পুরুষতন্ত্রের প্রস্তাবনা ও নারীশক্তির বিকাশ এবং সমাজে এর প্রভাব—এসব নিয়েই তিনি গড়েছেন নিজস্ব শিল্পভাবনা; প্রস্তুত করেছেন স্থাপনাশিল্প। শ্রমজীবী মানুষের পরিধেয় কাপড় ও যাপনের মিলমিশে তৈরি তাঁর স্থাপনাশিল্পটি নজর কাড়ে। রেডিমেড আর্টের দর্শনকে ব্যবহার করে তিনি তুলে এনেছেন শ্রমজীবী মানুষের ব্যবহার্য আসবাব—টেবিল, চেয়ার, মশারি, আলনা, কাপড়ের থলে ইত্যাদি। জুঁইয়ের দেখার ভঙ্গিতে মনোযোগ এবং একটা নৃতাত্ত্বিক বোঝাপড়ার আভাস স্পষ্ট। প্রদর্শনীতে আছে তাঁর আঁকা কিছু জলরং—এঁকেছেন মানুষের মুখ, নারীত্ব। এই শিল্পীর স্থাপনাশিল্প ও জলরং—দুই জায়গাতেই বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে জীবনের বৈচিত্র্যময়তা এবং সেগুলোর সঙ্গে শিল্পী হিসেবে তাঁর বোঝাপড়া।

লালা রুখ সেলিমের কিউরেশনে ২৭ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া প্রদর্শনীটি চলবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।

অনিন্দ্য নাহার হাবীব

শিল্পী : জাফরিন গুলশান

শিল্পী : মাসুদা খাতুন জুঁইয়ের স্থাপনাশিল্প

মঞ্চ

সহস্রের আর্তনাদ

প্রায় তিন-চারজন নাটকের দৃশ্য

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চে অপস্রিয়মাণ গোধূলির শেষ আভা। নিরাভরণ মঞ্চের পেছনে দেয়াললিখন—'গুলি করি, একটাই মরে, একটাই যায় স্যার, বাকিডি যায় না'। জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের চিত্রটি বাক্যটিতে মূর্ত হয়ে আছে। সেটিকেও মঞ্চের অংশ বলে ভ্রম হয়। প্রচণ্ড কালেক্টিভের নতুন প্রযোজনাতেও যেন তারই গভীর স্পর্শ। জাহিদ সোহাগের রচনা ও সরওয়ার জাহানের নির্দেশনায় *প্রায় তিন-চারজন* নাটকটি গত ২৭-২৮ সেপ্টেম্বরে এ মঞ্চে প্রদর্শিত হলো চারবার।

অভ্যুত্থান-উত্তর ঢাকার মঞ্চে এটি নতুনতম প্রযোজনা। নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রে বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, খুন, ধর্ষণ বা নিজেকে হারিয়ে ফেলার এক অদ্ভুতুড়ে বয়ান নিয়ে এই নাটক। ব্যক্তির বেদনার স্মারক হয়েও এই বয়ান সমষ্টির।

নাটকের চরিত্রগুলোকে নাম দিয়ে শনাক্ত করা দুষ্কর। তাদের পরিচয় প্রকাশিত হতে হতেও মিলিয়ে যায়। গুম হয়ে যাওয়া সন্তানের খোঁজে ছুটে বেড়ানো এক মায়ের জবানিতে দানা বাঁধে নানা টুকরো দৃশ্যপট। আবার তা বিচূর্ণও হয়ে পড়ে। সেই বিচূর্ণ আরশিতে আমরা দেখি গুম, মৃত্যু, আহত মানুষের নানামুখী বয়ান; আর তার মধ্য দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন যাপনের অনিশ্চয়তা ও হাহাকারের পাঠ। রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবনকে ঘিরে নিখোঁজ আজাদ বা আজাদি-বিষয়ক বহুস্তর ও অসরল বয়ান মনে নানা অস্বস্তি গুঁজে দেয়। সে বয়ান পরম্পরাহীন, অ্যাবসার্ড দৃশ্যকল্পে গড়া, কখনো-বা পরাবাস্তবের ইঙ্গিতবাহী। গুম-খুন-ধর্ষণসহ রাজনৈতিক নিপীড়নের নানা সমীকরণ উল্টেপাল্টে দেখার বাসনা সেখানে প্রকট। গল্পগুলো তাই নাটকের শিরোনামের মতোই অনেকান্ত ইশারা দেয়। তার ভাব বিস্ফোরণোন্মুখ।

প্রচণ্ড কালেক্টিভের আত্মপ্রকাশের প্রস্তাবনা জটিল ভাষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও বিপ্লবী ভাবধারার সুর তুলে ধরেছে। গণপরিসরে এই নাটক মঞ্চায়নের সদিচ্ছা যথেষ্ট উচ্চাভিলাষী। কেননা, মুক্ত পরিসরে পরিবেশন করা হলেও নাটকটির সংলাপ জনকোলাহলের মধ্যে সহজে বোধগম্য নয়, যদিও এটি সংলাপপ্রধান। জনমানুষের নিকটে যাওয়ার প্রয়াসী এই নাটকে ভাষগত নৈকট্য রচনার প্রয়াস ছিল কম।

তারপরও প্রায় ৪০ মিনিটের এই মঞ্চায়ন নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, গণমুখী নাট্যপ্রয়াসের পরিসর ক্রমে সংকুচিত হতে হতে এখন প্রায় বিলীন। অভ্যুত্থান-উত্তর নৈরাজ্যের জটিল আবহাওয়ায় বহিরাঙ্গনের এই উপস্থাপনকে যথেষ্ট সাহসী বলতে হবে। মবোক্রেসির নয়া উৎপাতের বিপরীতে তারুণ্যমুখর এই শিল্প আয়োজনটি অভিনন্দনযোগ্য।

এ প্রযোজনায় তারুণ্যের স্পর্ধাময় বিষয় ও মেজাজটিও দারুণ। প্রসেনিয়াম মঞ্চের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নিখাদ উপস্থাপনা মুক্তমঞ্চে প্রত্যাশিত নয়। তবু বিমূর্ততার ঝোঁক কাটিয়ে দর্শকের সঙ্গে আলাপের অবকাশ তৈরির সুযোগ এই প্রযোজনায় আছে।

'আব্বু, তুমি কান্না করতেছো যে' বা 'হামার বেটাক মারলু ক্যানে'র মতো দুয়েকটি সংলাপের সহজ অথচ সুতীব্র দ্যোতনা পুরো নাটকে ফুটিয়ে তোলা গেলে প্রায় *তিন-চারজন সহস্রজনের* চিন্তাকে তা স্পর্শ করতে পারবে।

হুমায়ূন আজম

পুলিশে ৪ হাজার ২০০ কনস্টেবল নিয়োগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে ৬৪ জেলা থেকে ৪ হাজার ২০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।

আবেদনের যোগ্যতা

আগ্রহী প্রার্থীদের এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ন্যূনতম জিপিএ-২.৫ থাকতে হবে। আবেদনের জন্য বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক ও অবিবাহিত হতে হবে। তালাকপ্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য নয়। ২০২৪ সালের ১৫ অক্টোবর তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যে হতে হবে। এ ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য বিদ্যমান কোটা অনুসৃত হবে।

শারীরিক যোগ্যতা

মেধা কোটার ক্ষেত্রে পুরুষ প্রার্থীর উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি হতে হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তান এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটার ক্ষেত্রে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের কোটার ক্ষেত্রে বিধি অনুসৃত হবে। নারী প্রার্থীর উচ্চতা মেধা কোটার ক্ষেত্রে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি হতে হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তান এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের কোটার ক্ষেত্রে বিধি অনুসৃত হবে।

মেধা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটার ক্ষেত্রে বুকের মাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ৩১ ইঞ্চি ও সম্প্রসারিত অবস্থায় ৩৩ ইঞ্চি। বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের কোটার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় ৩০ ইঞ্চি ও সম্প্রসারিত অবস্থায় ৩১ ইঞ্চি। দৃষ্টিশক্তি ৬/৬।

যেভাবে আবেদন

আগ্রহী প্রার্থীদের এই ওয়েবসাইটের (http://police.teletalk.com.bd) মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। এই ওয়েবসাইটে আবেদন ফরম পূরণের সহায়ক হিসেবে ভিডিও টিউটোরিয়াল এবং ফরম পূরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

দিনাজপুর সিভিল সার্জনের কার্যালয়

বিভিন্ন পদে ১৫৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ৩০ অক্টোবর।

আইসিডিডিআরবি নেবে ১০০ কর্মী

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ফিল্ড অ্যাটেনডেন্ট পদে ১০০ জনকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

ফিল্ড অ্যাটেনডেন্ট পদে আবেদনের জন্য এইচএসসি বা সমমান পাস হতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে অন্তত এক বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। টিবি স্ক্রিনিংয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। নিয়োগ পেলে কর্মস্থল হবে ঢাকা, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও লক্ষ্মীপুরে। এ পদে মাসিক বেতন ১৭ হাজার ৯৬০ টাকা। এ ছাড়া বাসাভাড়া, যাতায়াত ভাতা ও উৎসব ভাতা দেওয়া হবে।

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীদের আইসিডিডিআরবির ওয়েবসাইটে নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জেনে অ্যাপ্লাই নাউ অপশনে ক্লিক করে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়

২০ অক্টোবর, ২০২৪।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি (টেকনিক্যাল পদ)

নং সংস্থা-২/অ-৫/রে-২২১১ তারিখ : ০২/১০/২০২৪ খ্রিঃ

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিস বিভাগের নিম্নবর্ণিত পদসমূহ পূরণের নিমিত্তে যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশের নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

১। ৳ : ১২৫০০-৩০২৩০/- বেতন স্কেলে "ফার্মাসিস্ট", মেডিক্যাল সেন্টারের ১টি স্থায়ী পদঃ প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট কাজে ৪ (চার) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ কমপক্ষে বি.এস.সি (ফার্মাসি) পাশ হইতে হইবে এবং সরকার অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে হইবে। অথবা বিজ্ঞান বিভাগে এইচ.এস.সি. বা সমমানের পরীক্ষায় পাশসহ ইন্সটিটিউট অব পাবলিক হেলথ হতে ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি কোর্স সম্পন্ন এবং কোন খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানে ফার্মাসিস্ট পদে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

২। ৳ : ১২৫০০-৩০২৩০/- বেতন স্কেলে "মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (ফিজিওথেরাপি)", মেডিক্যাল সেন্টারের ১টি স্থায়ী পদ : The candidate should have a diploma in Medical Technology (Physiotherapy) from any govt. recognized institution with at least 05 (five) years experience in relevant field with computer experience.

৩। ৳ : ১২৫০০-৩০২৩০/- বেতন স্কেলে "ড্রাফটসম্যান", আই.পি.ই. বিভাগের ১টি স্থায়ী পদ, প্রধান প্রকৌশলীয় কার্যালয়ের ০১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে বি.এস.সি. পাশ হইতে হইবে এবং সরকার অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান হইতে ড্রাফটসম্যান কাম ক্যাড বিষয়ে (Auto Cad, 3D Studio Max. Lumion, SkechUp, Revit ইত্যাদি) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে হইবে। অথবা এইচ.এস.সি. পাশসহ ভোকেশনাল ইন ড্রাফটিং-এ সরকার অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেড কোর্স সম্পন্ন এবং কোন খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানে ড্রাফটসম্যান পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে এবং তৎসহ Auto Cad, 3D Studio Max, Lumion, SkechUp, Revit ইত্যাদিতে দক্ষতা থাকিতে হইবে।

৪। ৳ : ১২৫০০-৩০২৩০/- বেতন স্কেলে "ইন্সট্রুমেন্ট টেকনিশিয়ান", ডিএইআরএস অফিসের অধীন অটোমোবাইল শপের ১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট কাজে ৪ (চার) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ কমপক্ষে বি.এস.সি. পাশ হইতে হইবে এবং সরকার অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে হইবে। অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এইচ.এস.সি. ভোকেশনাল/বিজ্ঞান বিভাগে এইচ.এস.সি. বা সমমানের পরীক্ষায় পাশসহ সরকার অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদী ট্রেড কোর্স সম্পন্ন এবং কোন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি (ল্যাবঃ ইকুইপমেন্টস/ইলেকট্রো মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি/প্রজেক্টর/কম্পিউটার এক্সেসরিজ মেরামত ও ইন্সটলেশন ইত্যাদি) মেরামতের কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হইতে হইবে।

৫। ৳ : ১১০০০-২৬৫৯০/- বেতন স্কেলে "ডাটা এন্ট্রি অপারেটর", আই.আই.সি.টি-এ ১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে স্নাতক ডিগ্রীসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে হইবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

৬। ৳ : ১১০০০-২৬৫৯০/- বেতন স্কেলে "ল্যাব ইন্সট্রাক্টর কম স্টোর কীপার", ন্যানোম্যাটেরিয়ালস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে বি.এস.সি. পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে। অথবা এইচ.এস.সি. ভোকেশনাল/বিজ্ঞান বিভাগে পাশসহ সংশ্লিষ্ট লাইনে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

৭। ৳ : ১১০০০-২৬৫৯০/- বেতন স্কেলে "ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর", বস্তু ও ধাতব কৌশল বিভাগের ১টি স্থায়ী পদ, ডিএইআরএস অফিসের অধীন মেশিন শপের ০১টি স্থায়ী পদ, অটোমোবাইল শপের ০১টি স্থায়ী পদ, শীট মেটাল শপের ০১টি স্থায়ী পদ, এবং ফাউন্ড্রি শপের ০১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে বি.এস.সি. পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে। অথবা এইচ.এস.সি. বিজ্ঞান বিভাগে পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড কোর্সসহ ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। কম্পিউটারে CAD/CAM জানা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ৳ : ১১০০০-২৬৫৯০/- বেতন স্কেলে "নেটওয়ার্ক টেকনিশিয়ান", আইসিটি সেলের ০২টি স্থায়ী পদ : HSC or equivalent should have at least 2nd division in all examination. Basic computer skill (Word, Excel, internet etc.) 3-4 years of practical experience in a recognized organization concerning ICT (Network). Experience in maintenance of computer and secretarial work will be preferable.

৯। ৳ : ১১০০০-২৬৫৯০/- বেতন স্কেলে "পাম্প সুপারভাইজার", প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ০১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে বি.এস.সি. পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং পাম্প পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত কাজে কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে। অথবা এইচ.এস.সি. ভোকেশনাল/বিজ্ঞান বিভাগে পাশসহ পাম্প পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত সংক্রান্ত কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

১০। ৳ : ১১০০০-২৬৫৯০/- বেতন স্কেলে "হেড ইলেকট্রিশিয়ান", প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ০১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হইতে হইবে। প্রার্থীকে অবশ্যই 'এ' ও 'বি' ক্যাটাগরির লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইতে হইবে। অথবা প্রার্থীকে এইচ.এস.সি. ভোকেশনাল/বিজ্ঞান বিভাগে পাশসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে। প্রার্থীকে অবশ্যই 'এ' ও 'বি' ক্যাটাগরির লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

১১। ৳ : ১১০০০-২৬৫৯০/- বেতন স্কেলে "অপারেটর মেকানিক", ডিএইআরএস অধীন মেশিন শপের ২টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে বি.এস.সি. পাশসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে। অথবা এইচ.এস.সি. ভোকেশনাল/বিজ্ঞান বিভাগে পাশসহ সংশ্লিষ্ট লাইনে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

১২। ৳ : ৯৭০০-২৩৪৯০ বেতন স্কেলে "ড্রাইভার (ভারী)" ৪টি স্থায়ী পদ ডিএইআরএস অফিসের অধীন অটোমোবাইল শপ : প্রার্থীকে অবশ্যই অষ্টম শ্রেণী পাশসহ ভারী গাড়ী চালানোর লাইসেন্সধারী হইতে হইবে এবং গাড়ী মেরামতের কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

১৩। ৳ : ৯৭০০-২৩৪৯০/- বেতন স্কেলে ড্রাইভার কাম ফিটার পদের বিপরীতে "ড্রাইডার (ভারী)" ডিএইআরএস অফিসের অধীন অটোমোবাইল শপ ০১টি অস্থায়ী পদ : প্রার্থীকে অবশ্যই অষ্টম শ্রেণী পাশসহ ভারী গাড়ী চালানোর লাইসেন্সধারী হইতে হইবে এবং গাড়ী মেরামতের কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

১৪। ৳ : ৯৩০০-২২৪৯০/- বেতন স্কেলে "ড্রাইভার (হালকা)", ডিএইআরএস অফিসের অধীন অটোমোবাইল শপ ২টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে অবশ্যই অষ্টম শ্রেণী পাশসহ হালকা/ভারী গাড়ী চালানোর লাইসেন্সধারী হইতে হইবে এবং গাড়ী মেরামতের কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

১৫। ৳ : ৯৩০০-২২৪৯০/- বেতন স্কেলে "অটোমেকানিক", ডিএইআরএস অফিসের অধীন অটোমোবাইল শপের ১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে এস.এস.সি./সমমানের পরীক্ষায় পাশ এবং ৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা ২ (দুই) বৎসর মেয়াদী ট্রেড কোর্সসহ সংশ্লিষ্ট লাইনে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হবে।

১৬। ৳ : ৯৩০০-২২৪৯০/- বেতন স্কেলে "সহকারী এসি টেকনিশিয়ান", প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে এস.এস.সি. এবং এয়ারকন্ডিশন এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ট্রেড কোর্স/ভোকেশনাল পরীক্ষায় পাশ এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

১৭। ৳ : ৯৩০০-২২৪৯০/- বেতন স্কেলে "ল্যাব সহকারী", পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এর ২টি স্থায়ী পদ : The candidate must have H.S.C. (Science) Vocational training in Civil Technology/Computer Technology or a relevant field will be preferred. Must have at least two years of working experience in the relevant field. No 3rd class/division/equivalent are acceptable.

১৮। ৳ : ৯৩০০-২২৪৯০/- বেতন স্কেলে "বাবুর্চি", বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল-এর ১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে এস.এস.সি. পরীক্ষায় পাশসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ০৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হইতে হইবে।

১৯। ৳ : ৯০০০-২১৮০০/- বেতন স্কেলে "ল্যাবঃ এটেনডেন্ট", ন্যানোম্যাটেরিয়ালস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২টি স্থায়ী পদ, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের ১টি স্থায়ী পদ, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের ০৪টি স্থায়ী পদ, আই.পি, ই, বিভাগের ২টি স্থায়ী পদ এবং গণিত বিভাগের ০১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে এইচ.এস.সি. (বিজ্ঞান) বা সমমানের পরীক্ষায় পাশ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেড কোর্সসহ ১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

২০। ৳ : ৯০০০-২১৮০০/- বেতন স্কেলে "শপ এটেনডেন্ট", ডিএইআরএস অফিসের ফাউন্ড্রি শপের ১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে এইচ.এস.সি. (বিজ্ঞান) বা সমমানের পরীক্ষায় পাশসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

২১। ৳ : ৯০০০-২১৮০০/- বেতন স্কেলে "লিফট অপারেটর", বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের ১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে এস.এস.সি. পরীক্ষায় পাশ এবং ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স-এ ট্রেড কোর্সসহ লিফট অপারেটিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ০২ (দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। লিফট সংক্রান্ত অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মহিলা প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

২২। ৳ : ৯০০০-২১৮০০/- বেতন স্কেলে "হোয়াইট ওয়াশ মিস্ত্রি", প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে সরকার অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান হইতে এস.এস.সি. ভোকেশনাল ইন সিভিল পাশ হইতে হইবে। অথবা প্রার্থীকে জে.এস.সি./সমমানের পরীক্ষায় পাশসহ কোন খ্যাতনামা নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে হোয়াইট ওয়াশ/রং মিস্ত্রি হিসাবে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ ৬ (ছয়) মাসের ট্রেনিং কোর্স সম্পাদনের সার্টিফিকেটধারী হইতে হইবে।

২৩। ৳ : ৮৮০০-২১৩১০/- বেতন স্কেলে "সহকারী ওয়েল্ডার", প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে এস.এস.সি. পাশসহ কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রেড কোর্সের সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২৪। ৳ : ৮৫০০-২০৫৭০/- বেতন স্কেলে "সহকারী পাম্প ড্রাইভার", প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে জেএসসি/সমমানের পরীক্ষায় পাশসহ সংশ্লিষ্ট লাইনে ট্রেড সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইতে হইবে।

২৫। ৳ : ৮৫০০-২০৫৭০/- বেতন স্কেলে "সহকারী টেলিফোন লাইনম্যান", প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ১টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে এস.এস.সি. পাশ হইতে হইবে এবং সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কাজে চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। অথবা প্রার্থীকে জেএসসি/সমমানের পরীক্ষায় পাশসহ সংশ্লিষ্ট লাইনে ট্রেড সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইতে হইবে।

২৬। ৳ : ৮২৫০-২০০১০/ বেতন স্কেলে "ভেহিক্যাল হেলপার", ডিএইআরএস-এর অধীন অটোমোবাইল শপের ২টি স্থায়ী পদ : প্রার্থীকে জেএসসি/সমমানের পরীক্ষায় পাশসহ সংশ্লিষ্ট লাইনে ট্রেড সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইতে হইবে।

বি :দ্র : ক্রমিক নং ১ হইতে ১১, ১৬ হইতে ২১ এবং ২৩ নং ক্রমিকে বর্ণিত পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীর শিক্ষাজীবনে কোন স্তরে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য নয়। "অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যে কোন একটি স্তরে শিক্ষাগত যোগ্যতা (বিভাগ/শ্রেণী) শিথিলযোগ্য। তবে ১১/০৫/২০১৫ তারিখের পরে যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হয়েছেন এবং ডিগ্রী অর্জন করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই শিথিলতা প্রযোজ্য হবে না।"

অনলাইনে https://recruitment.buet.ac.bd/ সাইটের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য অফিস/বিভাগ অনুযায়ী আলাদা আলাদা আবেদন করতে হবে। চাকুরীরত প্রার্থীদের অনাপত্তিপত্র/অগ্রায়ণপত্র অনলাইন আবেদনের সময় আপলোড করতে হবে। আবেদনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ও আবেদনের ফি অনলাইনের মাধ্যমে পরিশোধের প্রক্রিয়া সাইটের "Application Guideline" মেন্যুতে বর্ণনা করা হয়েছে। ক্রমিক নং ১ হতে ৪ পর্যন্ত প্রতিটি পদের জন্য ৳ : ৩০০ (তিনশত) টাকা এবং ক্রমিক নং ৫ হতে ১৮ পর্যন্ত প্রতিটি পদের জন্য ৳ : ২০০/- (দুইশত) টাকা এবং ক্রমিক নং ১৯ হতে ২৬ পর্যন্ত প্রতিটি পদের জন্য ১০০/- (একশত) টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। আবেদনে উল্লেখিত তথ্যে/আপলোডকৃত সার্টিফিকেটে অসম্পূর্ণতা পাওয়া গেলে অথবা আবেদনের সাথে আপলোডকৃত সার্টিফিকেট/মার্কশীটের কপিসমূহে মূলকপি যাচাইকালে কোন অসঙ্গতি/অসত্য/ভুল তথ্য পাওয়া গেলে কিংবা আবেদনকারীর যোগ্যতা উল্লিখিত যোগ্যতার কম হলে যে কোন পর্যায়ে আবেদনকারীর প্রার্থিতা বাতিলযোগ্য বলে গণ্য হবে। তাছাড়া অসত্য/ভুল তথ্য প্রদানকরী প্রার্থী পরবর্তী পাঁচ বছর চাকুরীর জন্য আবেদন করলে তা বিবেচিত হবে না। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ব্যতিরেকে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া গ্রহণ/বাতিল/পদ সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় ই-মেইল ও এসএমএস-এর মাধ্যমে জানানো হবে। আবেদনকারী তার Admit Card ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবে।

আবেদন সংশ্লিষ্টে কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে recruitment@regtr.buet.ac.bd-এ ই-মেইল করা যাবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বুয়েটের ওয়েবসাইট (regoffice.buet.ac.bd)-এ প্রকাশ করা হবে।

অনলাইনে আবেদনপত্র ও ফি জমাদানের শেষ তারিখ : ২৩/১০/২০২৪ খ্রিঃ

০২/১০/২৪

(অধ্যাপক ড. মোঃ ফোরকান উদ্দিন)
রেজিষ্ট্রার (অ.দা.)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি ভবন
৯৮, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি
তেজগাঁও, ঢাকা- ১২০৮।
Web:www.dlrs.gov.bd

স্মারক নং৩১.০৩.০০০০.০০২.১১.০১৪.২৪-৪১৯

তারিখ : ১৭ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০২ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীন জোনাল সেটেলমেন্ট ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসের রাজস্ব খাতভুক্ত নিম্নবর্ণিত শূন্য পদসমূহে অস্থায়ীভাবে সরাসরি নিয়োগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সকল জেলার স্থায়ী নাগরিকদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত শর্তে http://dlrs.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে (online) আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। অনলাইন (online) ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে প্রেরিত আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

এ অধিদপ্তরের ৩০ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১৪ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের ৩১.০৩.০০০০.০০২.১১.০০২.২৪-৭৯ নং স্মারকে জারীকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ১, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ ক্রমিকে বর্ণিত পদে যে সকল প্রার্থী ইতঃপূর্বে আবেদন করেছেন তাদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড ও বেতন স্কেল	পদ সংখ্যা	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১.	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	গ্রেড-১৩ ১১০০০-২৬৫৯০/-	০৫টি	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা; এবং (গ) সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি ইংরেজীতে ৮০ শব্দ ও বাংলায় ৫০ শব্দ এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি ইংরেজীতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দ।
০২.	সার্ভেয়ার	গ্রেড-১৪ ১০২০০-২৪৬৮০/-	৮৫টি	(ক) কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হতে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (সার্ভেয়িং) টেকনোলজি।
০৩.	ট্রাভার্স সার্ভেয়ার	গ্রেড-১৫ ৯৭০০-২৩৪৯০/-	০৪টি	(ক) কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হতে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (সার্ভেয়িং) টেকনোলজি।
০৪.	কম্পিউটর	গ্রেড-১৫ ৯৭০০-২৩৪৯০/-	০৮টি	(ক) কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান হতে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (সার্ভেয়িং) টেকনোলজি।
০৫.	ড্রাইভার	গ্রেড-১৫ ৯৭০০-২৩৪৯০/-	১২টি	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) হালকা বা ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্স।
০৬.	নাজির কাম ক্যাশিয়ার	গ্রেড-১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/-	১৭টি	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা; এবং (গ) কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি ইংরেজীতে ২০ শব্দ ও বাংলায় ২০ শব্দ।
০৭.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	গ্রেড-১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/-	২১টি	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা; এবং (গ) কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ২০ শব্দ ও বাংলায় ২০ শব্দ।
০৮.	পেশকার	গ্রেড-১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/-	৩৭৮টি	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা; এবং (গ) কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ২০ শব্দ ও বাংলায় ২০ শব্দ।
০৯.	রেকর্ড কিপার	গ্রেড-১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/-	২৯১টি	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
১০.	খারিজ সহকারী	গ্রেড-১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/-	৪৭৪টি	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা; এবং (গ) কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ২০ শব্দ ও বাংলায় ২০ শব্দ।
১১.	যাঁচ মোহরার	গ্রেড-১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/-	৪২২টি	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
১২.	কপিষ্ট কাম বেঞ্চ সহকারী	গ্রেড-১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/-	৪৮০টি	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা; এবং (গ) কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি ইংরেজিতে ২০ শব্দ ও বাংলায় ২০ শব্দ।
১৩.	অফিস সহায়ক	গ্রেড-২০ ৮২৫০-২০০১০/-	১৮২টি	কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৪.	চেইনম্যান	গ্রেড-২০ ৮২৫০-২০০১০/-	১৪৫টি	কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

শর্ত ও নিয়মাবলী :

০১। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮ শ্রাবণ ১৪৩১/২৩ জুলাই ২০২৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০১৪.২৪-১৪১নং পরিপত্রে উল্লিখিত কোটা সংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণ করা হবে।

০২। **আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত শতাবলী :**

ক. পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি http://dlrs.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনের সময়সীমা নিম্নরূপ :
   i. Online-এ আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় : ০৬/১০/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ সকাল ১০ :০০ ঘটিকা।
   ii. Online-এ আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় : ২৭/১০/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা। উক্ত সময়সীমার মধ্যে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আবেদনপত্র Submit-এর সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে SMS এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন।

খ. Online আবেদনপত্রে প্রার্থী তার স্বাক্ষর (দৈর্ঘ্য ৩০০ x প্রস্থ ৮০ Pixel) ও রঙিন ছবি (দৈর্ঘ্য ৩০০ x প্রস্থ ৩০০ Pixel) স্ক্যান করে নির্ধারিত স্থানে Upload করবেন। ছবির সাইজ সর্বোচ্চ 100KB ও স্বাক্ষরের সাইজ সর্বোচ্চ 60KB হতে হবে।

গ. Online-এ আবেদনপত্রে পূরণকৃত তথ্যই যেহেতু পরবর্তী সকল কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে সেহেতু Online-এ আবেদনপত্র Submit করার পূর্বেই পূরণকৃত সকল তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে প্রার্থী নিজে শতভাগ নিশ্চিত হবেন।

ঘ. প্রার্থী Online-এ পূরণকৃত আবেদনপত্রের একটি প্রিন্ট কপি পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনে সহায়ক হিসেবে সংরক্ষণ করবেন এবং মৌখিক পরীক্ষার সময় ০১(এক) কপি জমা দিবেন।

ঙ. SMS প্রেরণের নিয়মাবলী ও পরীক্ষার ফি প্রদান : Online-এ আবেদনপত্র (Application Form) যথাযথভাবে পূরণ করে নির্দেশনামতে ছবি এবং স্বাক্ষর Upload করে আবেদনপত্র Submit সম্পন্ন করা হলে কম্পিউটারে ছবিসহ Application Preview দেখা যাবে। নির্ভুলভাবে আবেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন প্রার্থী একটি User ID, ছবি এবং স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant's copy পাবেন। উক্ত Applicant's Copy প্রার্থী Download পূর্বক রঙিন প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করবেন। Applicant's Copy তে একটি User ID নম্বর দেয়া থাকবে এবং User ID নম্বর ব্যবহার করে প্রার্থী নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যে কোন Teletalk Pre-paid Mobile নম্বরের মাধ্যমে ০২ (দুই)টি SMS করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ছকে ০১ হতে ১২নং ক্রমিকে বর্ণিত পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০/- (দুইশত) টাকা ও Teletalk এর সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩/- (তেইশ) টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ২২৩/- (দুইশত তেইশ) টাকা এবং ক্রমিক ১৩ ও ১৪ এ বর্ণিত পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ (একশত) টাকা ও Teletalk এর সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২/- (বার) টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ১১২/- (একশত বার) টাকা অনধিক ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে জমা দিবেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য Online-এ আবেদনপত্রের সকল অংশ পূরণ করে Submit করা হলেও পরীক্ষার ফি জমা না দেয়া পর্যন্ত Online আবেদনপত্র কোন অবস্থাতেই গৃহীত হবে না"।

প্রথম SMS : DLRS<space>User ID লিখে Send করতে হবে 16222 নম্বরে।

Example: DLRS ABCDEF & Send to 16222.

Reply : Applicant's Name, Tk.223 will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. To pay fee Type DLRS<space>Yes<space>PIN and Send to 16222.

দ্বিতীয় SMS: DLRS<space>Yes<space>PIN লিখে Send করতে হবে 16222 নম্বরে।
Example : DLRS YES 12345678.

Reply : Congratulations, Applicant's Name, Payment completed successfully for DLRS Application for (post name) User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx).

চ. প্রবেশপত্র প্রাপ্তির বিষয়টি : http://dlrs.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে এবং প্রার্থীর মোবাইল ফোনে SMS এর মাধ্যমে (শুধুমাত্র যোগ্য প্রার্থীদেরকে) যথাসময়ে জানানো হবে। Online আবেদনপত্রে প্রার্থীর প্রদত্ত মোবাইল ফোনে পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় যোগাযোগ সম্পন্ন করা হবে বিধায় উক্ত নম্বরটি সার্বক্ষণিক সচল রাখা, SMS পড়া এবং প্রাপ্ত নির্দেশনা তাৎক্ষণিকভাবে অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

ছ. SMS এ প্রেরিত User ID এবং Password ব্যবহার করে পরবর্তীতে রোল নম্বর, পদের নাম, ছবি, পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান/কেন্দ্রের নাম ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত প্রবেশপত্র প্রার্থী Download পূর্বক রঙিন কপি প্রিন্ট করে নিবেন। প্রার্থী প্রবেশপত্রটি লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় এবং উত্তীর্ণ হলে ব্যবহারিক/মৌখিক পরীক্ষার সময় অবশ্যই প্রদর্শন করবেন।

জ. শুধুমাত্র টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল ফোন থেকে প্রার্থীগণ নিম্নবর্ণিত SMS পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজ নিজ User ID এবং Password পুনরুদ্ধার করতে পারবেন।
   i. User ID জানা থাকলে : DLRS<space>Help<space>User<space>User ID & send to 16222.
   Example: DLRS HELP User ABCDEF.
   ii. PIN Number জানা থাকলে :DLRS<space>Help<space>PIN<space> PIN Number & send to 16222.
   Example: DLRS Help PIN 12345678.

ঝ. পত্রিকা ছাড়াও http://dlrs.teletalk.com.bd এ বিজ্ঞপ্তিসহ এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য দেখা যাবে। টেলিটকের জবপোর্টাল https://alljobs.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে সরাসরি প্রবেশ করেও বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাবে। নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ, সময় ও অন্যান্য তথ্য পত্রিকা ছাড়াও http://dlrs.teletalk.com.bd ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।

ঞ. অনলাইনে আবেদন করতে কোন সমস্যা হলে টেলিটক নম্বর থেকে ১২১ অথবা alljobs.query@teletalk.com.bd ই-মেইলে যোগাযোগ করা যাবে। এছাড়া টেলিটকের জবপোর্টাল এর ফেসবুক পেজ https://www.facebook.com/alljobsbdTeletalk এ মেসেজ এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা যাবে। (Mail/মেসেজ এর Subject-এ Organization Name: DLRS, Post Name: ***, Applicant's User ID ও Contract Number অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে)।

ট. ডিক্লারেশন : প্রার্থীকে অনলাইন আবেদনপত্রের ডিক্লারেশন অংশে এই মর্মে ঘোষণা দিতে হবে যে, প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রের প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক এবং সত্য। প্রদত্ত তথ্য অসত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে অথবা কোন অযোগ্যতা ধরা পড়লে বা কোনো প্রতারণা বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে কিংবা পরীক্ষায় নকল/অসদুপায়/প্রক্সি অবলম্বন করলে, পরীক্ষার পূর্বে বা পরে অথবা নিয়োগের পরে যে কোন পর্যায়ে প্রার্থিতা বাতিল করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৩। Online-এ আবেদন ও নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

০৪। সকল পদে ০৬/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ হতে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তান এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়। ইতঃপূর্বে যে সকল প্রার্থীগণ আবেদন করেছেন তাদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তির বয়সের শর্ত বহাল থাকবে।

০৫। সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অন্যথায় ঐ আবেদন গ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে না।

০৬। প্রার্থী নির্বাচনে সরকারি বিধিবিধান অনুসরণ করা হবে।

০৭। মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থীকে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, অনলাইনে আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও অন্যান্য সনদের মূলকপি প্রদর্শন করতে হবে।

০৮। এক জেলার বাসিন্দা অন্য জেলার বাসিন্দা হিসাবে আবেদন করতে পারবেন না।

০৯। কেবলমাত্র নির্ধারিত লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের মধ্য হতে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক যোগ্য প্রার্থীদের চূড়ান্ত নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হবে। এ ক্ষেত্রে কোন সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে।

১০। প্রার্থীকে লিখিত, মৌখিক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রার্থীগণকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন টি.এ/ডি.এ প্রদান করা হবে না।

১১। অনিবার্য কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত/বাতিল/প্রত্যাহার/সংশোধন করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। কোন কারণে নিয়োগের যে কোন পর্যায়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত বা বাতিল বা সংশোধন করা হলে কোন দরখাস্তকারী তাকে নিয়োগ প্রদানের জন্য দাবী করতে পারবেন না বা দাবী করলেও তা আইনানুগভাবে গৃহীত হবে না।

০২/১০/২০২৪

(মো : ইসমাইল হোসেন)
পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন : ৪১০২৪৬০৩

বিসিএস আনসার ক্যাডারের দায়িত্ব ও সুযোগ-সুবিধা

বর্তমানে চাকরিপ্রার্থীদের প্রথম পছন্দ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস)। সিভিল সার্ভিসের সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত—২ ক্যাটাগরিতে মোট ২৬টি ক্যাডার রয়েছে। প্রতিটি ক্যাডারের দায়িত্ব ও কাজ, পদায়ন ও প্রশিক্ষণ, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রকাশ করা হচ্ছে চাকরি-বাকরি পাতায়। আজ অষ্টম পর্বে থাকছে বিসিএস আনসার ক্যাডারের দায়িত্ব ও সুযোগ-সুবিধা। বিস্তারিত জানাচ্ছেন ৩৫তম বিসিএস কর্মকর্তা **রবিউল আলম লুইপা**

১৯৪৮ সালে আনসার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য আনসার বাহিনী প্রথম আলোচনায় আসে। মহান মুক্তিযুদ্ধে এই বাহিনী ৪০ হাজার থ্রি নট থ্রি ক্যালিবার রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করে, যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রধান প্রতিরোধের অস্ত্রশক্তি। মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে ১২ জন আনসার সদস্য বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারকে গার্ড অব অনার দেন।

পদায়ন ও দায়িত্ব

বিসিএস আনসার ক্যাডার পরিচালিত হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। এই ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন, পদোন্নতি ও বদলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ১৯৭৬ সালে ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি (ভিডিপি) গঠিত হলে পরবর্তী সময়ে আনসারের সঙ্গে ভিডিপিকে যুক্ত করা হয়। অন্যান্য বাহিনীর মতো আনসার ও ভিডিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আনসার ও ভিডিপির বর্তমান সদর দপ্তর খিলগাঁও। বিভিন্ন সরকারি ও সিভিল স্থাপনার (কেপিআই) নিরাপত্তা, পূজা, নির্বাচনের সময় দায়িত্ব পালন, পুলিশকে সহায়তা ও বিভাগীয় শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে থাকে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি।

জেলা, সদর দপ্তর, প্রশিক্ষণ একাডেমি, ৪২টি ব্যাটালিয়নে; এমনকি র‌্যাব, এসএসএফ, এভিয়েশন সিকিউরিটিতেও ডেপুটেশনে পদায়ন হতে পারে। জেলা ও ব্যাটালিয়নে ক্যাডারের পদসোপান হলো সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট/কোম্পানি কমান্ডার, জেলা কমান্ড্যান্ট/ব্যাটালিয়ন উপ-অধিনায়ক, ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক। সদর দপ্তর ও প্রশিক্ষণ একাডেমিতে ক্যাডারের পদসোপান হলো সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক, পরিচালক, উপমহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মহাপরিচালক। বাহিনী প্রধান হিসেবে মহাপরিচালক, একাডেমি প্রধান কমান্ড্যান্ট (অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদমর্যাদা), আনসারের জোন প্রধান হিসেবে উপপরিচালক, জেলা প্রধান হিসেবে জেলা কমান্ড্যান্ট, ব্যাটালিয়ন প্রধান হিসেবে অধিনায়ক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একজন মেজর জেনারেল সর্বোচ্চ পদ মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশিক্ষণ

যোগদানের পর আনসার ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা অন্য ক্যাডারদের সঙ্গে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) ছয় মাস মেয়াদি বনিয়াদি প্রশিক্ষণ (ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্স—এফটিসি) সম্পন্ন করেন। এরপর আনসার একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুরে এক বছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ নেন। তিন মাস প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে পাসিং আউট অনুষ্ঠানে প্যারেড করতে হয়, যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ইন হিউম্যান সিকিউরিটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এ ছাড়া অফিস ব্যবস্থাপনা, ই-ফাইলিং, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রকিউরমেন্ট, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতো দেশের ভেতরে ও সাইবার ট্রেনিং, কমান্ডো ট্রেনিংয়ে তুরস্ক ও অন্য দেশে প্রশিক্ষণ নিতে হতে পারে। অন্য ক্যাডারের মতো সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিভিন্ন দেশে মাস্টার্স এবং পিএইচডি করার সুযোগ তো আছেই।

বেতন ও ভাতা

সরকারি বেতন স্কেল-২০১৫ অনুসারে সব ক্যাডারের কর্মকর্তা ২২ হাজার টাকা মূল বেতনে চাকরিজীবন শুরু করেন। যোগদানের সময় একটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট পাওয়ার পর মূল বেতন হয় ২৩ হাজার ১০০ টাকা। মূল বেতনের নির্দিষ্ট হারে বাড়ি ভাড়া (জেলা শহরে ৪০%, অন্যান্য বিভাগে ৪৫%, ঢাকা বিভাগে ৫০%), ১৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, সন্তানের জন্য শিক্ষা সহায়ক ভাতা, ঈদ/পূজাতে উৎসব ভাতা, বৈশাখে নববর্ষ ভাতা, সরকারি দায়িত্ব ও যাতায়াতের জন্য টিএ/ডিএ ভাতাসহ সরকারি সব আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। এর বাইরে আনসার প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সেমিনারে প্রশিক্ষণ সম্মানী পাওয়ার সুযোগ আছে।

সুযোগ-সুবিধা

আনসারের মূল ইউনিফর্ম জলপাই রঙের; এ ছাড়া ব্যাটালিয়নে থাকাকালে কমব্যাট ইউনিফর্ম পরতে হয়। অন্যান্য ইউনিফর্ম চাকরির মতো আনসার ও ভিডিপিও সম্মানের চাকরি। যেখানে যাবেন, প্রচুর পরিমাণে লজিস্টিকস সাপোর্ট পাবেন। আপনি ব্যাংক, হাসপাতাল, জাদুঘর—যেখানেই যান, সেখানেই আনসার সদস্য পাবেন, যাঁরা আপনাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। পদোন্নতিও ভালো। অন্য ২৫ ক্যাডারের মতো ২৫% পুল কোটায় সরকারের উপসচিব হওয়ার সুযোগ আছে। কর্মকর্তার সংখ্যা কম থাকায় অনেকেই ডিএস পুলে উপসচিব হয়ে থাকেন।

রেশন (চাল, গম, ডাল ও তেল) সুবিধা ও মিশন সুবিধা (সাময়িক বন্ধ) আছে। সার্বক্ষণিক গার্ড (রানার নামে পরিচিত) সুবিধা আছে। জেলায় ও ব্যাটালিয়নে গাড়ি সুবিধা আছে। জেলা কমান্ড্যান্টের বাংলো সুবিধা আছে। তবে আনসার অনেকটা প্রচারবিমুখ বাহিনী।

প্রতিরক্ষা বিভাগে সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা পুলিশ জনগণের কাছে অধিকতর পরিচিত হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেও আনসার এখনো জনসাধারণের কাছে তেমন পরিচিতি পায়নি। নিজ জেলায় পদায়নের সুযোগ নেই।

জরুরী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

1.Manpower Recruitment Manager 2. Manpower Recruitment Officer 3.Visa Counselor Officer**(Female)** 4.Visa Processing Officer 5. Inbound outbound Tour Operating Officer 6. Airlines Ticketing Officer 7.Food Marketing Officer 8.Assistant Food Marketing Officer 9.Import and Export Officer 10. Foreign Investment Officer 11. Graphics Designer / Cum-Computer Operator 12. Reception**(Female)** 13. Office boy. উপরোক্ত পদের জন্য কমপক্ষে ০৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। **শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ** কমপক্ষে বি.এ, অনার্স, মাস্টার্স (অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য শিথিলযোগ্য)। সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হবে (শুক্রবার ও শনিবার অফিস খোলা থাকবে)। **যোগাযোগঃ** ডিজিটাল গ্রুপ, রোড নং: ০৫, হাউজ নং: ৩২৩, ফ্লাট নং: বি-২, লিফটের ২য় তলা(সিডি দিয়ে ৩য় তলা). বারিধারা ডি.ও.এইচ.এস. ঢাকা-১২০৬।

জরুরী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ambala foundation

আম্বালা ফাউন্ডেশন MRA (সনদ নং: ০০৩৫০-০১৩০৮-০০০৮৬) কর্তৃক অনুমোদিত একটি স্বনামধন্য MFI সংস্থা; PKSF এবং ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে সংস্থার বিভিন্ন কর্মএলাকার কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে (ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম) দক্ষ জনবল প্রয়োজন এবং উল্লেখিত এলাকার প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই প্রেক্ষিতে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে নিম্নে বর্ণিত পদসমূহে সরাসরি উপস্থিত হয়ে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম ও সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স	বেতন-ভাতা	অভিজ্ঞতা
১	এলাকা ব্যবস্থাপক (অভিজ্ঞ- ০৫জন) এরিয়া কার্যালয়	স্নাতক/ স্নাতকোত্তর বয়স- সর্বোচ্চ ৪৭ বৎসর	শিক্ষানবিশকালে- ৪৬,০০০/- এবং স্থায়ীকরণের পর সংস্থা নির্ধারিত বেতন স্কেল অনুযায়ী সর্বসাকুল্যে ৫৩,৪৪০/- টাকা। এছাড়াও প্রতিমাসে মোটরসাইকেল মেইনটেন্যান্স খরচ ও প্রকৃত ফুয়েল বিলসহ অন্যান্য সুবিধা।	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে পরিচালনাকারী সংস্থায় এলাকা ব্যবস্থাপক হিসেবে কমপক্ষে ০১ বছর এবং মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমে সর্বমোট ০৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বর্তমানে এলাকা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত নন এমন প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।
২	শাখা ব্যবস্থাপক (অভিজ্ঞ-৪০জন) শাখা কার্যালয়	স্নাতক/ স্নাতকোত্তর বয়স-সর্বোচ্চ ৪৫ বৎসর	শিক্ষানবিশকালে- ৩৪,৬০০/- এবং স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নির্ধারিত বেতন স্কেল অনুযায়ী সর্বসাকুল্যে ৪১,৭৬০/- টাকা। এছাড়াও প্রতিমাসে মোটরসাইকেল মেইনটেন্যান্স খরচ ও প্রকৃত ফুয়েল বিলসহ অন্যান্য সুবিধা।	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থায় শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কমপক্ষে ০১ বছর এবং মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমে সর্বমোট ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বর্তমানে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত নন এমন প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।
৩	অ্যাসোসিয়েট অফিসার-অডিট (অভিজ্ঞ- ১০জন)	বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক /স্নাতকোত্তর বয়স- সর্বোচ্চ ৩৫ বৎসর	কর্মস্থল প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। শিক্ষানবিশকালে- ২৫,২০০/- এবং স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নির্ধারিত বেতন স্কেল অনুযায়ী সর্বসাকুল্যে ৩০,০৫৮/- টাকা।	জাতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থায় অডিটর হিসাবে কমপক্ষে ০১ বছর অথবা হিসাবরক্ষক হিসেবে ০২ বছরের অজ্ঞিতা সম্পন্ন হতে হবে।
৪	সহঃ হিসাবরক্ষক এন্ড এমআইএস অফিসার (অনভিজ্ঞ- ১০০জন) শাখা কার্যালয়	অ্যাকাউন্টিং/ ফাইনান্সে বি.কম/স্নাতক/ স্নাতকোত্তর বয়স- সর্বোচ্চ ৩২ বৎসর	প্রশিক্ষণকাল ২ মাস এবং প্রতি মাসে ৫০০০/- করে ভাতা প্রদান করা হবে। সফলতার সাথে প্রশিক্ষণকাল সম্পন্ন করার পর মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষানবিশ কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হবে। শিক্ষানবিশকালে ২৭,৬০০/- এবং স্থায়ী করণের পর সংস্থার নির্ধারিত বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতনভাতা ৩৪,০০৮/- টাকা। এছাড়া মোটরসাইকেল মেইনটেন্যান্স ও জ্বালানির জন্য নির্ধারিত হারে খরচ প্রদান করা হবে।	অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই।
৫	ক্রেডিট অফিসার (অনভিজ্ঞ -৩০০জন) শাখা কার্যালয়	স্নাতক/ স্নাতকোত্তর বয়স-সর্বোচ্চ ৩২ বৎসর	প্রশিক্ষণকাল ২ মাস এবং প্রতি মাসে ৫,০০০/- করে ভাতা প্রদান করা হবে। সফলতার সাথে প্রশিক্ষণকাল সম্পন্ন করার পর মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষানবিশ কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হবে। শিক্ষানবিশকালে- ২৫,০০০/- এবং স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নির্ধারিত বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতনভাতা ২৯,৪৪৭/- টাকা। এছাড়া মোটরসাইকেল মেইনটেন্যান্স ও জ্বালানির জন্য নির্ধারিত হারে খরচ প্রদান করা হবে।	অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই।

আবেদনকারীদের বাংলাদেশের যে কোন স্থানে মাঠ পর্যায়ে সংস্থার কর্ম এলাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। সকল পদের প্রার্থীদের কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্রার্থীদের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ মোটরসাইকেল চালনা বাধ্যতামূলক। সকল পদে শিক্ষানবীশকাল ০৬ মাস। বছরে ৩টি উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ০৩টি গ্র্যাচুইটি, কর্মী কল্যাণ ফান্ড, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, এলপিআর, সাপ্তাহিক ছুটি ০২ দিন, অর্জিত ছুটি এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্তিতে চাকুরীকাল শেষে পেনশন সুবিধা প্রদান করা হবে। **মাঠ পর্যায়ে পুরুষ কর্মীদের বিনা খরচে একক আবাসন সুবিধা ও নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে বেতন অতিরিক্ত ১,০০০/- টাকা একক আবাসন ভাতা প্রদান করা হয়।** আগ্রহী প্রার্থীগণকে নির্বাহী পরিচালক বরাবর আবেদনপত্র, জীবন বৃত্তান্ত, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা (মার্কসীট ও সার্টিফিকেটের কপি) ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র, বর্তমান পদে কর্মরত যে কোন প্রমানপত্রের কপি, জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি (বাধ্যতামূলক) এবং ০১ কপি পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা ছবিসহ সরাসরি উপস্থিত হয়ে রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করত নিম্ন তালিকা অনুযায়ী নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করার জন্য বলা হচ্ছে।

পদ	তারিখ	সময়	স্থান
২, ৩ ও ৪ নং পদে	অক্টোবর ১৮, ২০২৪	৮.০০-১০.০০ ঘটিকা	সরকারী জামিলা আইনুল আনন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, খিলজী রোড, ব্লক-বি, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ (আশা টাওয়ার এর পিছনে, মাঠের দক্ষিণ পাশে)।
১ ও ৫ নং পদে	অক্টোবর ২৫, ২০২৪	৮.০০-১০.০০ ঘটিকা	

শর্তাবলী : সাক্ষাৎকারের সময় সকল সনদপত্রের মূলকপি দেখাতে হবে (মূল সনদপত্র জমা রাখা হয় না)। চাকুরীতে যোগদানের সময় সংস্থার নিয়মানুযায়ী এলাকা ব্যবস্থাপক, শাখা ব্যবস্থাপক, অ্যাসোসিয়েট অফিসার-অডিট এবং সহঃ একাউন্টস এন্ড এমআইএস অফিসার পদে প্রার্থীদের ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং ক্রেডিট অফিসারদের ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা জামানত (লভ্যাংশসহ ফেরতযোগ্য) জমা দিতে হবে এবং জামিনদারের MICR ক্রস ব্যাংক চেক জমা দিতে হবে। সকল পদের জন্য পরীক্ষার রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ২০০/- (দুইশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দিয়ে রেজিষ্ট্রেশন করে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

Web : www.ambalafoundation.org

উপ-নির্বাহী পরিচালক
আম্বালা ফাউন্ডেশন

WALK-IN INTERVIEW

www.unimedunihealth.com

Medical Promotion Officer (MPO)

UniMed UniHealth Pharmaceuticals Limited is looking for suitable candidates to join as Medical Promotion Officer.

Requirements

- Masters/Graduate in any discipline having **science minimum up to SSC level**
- Age below 33 years
- Willing to work anywhere in Bangladesh
- Sincere, hard working and willing to build career in sales
- Having good communication skill both in English and Bangla

Key responsibilities

- Medical detailing
- Generating prescriptions
- Collecting orders

Benefits offered

- Attractive remuneration package
- Attractive monthly & quarterly incentive scheme
- Medical assistance for self & family members
- Provident fund, gratuity, profit share & group life insurance

Documents to be brought

- A detailed resume
- 1 recent passport size colour photograph
- National ID card (original & photocopy)
- All academic certificates (original & photocopy)

Experience in pharmaceutical sales will be an advantage and higher remuneration & higher position may be considered. Also age limit may be relaxed.

Interested candidates are requested to attend a **Walk-in Interview** at the following addresses:

Place	Date	Time	Address
Dinajpur	07 October 2024	09:00 AM-12:00 PM	Abedur Rahman's, House (2nd Floor), Near Adarsha College, Ghashipara, Dinajpur. Contact: 01929993270
Bogura	08 October 2024	09:00 AM-12:00 PM	House # 894/A, Nur Mosjid Lane (1st Floor), Jaleswaritala, Ward-7, Bogura. Contact: 01929993263
Kushtia	09 October 2024	09:00 AM-12:00 PM	House No. 66/2, (1st Floor), R.A. Khan, Sarak, Kushtia Sadar, Kushtia-7000. Contact: 01989994699
Dhaka	08, 09 & 10 October 2024	09:30 AM-01:00 PM	Corporate Head Office: 660 Washpur, PO: Shyamlapur, PS: Hazaribagh, Dhaka 1310 (First left lane after Bosila bridge)

Join BEACON the Leader in technology

BEACON Pharmaceuticals PLC is a vision-driven company and designed to conform to the world standards like US-FDA, UK-MHRA, TGA Australia and WHO cGMP. BEACON has set up the only dedicated oncology plant with isolator technology to manufacture anticancer drugs.

In order to support our company's growth in sales and to strengthen our existing team we are looking for smart, ambitious, energetic, intelligent and committed individuals for the following position:

Medical Information Officer

Job Responsibilities

- Promote Beacon's products to doctors and generate prescription.
- Chemist visit to achieve the sales target.
- Exploring new market.

Requirements

- Masters or Graduate in any discipline.
- Age below 32 years.
- Willingness to work anywhere in Bangladesh.

Salary & Benefits

Attractive salary package with TA/DA, Lucrative incentive policy, Provident fund, Gratuity, Group insurance, Next generation gift for two children, Hospital support, Medicine support, Festival bonus, Profit bonus, Motorcycle, Mobile phone, Foreign tour and Excellent professional environment with immense opportunity for faster career progression.

Interested male candidates are requested to attend a **Walk-in-interview** along with a resume, one copy of recent passport size photograph, photocopies of academic certificates and photocopy of National ID from 09.00 am - 12.00 pm at following interview places:

Location	Address	Contact No.	Interview Date
Dhaka	Sara Tower, 11/A, Level-3, Toyenbee Circular Road, Motijheel, Dhaka	01985-550244	7, 8, 9, & 10 October'24
Chattogram	House # 100, Road # 08, O.R. Nizam Road, Residential Area, Chattogram	01985-550645	7 October'24
Bogura	424, Mofiz Paglar More, Bonomali Dev Lane, Jaleshwari Tola, Bogura	01985-550050	8 October'24
Jashore	House # 01/B, Ghop Central Road, Jashore	01913-397917	10 October'24
Rajshahi	House # 116, Sector # 02, Uposhahor, Rajshahi	01913-397913	10 October'24
Rangpur	Holding # 5895, Road # 07, Abdul Mozid Soroni, Radhaballav, Rangpur	01985-550401	10 October'24
Mymensingh	House # 192, Zilla Parishad High School Road, Maskanda, Mymensingh	01985-550402	10 October'24

ONLY NON-SMOKERS CAN APPLY

www.beaconpharma.com.bd

WALK-IN-INTERVIEW

Popular Pharmaceuticals PLC. is one of the fastest growing companies in Bangladesh. To sustain our continuous growth, we are looking for smart, energetic & hard-working eligible candidates for the following position.

Medical Information Officer
(Chronic Care Business Unit)

Key Responsibilities

- Effectively and efficiently share product information to Doctors.
- Generate prescriptions from Doctors and collect orders from chemist shops for achieving the sales target.

Required Qualifications

- Graduate in any discipline having science up to HSC/SSC
- Good communication skills in both English and Bangla
- Willing to work anywhere in Bangladesh
- Willing to build career in Pharmaceutical sales
- Age within 33 years

Benefits We Offer

- Competitive salary package
- Impressive sales incentive
- Leave encashment
- 3 Festival bonuses
- Provident fund
- Gratuity
- Profit share
- TA/DA
- Training allowance for successful trainees
- Foreign Tour

Interested candidates are invited to attend **WALK-IN-INTERVIEW** from 10:00 am to 3:00 pm as per following schedule. Please bring your BIO-DATA, 2 recent passport size photographs, National ID Card, All Academic Certificates (Original & Photocopy) with you.

Location

Dhaka
Popular Pharmaceuticals PLC. Dhaka Sales Depot, 19 Eskaton, (222 Eskaton Old) Near Janakantha, Bhaban, Dhaka-1000, Contact No.: 01814660660, 01847212324, 01847212332, **Date: 08, 09 & 10 October, 2024**

Mymensingh
263/5 Maskanda Zilla Parisad School Road, Mymensingh, Contact No.: 01812286014. **Date: 08 & 09 October, 2024**

Kushtia
House # D-350, Block # D, Ward # 8, Nishan More, Housing Estate, Kushtia, Contact No.: 01817147160. **Date: 08 October, 2024**

Rangpur
House # 69, Road # 1/4, R. K. Satgara Road, Islambag (Ideal More), Rangpur-5400, Contact No.: 01847213127. **Date: 09 October, 2024**

Cumilla
Azim Tower, Jagorjuli Highway Road, Rahimpur, Word No:08, Post: Durgapur Adarsha Sadar, Cumilla, Contact No.: 01817147141. **Date: 09 October, 2024**

Narayangonj
15 Isdair Road (2nd Floor), Fatulla, Narayangonj Contact No.: 01847212150. **Date: 10 October, 2024**

Chattogram
Road # 01, House # 60 South Kulshi, Chattogram Contact No.: 01847345857. **Date: 10 October, 2024**

Rajshahi
Holding No. 432/1, (Bornali Mor), Ward No. 10, Hetem Khan G.P.O-6000, Boalia, Rajshahi, Contact No.: 01817528992. **Date: 08 & 09 October, 2024**

Barishal
Basu Lodge (Inside of Fariya Comunity Centre), South Alekanda Bangla Bazar, Barishal, Contact No.: 01851732919. **Date: 08 October, 2024**

Jashore
Holding No. 1351-00 Talikhala, Puraton Kashba, Police Line Road, Jashore, Contact No.: 01894929717. **Date: 08 October, 2024**

Sylhet
163-Rangdhanu, Airport Road, Chowkidekhi, Sylhet-3100, Contact No.: 01847212146. **Date: 09 October, 2024**

Bogura
Ward: 9, Plot: 508/510, H # 996/A, R # Eidgah Lane (Sutrapur), Bogura, Contact No.: 01847212141. **Date: 09 October, 2024**

Faridpur
Holding # 25/19/2, Barishal Road, Old Bus Stand, Faridpur, Contact No.: 01851732919. **Date: 10 October, 2024**

Khulna
54 Hazi Mohsin Road, Tuth Para, Kabarsthan Road, Khulna, Contact No.: 01894929717. **Date: 10 October, 2024**

POPULAR **Popular Pharmaceuticals PLC.**
Sheltech Panthokunjo, 17 Shukrabad, West Panthopath, Dhaka-1207

“ কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকেই আমার কাছে **দেশের** হয়ে খেলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না।

তাব্রেইজ শামসি
বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ালেও জাতীয় **দলকেই** প্রাধান্য দিতে চান দক্ষিণ আফ্রিকান স্পিনার

স্কটল্যান্ডের আরেকটি উইকেটের পতন। বোলার নাহিদা আক্তারকে (বাঁয়ে) নিয়ে উল্লাসটা একটু বেশিই হলো, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটি যে তাঁর ১০০তম উইকেট। গতকাল শারজায়। ছবি : আইসিসি

অবশেষে এল অপেক্ষার জয়

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

উদ্বোধনী ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে হারিয়েছে নিগার সুলতানার দল। বিশ্বকাপে এটি ১০ বছর, ১৬ ম্যাচ আর ৪ আসর পর বাংলাদেশের প্রথম জয়।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

স্কোরকার্ড বলছে, এই ম্যাচে রোমাঞ্চকর কিছু ঘটেনি। একটা টি-টোয়েন্টি ম্যাচে যে নাটকীয়তা ও উত্তেজনার দেখা প্রায়ই মেলে, তেমন কিছু আসলে ঘটেওনি। প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ তুলেছে ৭ উইকেটে ১১৯ রান। তাড়া করতে নেমে স্কটল্যান্ড ১০৩ রানে আটকে গিয়ে ম্যাচ হেরেছে ১৬ রানে।

তবে শারজায় গতকালের এ ম্যাচই বাংলাদেশের মেয়েদের ক্রিকেটে এনে দিয়েছে দীর্ঘ খরার পর একপশলা বৃষ্টির অনুভূতি। ২০১৪ সালের এপ্রিলে নবম স্থান নির্ধারণীর মতো অগুরুত্বপূর্ণ এক ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে হারিয়েছিল সালমা খাতুনের দল। এরপর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চার আসরে টানা ১৬ ম্যাচে শুধু হার আর হার। লম্বা সময় পর অবশেষে ১০ বছর পর জয়ের দেখা মিলল গতকাল শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। জয়ের পর অধিনায়ক নিগার সুলতানা অকপটেই বললেন, ‘অনেক দিন ধরে এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষায় ছিলাম আমরা।’

এক দশক আগে বাংলাদেশ দল যে ম্যাচটি জিতেছিল, সেটি ছিল সিলেটে। সেবারই প্রথম মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করে বাংলাদেশ। ১০ বছর পর এবারও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডই (বিসিবি) আয়োজক। তবে আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পরিবর্তনের পর অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিয়ে যায় আইসিসি।

ঢাকা ছাড়ার আগে বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার জয়ের জন্য পাখির চোখ করে গিয়েছিলেন স্কটল্যান্ড ম্যাচটিকেই। ‘বি’ গ্রুপের অন্য তিন প্রতিপক্ষই বাংলাদেশের চেয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে ওপরে। স্কটল্যান্ড শুধু তিন ধাপ (১২তম) পেছনের দলই নয়, বিশ্বকাপও খেলতে এসেছে এবারই প্রথম। তবে ম্যাচটা জিতলেও পাঁচ বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশের ব্যাটিংটা ভালো হয়নি। স্কটিশ ফিল্ডারদের একাধিক ক্যাচ মিস ও মিসফিল্ডিংয়ের পরও ইনিংস শেষ হয়েছে ওভারপ্রতি ৬ রানের কমে।

উদ্বোধনী জুটিতে সাথি রানী ও মুরশিদা খাতুন দিয়েছিলেন ২৬ রানের মোটামুটি শুরু, যার ওপর ভর করে দ্বিতীয় উইকেটে সাথি ও সোবহানা মোশতারি যোগ করেন আরও ৪২ রান। প্রথম ১০ ওভারে মাত্র ১ উইকেট হারানো বাংলাদেশের তাই শেষ দিকে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে বড় সংগ্রহই গড়ার কথা। কিন্তু সেই সময়ই খেই হারিয়ে একের পর এক উইকেট হারিয়েছে নিগারের দল। সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি তিনে নামা মোশতারির ৩৮ বলে ৩৬, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানীর ৩২ বলে ৩১। বাংলাদেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে শততম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামা অধিনায়ক নিগার ফেরেন ১৮ বলে ১৮ রান করে।

ব্যাটিংয়ের ঘাটতি পুষিয়ে দেওয়ার কাজটি দারুণভাবেই করেছেন বোলাররা। পাওয়ারপ্লেতে স্কটল্যান্ডের ২ উইকেট তুলে নেন ফাহিমা ও মারুফা। এরপর স্কটল্যান্ডের মেয়েদের ব্যাটিংয়ে পাখা মেলার সুযোগ পুরোপুরি আটকে দেন রিতু মনি। ইনিংসের মাঝের অংশে এই ডানহাতি মিডিয়াম পেসার তুলে নেন ২ উইকেট, ৪ ওভারে দেন মাত্র ১৫ রান। এরপর শেষ ৫ ওভারে ৪৮ রানের সমীকরণ মেলাতে পারেনি স্কটল্যান্ড। এর মধ্যে ক্যাথারিন ফ্রেজারকে আউট করে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন বাঁহাতি স্পিনার নাহিদা আক্তার। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে এটি ১০০ উইকেটের প্রথম কীর্তি, সব মিলিয়ে মেয়েদের ক্রিকেটে ১৪তম। নাহিদার দিনটি শেষ পর্যন্ত আরও রঙিন হয়ে ওঠে বাংলাদেশের জয়ে।

বাংলাদেশের মেয়েরা তাদের পরের ম্যাচ খেলবে আগামীকাল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।

সংক্ষিপ্ত | স্কোর

বাংলাদেশ : ২০ ওভারে ১১৯/৭ (মোশতারি ৩৬, সাথি ২৯, নিগার ১৮; হরলি ৩/১৩)।
স্কটল্যান্ড : ২০ ওভারে ১০৩/৭ (ব্রাইস ৪৯*; রিতু ২/১৫, মারুফা ১/১৭, নাহিদা ১/১৯)।
ফল : বাংলাদেশ ১৬ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : রিতু মনি

‘খারাপ আচরণ করব না, ছাড়ও দেব না’

সাক্ষাৎকারে তানজিম হাসান

মোহাম্মদ জুবাইর, *গোয়ালিয়র থেকে*

সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সফল বোলারদের একজন ছিলেন তানজিম হাসান। ৭ ম্যাচে এই তরুণ পেসার নেন ১১ উইকেট। বিশ্বকাপের পর বাংলাদেশ দল আবারও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ফিরছে এই সংস্করণের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে। *প্রথম আলোকে* দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারত সিরিজের চ্যালেঞ্জ এবং নিজের বোলিং নিয়েও কথা বলেছেন এই পেসার—

তানজিম হাসান

প্রশ্ন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ভারত সিরিজ দিয়ে আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন। মাঝের সময়টা কীভাবে কাটালেন?
তানজিম হাসান : প্রথম কিছুদিন বিশ্রাম নিয়েছি, ক্রিকেট নিয়ে ভেবেছি। এখন আমার সব মনোযোগ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। কীভাবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য নিজেকে ভালোভাবে প্রস্তুত করা যায়, এটা নিয়েই চিন্তা করেছি। ভারতের বিপক্ষে খেলাটাই সামনে, তবে পরবর্তী বড় আসর তো চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। মূল লক্ষ্য চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভালো করা।

প্রশ্ন : দেশে অনেক দিন আলাদা করে টি-টোয়েন্টির অনুশীলন হলো। কতটা প্রস্তুত মনে করছেন?
তানজিম : টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিন ম্যাচের মধ্যে দুটি হবে দিল্লি ও হায়দরাবাদে। গোয়ালিয়র নতুন আমাদের জন্য। তবে দিল্লিতে আমি গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলেছি। হায়দরাবাদে আইপিএলের অনেক ম্যাচ দেখেছি। দুটি মাঠই অনেক ছোট। সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছি।

প্রশ্ন : ভারতে বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা এই সিরিজে কতটা সাহায্য করবে?
তানজিম : এখানে আগেও খেলায় কিছুটা সাহায্য পাব। তবে ফল নিয়ে না ভেবে আমি প্রক্রিয়াটা নিয়ে ভাবতে চাই। নতুন বল হাতে পেলে চেষ্টা করব উইকেট এনে দিতে। টি-টোয়েন্টি মানেই উইকেটের খেলা। মানুষ বলে চার-ছক্কার খেলা, তবে আমি বলি এটা আসলে উইকেটের খেলা। যত দ্রুত উইকেট নেবেন, জয় তত সুনিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন : আগ্রাসন আপনার বোলিংয়ের বিরাট অংশ। এটা কি সহজাত, নাকি ম্যাচ খেলতে নামলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোশ পরে নামেন?
তানজিম : ছোটবেলা থেকেই ডেল স্টেইনের বোলিং খুব ভালো লাগত আমার। কারণ একটাই—তাঁর আগ্রাসন। সবাই এটাই তো দেখতে চায়। এই জিনিসটাই খেলায় দরকার। আমি যার বিপক্ষে খেলছি সে আমার প্রতিপক্ষ, শত্রু নয়। আমি ওর সঙ্গে খারাপ আচরণ করব না, আবার ছাড়ও দেব না। আমি শতভাগ দেব। আর আমার ভেতর যদি ওই অনুভূতিটা না আসে, তাহলে আমি উজ্জীবিত হই না। ওই অনুভূতিটা এলে উজ্জীবিত হই। এটা সহজাত। হয়তো স্টেইনকে দেখতে দেখতে হয়ে গেছে। আমার আলাদা করে এ জন্য চেষ্টা করা লাগে না, অভিনয় করতে হয় না। মাঠের দড়ির ভেতর ঢুকলে এমনিতেই হয়ে যায়।

প্রশ্ন : কিন্তু আপনি তো মাঠের বাইরে শান্তশিষ্ট...
তানজিম : আমি হার একদমই পছন্দ করি না। আমি শতভাগ দেব, তাহলে আমি নিজেকে বলতে পারব যে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। মাঠ থেকে বেরিয়ে কোনো আক্ষেপ রাখা যাবে না।

প্রশ্ন : জাতীয় দলে নতুন বলে আপনার সঙ্গী তাসকিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম। তাঁদের সঙ্গে বোলিংয়ের ফাঁকে কি কথা হয়?
তানজিম : শরীফুল ভাইয়েরটাই আগে বলি। আমরা দুজন একসঙ্গে অনূর্ধ্ব-১৯-এ ছিলাম। কিন্তু তাঁর আন্তর্জাতিক অভিষেক আমার আগে। উনি আমাকে সব সময় বলতেন, আমরা দুজনই একদিন জাতীয় দলের হয়ে বোলিং শুরু করব। এখন সেটাই হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে আমার ভাবনা মিলে যায় সহজেই। আর তাসকিন ভাই খুব ভালো তথ্য দিতে পারেন। ১ ওভার বল করার পরই বলতে পারেন, উইকেটে ওবল সিম ভালো, নাকি সিমআপ।

প্রশ্ন : বিশ্বকাপে মাঝের ওভারে পিচ থেকে আপনার বলের গতি বাড়তে দেখা গেছে কিছু ম্যাচে। স্পিডমিটারে দেখিয়েছে ঘণ্টায় ১৩৭ কিলোমিটার, কিন্তু ব্যাটসম্যানের প্রতিক্রিয়ায় মনে হয়েছে বলটা আরও বেশি গতির...
তানজিম : আমি অফ দ্য পিচ কুইক বোলিং করার চেষ্টা করেছি। যে কারণে আমি অনেক ব্যাটসম্যানকে চাপে ফেলতে পেরেছি। একই লেংথের বল, প্রায় একই পেস...অন্যরা মার খাচ্ছে। কিন্তু আমাকে ঠেকাচ্ছে। বিশ্বকাপে ভারতের সঙ্গে ম্যাচে এটা মনে হয়েছে। সে ম্যাচে ওরা পাওয়ারপ্লেতে সবাইকে মেরেছে, আমাকে মারতে পারেনি। তখন এটার গুরুত্ব বুঝেছি। বুমরা অনেক ভালো করেন এ বলটা।

প্রশ্ন : আর ডেথ বোলিং?
তানজিম : রঙ্গনা হেরাথ (বাংলাদেশের সাবেক স্পিন বোলিং কোচ) একটা কথা বলেছিলেন গত বছরের বিশ্বকাপে। গত ২০ বছরের ক্রিকেট ইতিহাসে স্বাভাবিক স্টক বলে ৮৫ ভাগ ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন। একেবারেই এক্সট্রা অর্ডিনারি বলে আউট নাকি মাত্র ৫ ভাগ। তখন দেখলাম, আসলেই তো! স্টক বল, টপ অব অফ স্টাম্প লাইন-লেংথ, এটা কি তিন সংস্করণেই একই থাকে? ওই জায়গা থেকেই বলের কাজ বাড়াতে হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে বদল নেই

বাফুফের সভা

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

২৬ অক্টোবরের নির্বাচন সামনে রেখে গতকাল বাফুফের নির্বাহী কমিটির সভায় গঠিত হয়েছে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনীত হয়েছেন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা মেজবাহউদ্দিন। বাফুফের সর্বশেষ চারটি নির্বাচনেও তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন।

মেজবাহউদ্দিন বাফুফের ডিসিপ্লিনারি কমিটিরও প্রধান। নির্বাহী কমিটির সভা শেষে বাফুফের সদস্য সত্যজিৎ দাস রুপু বলেন, ‘গত কয়েকটি নির্বাচনে মেজবাহউদ্দিন খুবই সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওনার ওপর সবার আস্থা ছিল।’ নির্বাচন কমিশনের অন্য দুই সদস্য হলেন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা সুরাইয়া আক্তার জাহান ও আইনজীবী এহসানুর রহমান। সভায় নির্বাচনের জন্য ১৩৩ জন কাউন্সিলরের তালিকা অনুমোদিত হয়েছে। এ ছাড়া নভেম্বরে জাতীয় দলের আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

কাজী সালাহউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ছিল বিদায়ী সুর। বাফুফে সভাপতি সভায় একপ্রকার বিদায়ী বক্তব্যই দিয়েছেন। তবে বাফুফের নির্বাহী কমিটি শিগগিরই আরও একটি সভায় বসবে বলে জানা গেছে।

৬০ দিন পার, স্থগিত বাকি খেলা কবে

সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গত ১ জুলাই কমলাপুর স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছিল ঢাকা সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লিগ। সরকারবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময়ও খেলা হয়েছে লিগের। কারফিউর সময় বন্ধ ছিল কয়েক দিন। তারপর আবার শুরু হয়। বাফুফের আয়োজনে ১৮টি দল নিয়ে সিঙ্গেল লিগভিত্তিক লিগে ৩ আগস্ট পর্যন্ত ৭ রাউন্ড হয়েছে। ১৫৩টি ম্যাচের মধ্যে হয়েছে ৫৬টি। কিন্তু ৪ আগস্ট থেকে লিগ স্থগিত।

দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে লিগে। শেখ হাসিনা সরকারের বিদায়ে পর ২ মাস পার হতে চললেও সিনিয়র ডিভিশন লিগের বাকি ম্যাচগুলো এখনো শুরু হয়নি। কবে শুরু হবে, সেটাও অনিশ্চিত। ঢাকা মহানগর লিগ কমিটির কো-চেয়ারম্যান, বাফুফের কার্যনির্বাহী সদস্য ও সাবেক ফুটবলার ইলিয়াস হোসেন এ নিয়ে বলেছেন, ‘২৬ অক্টোবর বাফুফের নির্বাচনের পর সিনিয়র ডিভিশন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্তরা লিগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।’

ছোট পর্দায় আজ

টেনিস	*সনি স্পোর্টস ৫*
সাংহাই মাস্টার্স	সকাল ১০-৩০ মি.
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ	*নাগরিক ও টফি*
দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ	বিকেল ৪টা
ভারত-নিউজিল্যান্ড	রাত ৮টা

মোহাম্মদ সালাহর আরেকটি গোল, বোলোনিয়ার বিপক্ষে লিভারপুল এগিয়ে ২-০ গোলে। তাতে ভাঙল রেকর্ডও। সতীর্থ কস্তাস সিমিকাসের সঙ্গে সালাহর উদ্‌যাপনও হলো দেখার মতো। এএফপি

ভিলার বিস্ময়ের রাতে সালাহর রেকর্ড

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

খেলা ডেস্ক

কী একটা রাত গেল! বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ও টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল রিয়াল মাদ্রিদ হেরেছে লিলের কাছে। ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখকে হারিয়ে দিয়েছে ৪১ বছর পর চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলতে আসা অ্যাস্টন ভিলা। আনহেল দি মারিয়ার বেনফিকার কাছে ৪-০ গোলে হেরেছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। পরশু পাগলাটে এক রাতে বোলোনিয়ার বিপক্ষে ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের ২-০ গোলের জয়টাকেই শুধু স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

ভিলা পার্কে সাবেক দুই চ্যাম্পিয়ন অ্যাস্টন ভিলা ও বায়ার্ন মিউনিখের ম্যাচটা ফিরিয়ে এনেছে ১৯৮২ ইউরোপিয়ান কাপের ফাইনালকে। ১৯৮২ সালে বায়ার্নকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভিলা। ইংলিশ ক্লাবটি ৪২ বছর পর একই ব্যবধানে হারাল জার্মান ক্লাবটিকে।

ভিলাকে স্মরণীয় জয় এনে দিয়েছে কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড ঝন দুরানের দারুণ এক গোল। ৭৯ মিনিটে বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল নয়্যারকে অসাধারণ এক লবে বোকা বানিয়ে গোলটি পেয়ে যান দুরান। বায়ার্ন অবশ্য ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে গোল প্রায় পেয়েই গিয়েছিল। কিন্তু অবিশ্বাস্য এক সেভ করে ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেইনকে গোলটি করতে দেননি ভিলার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ।

ভিলা পার্কের আবহও ছিল অবিশ্বাস্য। ৪১ বছর পর ঘরের মাঠে প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ, এমন কিছুই অবশ্য হওয়ার কথা ছিল। ভিলার আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক মার্তিনেজের ম্যাচ শেষে বলা কথাতেই স্পষ্ট, কেমন ছিল স্টেডিয়ামের আবহ, ‘সত্যি বলতে, অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। এই ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর ভিলা পার্কে এত গর্জন শুনিনি আগে। একটা সময়ে তো আমার কানে যন্ত্রণা শুরু হলো।’

নিজেদের মাঠে রিয়ালের বিপক্ষে লিলের জয়ে একমাত্র গোলটি কানাডার খেলোয়াড় জোনাথন ডেভিডের। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি থেকে গোলটি করেন ডেভিড। লিলের জয়ে বড় অবদান গোলরক্ষক লুকাস শেভালিয়ারও। শেষ দিকে বেশ কয়েকটি সেভ করে রিয়ালকে ৩৬ ম্যাচ পর প্রথম হারের স্বাদ দেন এই ফরাসি গোলরক্ষক।

রিয়াল-বায়ার্নের হারের রাতে লিভারপুলের ২-০ গোলের জয়ে একটি করে রেকর্ড গড়েছেন মোহাম্মদ সালাহ। মিসরীয় ফরোয়ার্ডের দারুণ এক ক্রসে পা ছুঁইয়ে ১১ মিনিটে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। ৭৫ মিনিটে দারুণ এক বাঁকানো শটে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজের ৪৫তম গোলটি পেয়ে যান সালাহ। আইভরিকোস্ট তারকা দিদিয়ের দ্রগবাকে (৪৪) পেছনে ফেলে চ্যাম্পিয়নস লিগে আফ্রিকার খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোল এখন সালাহর। ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় অ্যানফিল্ডে লিভারপুরের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা পাঁচ ম্যাচে গোল করার কীর্তিও গড়েছেন সালাহ।

একনজরে ফল

জিরোনা ২ : ৩ ফেইনুর্ড
শাখতার ০ : ৩ আতালান্তা
অ্যাস্টন ভিলা ১ : ০ বায়ার্ন
বেনফিকা ৪ : ০ আতলেতিকো
লিল ১ : ০ রিয়াল মাদ্রিদ
লিভারপুল ২ : ০ বোলোনিয়া
লাইপজিগ ২ : ৩ জুভেন্টাস
স্টুম গ্রাৎস ০ : ১ ব্রুগা
জাগরেব ২ : ২ মোনাকো

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে পাশে থাকবে বেসরকারি খাত

গোলটেবিল বৈঠক

দেশে যক্ষ্মার বোঝা এখনো অনেক বড়। দরকার নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে বেসরকারি খাতকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

দেশে যক্ষ্মা অনেক পুরোনো রোগ। এই রোগ নিয়ন্ত্রণে বহু বছর ধরে দেশে কাজ হচ্ছে। এখনো প্রতিদিন এক হাজারের বেশি মানুষ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়; আর দৈনিক যক্ষ্মায় মারা যায় ১১৫ জন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারের একার পক্ষে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার যক্ষ্মা কর্মসূচিতে বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষজ্ঞরা এ কথাগুলো বলেন। 'যক্ষ্মা চিকিৎসায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক এই গোলটেবিল বৈঠক স্টপটিবি পার্টনারশিপের সহযোগিতায় যৌথভাবে আয়োজন করে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) ও *প্রথম আলো*। জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির কর্মকর্তা ছাড়াও বৈঠকে অংশ নেন বিশেষজ্ঞ যক্ষ্মা চিকিৎসক, ওষুধ শিল্প সমিতির সভাপতি, একাধিক বেসরকারি হাসপাতালের মালিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক।

আবদুল মোক্তাদির

এ এম শামীম

আসিফ মুজতবা মাহমুদ

জাহাঙ্গীর কবির

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশ্বের ও দেশের যক্ষ্মা পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দেন আইসিডিডিআরবির যক্ষ্মা কর্মসূচির ডেপুটি চিফ অব পার্টি শাহরিয়ার আহমেদ। তিনি বলেন, যক্ষ্মা নীরব মহামারি হয়ে আছে। দেশে প্রতিবছর ৪২ হাজার মানুষ যক্ষ্মায় মারা যায়। অর্থাৎ দৈনিক মারা যায় ১১৫ জন। অথচ দেশে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। বিশ্বের যে দেশগুলোতে যক্ষ্মা বেশি, এমন ৩০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সরকার কী করেছে, এ ক্ষেত্রে সাফল্য কী, তা নিয়ে বক্তব্য দেন জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির (এনটিপি) কর্মসূচি ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর কবির। এই কর্মকর্তা বলেন, বেসরকারি খাতকে জাতীয় কর্মসূচিতে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্র্যাক, আইসিডিডিআরবি, ডেমিয়েন ফাউন্ডেশন, ওয়ার্ল্ডভিশনের মতো অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে বহু বছর ধরে সরকারের সঙ্গে কাজ করে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ল্যাবএইড হাসপাতাল ও ল্যাবএইড ফার্মার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এম শামীম বলেন, '৩৫ বছর ধরে স্বাস্থ্য খাতে কাজ করছি; কিন্তু সরকার কোনো দিন যক্ষ্মার বিষয়ে কাজ করার জন্য ডাকেনি।' তিনি বলেন, ভারতে যক্ষ্মা শনাক্ত হতে গড়ে ১৩ দিন সময় লাগে, বাংলাদেশে সময় লাগে ৪৭ দিন। বাংলাদেশে যক্ষ্মা চিকিৎসার ব্যয় ভারতের চেয়ে বেশি।

জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালের চেয়ারম্যান সরকার এ নাঈম বলেন, চিকিৎসাসেবার দুই-তৃতীয়াংশ আসে বেসরকারি খাত থেকে। অথচ নানা ধরনের ভয়ভীতির মধ্যে তাদের থাকতে হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে এভারকেয়ার হাসপাতালের পরিচালক (স্বাস্থ্যসেবা) আরিফ মাহমুদ বলেন, কোভিড মহামারির সময় সরকারের সঙ্গে বেসরকারি খাত কাজ করেছিল। ডেঙ্গু নিয়েও সরকারের সঙ্গে কাজ করে বেসরকারি হাসপাতালগুলো। যক্ষ্মা নিয়েও কাজ করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুজন যক্ষ্মারোগবিশেষজ্ঞ। ইউনাইটেড হাসপাতালের সিনিয়র কনসালট্যান্ট আসিফ মুজতবা মাহমুদ বলেন, বেসরকারি হাসপাতালের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে, যেন তারাও সাধারণ যক্ষ্মার ও ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার রোগীদের চিকিৎসা দিতে পারে। জনসচেতনতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কনসালট্যান্ট আবদুস শাকুর খান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল হামিদ বলেন, রোগ শনাক্ত, রোগীর চিকিৎসা ও জাতীয় কর্মসূচি—এই তিন ক্ষেত্রে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

পাশে থাকবে ওষুধশিল্প

বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির প্রেসিডেন্ট এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল মোক্তাদির বলেন, দেশের ওষুধশিল্পের সক্ষমতা আছে যক্ষ্মার ওষুধ তৈরি করার। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে ওষুধশিল্পকে যুক্ত করলে তারা স্বল্প মূল্যে দেশের মানুষকে ওষুধ দিতে পারবে।

আলোচনা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আইসিডিডিআরবির ইউএসএআইডি এসিটিবি কর্মসূচির পরামর্শক আজহারুল ইসলাম খান বলেন, বেসরকারি খাত ওষুধ, রোগ শনাক্তকরণ, চিকিৎসা ও অর্থায়নের মাধ্যমে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে। এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন *প্রথম আলোর* সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী।

উত্তরে বৃষ্টি ও উপকূলে জোয়ারের পানি বাড়বে

আবহাওয়া পরিস্থিতি

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বাংলাদেশ থেকে মৌসুমি বায়ু, মানে বর্ষাকাল বিদায় নিচ্ছে। বিদায়বেলায় উপকূলসহ সারা দেশে কমবেশি বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টি আগামী তিন দিন চলতে পারে। বৃষ্টির দাপট উত্তরাঞ্চল থেকে ময়মনসিংহ, ঢাকাসহ দেশের মধ্যাঞ্চলেও চলছে। যা আজ শুক্রবারও চলতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এমনটা বলা হয়েছে।

অন্যদিকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পূর্বাভাস বলছে, অমাবস্যার প্রভাবে আজ ও আগামীকাল শনিবার সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়তে পারে। এতে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি উচ্চতায় জোয়ার হতে পারে। এর সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে আগামী কয়েক দিন সারা দেশের আবহাওয়া বৃষ্টিবহুল হতে পারে।

এ ব্যাপারে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ শাহিনুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিচ্ছে। এ সময়ে মৌসুমি বায়ু শক্তিশালী আচরণ করে এবং প্রচুর বৃষ্টি ঝরায়। চলতি সপ্তাহের মধ্যে মৌসুমি বায়ু বিদায় নেওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে রাতের তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। এ সময় শীত শীত অনুভূতি হতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, লঘুচাপ ও স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু জোয়ারের আশঙ্কায় দেশের সব সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। গভীর সাগরে অবস্থানরত নৌযানগুলোকে সাবধানে উপকূলের কাছাকাছি নিরাপদ স্থানে থাকার জন্য বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, আজ রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে বৃষ্টি বাড়তে পারে। দুই দিন ধরে উপকূলে যে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তা উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-মধ্যাঞ্চলে সরে আসতে পারে। মেঘ-বৃষ্টির কারণে সারা দেশের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হওয়ার পর উপকূলে দমকা হাওয়া ও মেঘের আনাগোনা বেড়ে যেতে পারে।

এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজধানীর আকাশে মেঘের ঘনঘটা বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে দিনভর চলে বৃষ্টি। কখনো ভারী, কখনো ঝিরিঝিরি বৃষ্টির কারণে শহরের সড়ক ও অলিগলি কাদায় মাখামাখি হয়ে যায়।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাবে, সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ৪৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রাজধানীজুড়ে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ঝরতে দেখা যায়। আর দেশের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রামে, ১২০ মিলিমিটার।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০৩ অক্টোবর, ২০২৪
১৮ আশ্বিন, ১৪৩১
২৯ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬

☑ বাংলাদেশ প্রথম কত সালে প্লাটিকের ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করে?
উত্তর: ২০02২ সালে। (বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে)

☑ বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে মোট কী পরিমাণ নিদর্শন রয়েছে?
উত্তর: ৯৪ হাজারের বেশি।

☑ পৃথিবীর কত শতাংশ কলের পানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক রয়েছে?
উত্তর: ৮৫ শতাংশ।

☑ সম্প্রতি কোন দেশ বাংলাদেশে সামুদ্রিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা করতে চেয়েছে?
উত্তর: চীন। (বাংলাদেশ থেকে চীনে রপ্তানির উদ্দেশ্যে)

☑ নারী টি-২০ বিশ্বকাপ-২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী দেশ কতটি?
উত্তর: ১০টি।

☑ ২০২৪ সালের নারী টি-২০ বিশ্বকাপ কোন দেশে আয়োজন করা হয়েছে?
উত্তর: সংযুক্ত আরব আমিরাত। (আয়োজক দেশ: বাংলাদেশ)

☑ সম্প্রতি এনবিআর কোন দেশের পণ্যকে 'লাল-তালিকামুক্ত' করার নির্দেশনা জারি করেছে?
উত্তর: পাকিস্তান।

☑ কোন দেশ বাংলাদেশের পুলিশ সংস্কারে সহায়তা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে?
উত্তর: ইতালি। (প্রধান উপদেষ্টাকে ইতালির রাষ্ট্রদূত)

০৩ অক্টোবর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৯৮০	বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।
১৯৯৩	সাহিত্যিক ও স্বাধীনতাসংগ্রামী গোপাল হালদার মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৯৪৫	বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৫৮	ইংল্যান্ড প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়।
১৮৬৬	ভিয়েনায় অস্ট্রিয়া এবং ইতালির মধ্যে ঐতিহাসিক ভিয়েনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।